আমেরিকার পরিচয়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৭

মুদ্রক : শ্রীগৌরহরি মাইতি
বাণী-মুদ্রণ
৯এ, মনোমোহন বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		০
ভূগোল ও ঔপনিবেশিকতা	…	১
অর্থনীতি ও আমেরিকান জাতীয় চরিত্র	…	৮
রাজনীতি ও আমেরিকান চরিত্র	…	২৬
যুক্তরাষ্ট্রের ধর্ম	…	৪৩
যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ	…	৫১
জাতিসমূহ ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি ব্যবহার	…	৫৬
চারুকলা	…	৬৭
যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা	…	১০১
আমেরিকার উচ্চশিক্ষা-পদ্ধতি	…	১২১
যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনের নিমিত্ত আপনার দর্শনার্থে প্রস্তুতি	…	১৩১
যুক্তরাষ্ট্রে উপনীত হবার পর	…	১৩৭
কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন	…	১৪৭
আর্থিক ব্যাপার	…	১৫৩
দেশ পরিদর্শন	…	১৬৯

গ্রীষ্মকালীন ভূদৃশ্য : খড় তৈরী করা

চিত্রকর অজ্ঞাত

মিউজিয়াম অব ফাইন্ আর্টসের সৌজন্যে।

নিবেদন

যারা শিক্ষার জন্য বা ট্রেনিং প্রোগ্রামে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় যাবার পরিকল্পনা করেছেন 'আমেরিকার পরিচয়' নামে এই পুস্তিকাটি তাঁদের প্রতি উৎসর্গ করা হোল। এই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হোল, যুক্তরাষ্ট্র-আমেরিকার পরিচয়ের সূত্রপাত করা, যাতে পরিচয়ের অভাবে যে অজানাভাবের উদয় হয়, তাকে অনেক পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া যায়। এই আশা নিয়ে ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্‌ ইণ্টারন্যাশানাল এডুকেশন এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন যে আমেরিকার জীবনকে এঁরা অধিকতর উপলব্ধি করতে পারবেন ও সর্বান্তকরণে তাতে যোগদান করতে পারবেন।

একটি সমৃদ্ধশালী ও বিচিত্র উত্তরাধিকার ও জীবনযাত্রার সংমিশ্রণকে যুক্তরাষ্ট্র একটা সামাজিক ও ভৌগোলিক বন্ধনে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। এই দেশটি তিন সহস্র মাইল কৃষিজমি, সমতলভূমি ও উচ্চাঙ্গের শ্রমশিল্প-পণ্যোৎপাদনকারী শহরতলীর উপর দিয়ে অতলান্তিক মহাসমুদ্র থেকে প্যাসিফিক মহাসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ ও উষ্ণ দিনগুলি দক্ষিণাঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসূচক; আলাস্কা তার দীর্ঘরাত্রি ও হিমযুক্ত দিনগুলির জন্য পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের ১৭৫,০০০,০০০ সংখ্যক অধিবাসিগণ তাদের ভৌগোলিক বাসভূমির মতই বৈচিত্র্যময় ও কৌতূহলোদ্দীপক।

একটি মাত্র গ্রন্থে এই প্রকার বহুমুখী সংস্কৃতির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে, বিদেশী পরিদর্শকদের সংখ্যা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে সাধারণ পরিচয়সহ একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রয়োজন আছে। 'আমেরিকার পরিচয়' গ্রন্থটি প্রথম ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল, প্রাক্তন এক্সচেঞ্জ-শিক্ষার্থী একটি চীনা অধ্যাপকের দ্বারা। পূর্ণপরীক্ষিত সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে। এই পুস্তিকাটির পূর্বসংস্করণের বহু সহস্র কপি আই. আই. ই. বিতরণ করেছিল, এ পুস্তিকাটির বিদেশী-সংস্করণের অনুমতিও প্রাপ্ত হয়েছিল।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজির অধ্যাপক রবার্ট গ্রোহাম ডেভিস, উপদেষ্টা কমিটি ও ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে

বর্তমান সংস্করণের প্রধান অংশটি রচনা করেছেন। প্রধান অংশটির দশটি অধ্যায়ে আমেরিকান সমাজের এক একটি বিশেষ দিকের বর্ণনা দিয়েছেন যেমন ভৌগোলিক অবস্থিতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, জাতিগুলি ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি ব্যবহার, ধর্ম, চারুকলা, পারিবারিক-জীবন-শিক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়। এই পরিচ্ছেদের শেষে একটি নির্দেশিকা যুক্ত করা হয়েছে, যাতে নিজস্ব বিশেষ কৌতূহল অনুযায়ী ছাত্ররা অধিক সংখ্যক পুস্তক পাঠ করতে সমর্থ হয়।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশটি ইন্স্টিটিউটের কর্মচারীদের দ্বারা লিখিত একটি ব্যবহারিক পথ নির্দেশক। এখানে আমেরিকান আচার-ব্যবহার ও প্রথা সম্বন্ধে যে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া আছে, বিদেশী পরিদর্শকদের কাছে তার পরিচয় মিলবে আমেরিকার পারিবারিক জীবনে ও কলেজ ক্যাম্পাসে। আরো একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে—দর্শকের জন্য প্রস্তুতি ও যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী পরিদর্শকসংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিয়মাবলী।

আমরা আশাকরি যে 'আমেরিকার পরিচয়' গ্রন্থটি থেকে পরিদর্শনার্থে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে সেখানে বাস করতে হবে এবং কাজ ও ক্রীড়াকৌতুকে যোগদান করতে হবে।

কেনেথ হল্যাণ্ড
প্রেসিডেন্ট।

প্রাপ্তিস্বীকার

'আমেরিকার পরিচয়' গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করতে যাঁদের সাহায্য পাওয়া গেছে তাঁদের কাছে ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্‌ ইন্টারন্যাশানাল এডুকেশন সবিশেষ ঋণী। ইন্‌ষ্টিটিউট্‌টি বিশেষ ভাবে রবার্ট গ্রোহাম ডেভিসের গুণমুগ্ধ। রবার্ট গ্রোহাম ডেভিস 'আমেরিকার পরিচয়' গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তুটি রচনার গুরুভার গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল আমেরিকার কাহিনী, তার ইতিহাস, তার সমস্যা ও তার আদর্শ—আমেরিকার অতীত ও বর্তমানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি তাঁর-দৃষ্ট আমেরিকান জীবনকে অতি বিস্ময়করভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই পুস্তিকাটির সর্বপ্রকার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার প্রথম নক্‌শা থেকে সর্বশেষ খসড়া পর্যন্ত সাধারণভাবে সাহায্য করে ইন্‌ষ্টিটিউটের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন—উপদেশটা কমিটির সভ্যরা, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান ভাষা-কেন্দ্রের ডিরেক্টার ডব্ল. কালেন ব্রায়াণ্ট। ভারতবর্ষের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত উড্‌ওয়ার্ড বাঙ্কার; আই. আই. ই. বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্যরা; স্টেট্‌ ডিপার্টমেণ্টের আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বিষয়ক বিনিময় বিভাগের প্রোগ্রাম ডেভালাপ্‌মেণ্টের কর্মচারীবৃন্দের প্রধান প্রোগ্রাম রচয়িতা গাট্রুড ক্যামেরন; কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পোলিটিকেল সায়েন্স বিভাগের কার্চার গুড্‌রিচ; শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ওয়াল্টার জনসন; নিউ ডিরেক্‌শনের প্রেসিডেণ্ট জেমস লফ্‌লিন্‌; হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল রিলেশন বিভাগের ডেভিস্‌ রেইস্‌ম্যান; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেলের এক্সিকিউটিভ দপ্তরের হার-নান্দো স্যাম্পার; কমিটি অব ফ্রেণ্ডস্‌ রিলেশন এ্যামং ফরেন স্টুডেণ্টস্‌-এর বেঞ্জামিন স্মোকার; কেবল প্রিন্টিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান জন শ্লোজ্যাক, ও আই. আই. ই. বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্যগণ; পেনসেলভিনিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রবার্ট.ই. স্পিলার।

সরকারী নিয়মাবলী সংক্রান্ত তথ্যগুলি পুনর্নিরীক্ষণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিচার বিভাগের ইমিগ্রেশন ও ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিস।

'আমেরিকার পরিচয়' গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণটিতে ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্মচারীদের প্রচুর অবদান আছে। সর্বাধিক সাহায্য করেছিলেন ডোনাল্ড জে. শ্যাঙ্ক, যিনি উপদেশটা কমিটির সহ-সভাপতির কর্মপরিচালনা করতেন। ইন্‌ফরমেশন বিভাগের ডিরেক্টার ডোনাল্ড এ. বুলার্ড-এর সযত্ন নির্দেশে, পাব্লিকেশন ডিভিশন পাণ্ডুলিপির অনেক অধ্যায় সম্পাদনা করে দিয়েছেন। সিলিয়া এইডিনফ্ হলেন পত্রিকাগুলির সম্পাদক; বার্বারা বার্লিন ব্যবহারিক অধ্যায়টি রচনা করে দিয়েছেন ও আই. আই. ই.-র বহু কর্মচারী মূল বিষয়বস্তুটি পাঠ করেছেন ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

ওল্ড ডোমিনিয়ন ফাউণ্ডেশনের প্রদত্ত অর্থে 'আমেরিকার পরিচয়' পুস্তিকাটির নব সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হওয়ায় ইন্‌ষ্টিটিউট বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত।

ভূমিকা

বহুকাল ধরে লেখকরা আমেরিকান চরিত্রকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যখন গ্রেট ব্রিটেনের বন্ধন থেকে মুক্তি ঘোষণা করেছিল, তখন স্বভাবতঃই সেই বিদ্রোহ বিদেশে প্রচুর কৌতূহলের উদ্রেক করে। কারণ এইটি ছিল অসংখ্য ধারাবাহিক ঔপনিবেশিক বিপ্লব-গুলির সর্বপ্রথম। অধিকন্তু এইটি ঘটেছিল এমন সময়ে যখন এই প্রকার অসন্তোষ সমস্ত য়ুরোপকে আলোড়িত করে তুলেছিল।

আমেরিকার নূতন সরকারকে গণতন্ত্রের পরীক্ষামূলক গবেষণা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। জার্মান দার্শনিক হেগেল এই সাধারণ মনোভাবটিকে প্রকাশ করেছেন যখন তিনি বলছেন, 'আমেরিকা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কালের রাজ্য। যেখানে আমাদের সম্মুখে প্রসারিত যুগগুলিতে দেখতে পাবো, যে পৃথিবীর ইতিহাস তার দায়িত্বভারকে উন্মুক্ত করে দেবে।'

ঊনবিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকের বৎসরগুলিতে বহু সংখ্যক বিদেশী ব্যক্তিরা শিক্ষালাভার্থে আমেরিকায় আসতেন। ফরাসী সরকার আমেরিকান বিপ্লবকে সমর্থন করবার পর, ফরাসীরা আমেরিকান বিপ্লব সম্বন্ধে সবিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তীক্ষ্ণ বোধশক্তিসম্পন্ন ফরাসী পর্যবেক্ষণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাউন্ট দ্য তোকেভী যাঁর ১৮৩৫-৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ডেমোক্রেসি ইন্ আমেরিকা' নামক মহান গ্রন্থটি এখনো জ্ঞানোদ্দীপক। এই গ্রন্থটি যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির বিশ্লেষণ করেছে তার মধ্যে অনেকগুলিই আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

'স্বীকার করছি যে আমি আমেরিকার মধ্যে বৃহত্তর আমেরিকাকে দেখেছি' তোকেভী লিখেছেন, 'আমি খুঁজেছিলাম স্বয়ং গণতন্ত্রের মূর্তিটিকে তার সমস্ত প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য, কুসংস্কার, ও আবেগগুলি সমেত, যাতে আমরা জানতে পারি এর প্রগতির মধ্যে কতটা আশা ও আশঙ্কা আছে।'

যেহেতু বিদেশী পরিদর্শকরা কোন একটি দেশ দর্শনকালে রাজনৈতিক পদ্ধতিরও মূল্যাবধারণ করে থাকেন, যেহেতু পরিদর্শকরা আমেরিকাকেও

তাঁদের বিভিন্ন প্রকারের রাজনৈতিক ও কুসংস্কারের মাণদণ্ডের দ্বারা পরিমাপ করেছিলেন। অভিজাত্যপূর্ণ ব্যক্তিরা যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর জোর দিতেন, তাতে তাদের অভিজাত-সমাজের প্রতিপক্ষপাতিত্বটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো। এঁরা উল্লেখ করতেন শিশু ও ভৃত্যদের রুক্ষ স্বাধীনতা, বাহ্যাড়ম্বরহীন অমার্জিত আচার-ব্যবহার, গোপনতাহীনতা ও চিত্রকলায় আত্মনিয়োজিত অবসরপ্রাপ্ত একদল ব্যক্তির অনুপস্থিতি। সে সমস্ত সংস্কার সাধনকারী ও কল্পনা বিলাসী ব্যক্তিরা আমেরিকা পরিদর্শন করেছিলেন, তাঁরা প্রায়ই নিরাশ বোধ করতেন যে আমেরিকা দেশটি তাঁদের মতানুযায়ী স্বাধীন গণতন্ত্রের রোমান্টিক আদর্শে পৌঁছাতে পারেনি। তাঁরা দেখেছেন যে মোটামুটিভাবে আমেরিকাবাসীরা অমূর্ত ধারণা বা নূতন ধরনের সমাজ অপেক্ষা বাস্তব জগতে সফলতার প্রতি ও ব্যক্তিগত উন্নতির প্রতি অধিকতর অনুরক্ত।

কিন্তু অধিকাংশ পরিদর্শকই আমেরিকার কয়েকটি বিশেষত্বকে স্বীকার করেছেন। তাঁরা আমেরিকাবাসীদের বর্ণনা করেছেন—চঞ্চল, উৎসাহী, বাস্তবধর্মী, বন্ধুভাবাপন্ন, বাহ্যাড়ম্বরহীন, যুথচর, নৈতিকভাবাপন্ন, আশাবাদী-সাম্যবাদী, ও অতীত অপেক্ষা ভবিষ্যতের প্রতি অধিকতর মনোযোগী বলে। আমেরিকাবাসীরা যে কতদূর রক্ষণশীল ছিল সেটা অতি অল্পসংখ্যক পরিদর্শকই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমেরিকাবাসীদের আচার-ব্যবহার যে কোন বিশ্বাসগুলির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সেটা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি, এমন কি আমেরিকাবাসীরা নিজেরাও সময়ে সময়ে সেই বিশ্বাসগুলিকে সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম হন্ না। তোকেভী স্বয়ং একজন আমেরিকার কঠিন সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও, বলেছিলেন 'গণতান্ত্রিক সরকারের দোষ বা দুর্বলতা অতি শীঘ্রই আবিষ্কৃত হয়ে থাকে, এর সুষ্ঠু প্রভাবটি সহজে প্রতীয়মান হয় না, বরঞ্চ বলা চলে যে সেটা গুপ্ত থেকে যায়। একটি মাত্র দৃষ্টিপাতে দোষগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু ভাল গুণগুলিকে বহুকাল নিরীক্ষণের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।'

কোন নূতন দেশকে উপলব্ধি করার অন্যতম প্রাথমিক ধাপ হোল—জানতে পারা যে সেই দেশবাসীরা নিজেদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে থাকে এবং তাদের জাতির অতীত ইতিহাসে যে অভিজ্ঞতাগুলি সঞ্চিত

হয়েছিল, তাদের প্রভাব দেশবাসীর আচার ব্যবহারের মধ্যে এখন পর্যন্ত বর্তমান আছে কিনা। পরিদর্শকের নিজের দেশটি আমেরিকাবাসীদের কাছে কি রকম মনে হয়? আমেরিকাবাসীরা নিজেদের মধ্যে কি সে সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করে থাকেন? কোন্ কোন্ গ্রন্থ ও অতীতের ঘটনাকে শিক্ষিত আমেরিকাবাসীরা বারম্বার উল্লেখ করে থাকে : এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা কার্যকরী জ্ঞাতব্যতথ্য প্রদান করাই এই পুস্তকটির উদ্দেশ্য।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সুরু করে তার জীবনের মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তিগুলি পর্যন্ত বর্ণনা করা এবং কি উপায়ে বর্তমান আমেরিকার সৃষ্টি হয়েছে সেটি প্রদর্শন করা। যুক্তরাষ্ট্রের স্বদেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষণকারীরা একমত যে উপনিবেশিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আমেরিকার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ বর্তমান আছে। এই গুণগুলির ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক ভিত্তি পরিবর্তিত বা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও আমেরিকার বর্তমান সংস্কৃতিতে তারা বিশেষভাবে বিদ্যমান ও আমেরিকার আত্মোপলব্ধির একটি বিশেষ অংশ হয়ে আছে।

অতীত বা ইতিহাসকে হয়ত মনে হতে পারে যে একটা সামঞ্জস্যহীন স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যরূপটিকে প্রকাশ করবার এটাই হোল একমাত্র উপায়। আমেরিকার কাছে জাতীয় অতীতের প্রচুর মূল্য আছে ও আমেরিকার ধ্যান ধারণা বা মূল্য বোধের ঐতিহাসিক মূল্যগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান হলেই তবে আমেরিকান আচার-ব্যবহারের অতিশয় বিস্ময়কর রূপটিকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হবে।

ভূগোল ও ঔপনিবেশিকতা

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, আমেরিকার সংস্কৃতি প্রবক্তাদের মধ্যে দুইটি মতবাদ দেখা যায়। একদল যারা বেশি রোমান্টিক ও জাতীয়তাবাদী তারা আমেরিকান সংস্কৃতির অভিনবত্বের উপর অধিকতর জোর দিয়েছেন। অন্য দলটি সেটাকে অস্বীকার করে বলেছেন যে আমেরিকার চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানগুলির উৎস হ'ল যুরোপীয়—তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের সঙ্গেও অন্যান্য দেশগুলির ঘনিষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান—তাছাড়া আমেরিকার কৃষ্টির চরম উৎকর্ষ যুরোপীয় সভ্যতার ধারাশ্রয়ী।

প্রথম দলটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা ঐতিহাসিক ফ্রেডারিক জ্যাকসন টার্নারের 'প্রত্যন্ত তত্ত্ব'-র কাছে সবিশেষ ঋণী। কিন্তু টার্নারের কাছে 'প্রত্যন্ত' কথাটির মানে একটি দেশের নির্দিষ্ট সীমারেখা মোটেই নয়—তার কাছে কথাটির আসল অর্থ ছিল যে—একটি অতি অল্প সংখ্যক লোকের ক্ষুদ্র বসতি যার ঠিক পরেই বিস্তৃত ছিল দিগন্তপ্রসারিত উৎকৃষ্ট জমি।

সুরুতে ইঙ্গ-আমেরিকান উপনিবেশের প্রান্তদেশ ছিল তাদের অতলান্তিক মহাসাগরের তীরলগ্ন বসতিগুলির ঠিক শেষেই। কিন্তু বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এদের বিবাদ বাধলো ফরাসী ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে. কানাডা ও মিসিসিপির অধিকাংশ অঞ্চলের অধিকার নিয়ে, এবং স্প্যানীয়দের সঙ্গে বাধলো ফ্লোরিডা, ক্যালিফোরনিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম রাজ্যের একটি বৃহদাংশ নিয়ে। এই সম্প্রসারণ ও জন-বসতি প্রতিষ্ঠার প্রতিধাপের ইতিহাস প্রায় একই রকমের। প্রথমে দলটিতে ছিলেন অন্বেষণকারী, শিকারী, ব্যাধ-রেড-ইণ্ডিয়ান ব্যবসায়ী বা যোদ্ধা, ভূমিজরীপকারী ও খনিজীবী। এদের বিপদসঙ্কুল জীবনে প্রয়োজন ছিল অপরিসীম সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। এদের পরে এসেছিলেন অগ্রণী কৃষিজীবীর দল যারা অতিকষ্টে জমি পরিষ্কার করে, ঘরবাড়ী তৈরী করে নিজেদের ও পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করতেন। তারা যে রকম দূরে ও গভীর অন্তর দেশে প্রবেশ করতেন, সেখানে কোন

প্রকার সাহায্য পৌঁছানো সম্ভবপর ছিল না, সেখানে শুধু একমাত্র ভরসা ছিল নিজের দৈহিক শক্তি ও কর্মদক্ষতা। এই ভাবে শেষ পর্যন্ত গ্রাম ও শহরের পত্তন সুরু হোল। পশুপালকদের দলটি গিয়েছিলেন সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে। প্রথম দিকে এদের লড়াই করতে হয়েছিল রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ও পরে এদের পশুচারণের মুক্ত ক্ষেত্রগুলি আত্মসাৎ করে নিত বলে কৃষিজীবীদের সঙ্গেও লড়াই করতে হয়েছিল।

টার্নারের মতে প্রত্যন্ত দেশের এই অভিজ্ঞতাগুলির মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে আমেরিকার মনন জগতের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। সেখানে মিশে গেছে রুক্ষতা ও শক্তির সঙ্গে তীক্ষ্ণতা ও অনুসন্ধিৎসা। এই বাস্তবধর্মী জীবন-দর্শনের মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্পবোধের অভাব থাকলেও মহৎ পরিণতির পথে কোনও বাধা সৃষ্টি করেনি। তার কারণ বোধহয় এর মূলে রয়েছে তাদের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক মন আর প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে মিশেছে প্রাণবন্ত জীবনবোধের উচ্ছলতা। এইটি হোল প্রত্যন্তদেশের প্রকৃত পরিচয়। টার্নার মনে করতেন আমেরিকার সাম্য ও গণতন্ত্রের কারণ হোল এই 'প্রত্যন্ত দেশ'। কোন আমেরিকাবাসী নিজেকে দরিদ্র অথবা সমাজে নিম্নশ্রেণীস্থ বলে মনে করবার প্রয়োজন বোধ করতেন না। তার কারণ, যে কোন সময়ে তিনি প্রত্যন্ত দেশে গিয়ে নূতন জীবন যাত্রা সুরু করতে পারতেন। জেমস ফেনিমোর কুপারের উপন্যাস থেকে সুরু করে ওয়েস্টার্ন মুভি ও বর্তমান যুগের টেলিভিশনে প্রদর্শিত ধারাবাহিক চিত্র ইত্যাদি বহু জনপ্রিয় শিল্প, সেই জন-বসতি-বিহীন পশুচারণ ভূমির অগ্রণীদলের নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রাকে নাট্যরূপ দান করেছে।

আমেরিকাবাসীরা নিজেদের এ জগতের ক্রমবর্ধমান ও চিরউন্নতিশীল মানবজাতির পুরোভাগ বলে মনে করতে ভালবাসেন। সীমান্তপ্রদেশ সমেত আমেরিকা যেন সম্ভাবনাপূর্ণ একটি প্রকাণ্ড দেশ—লক্ষ লক্ষ য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। এই ঔপনিবেশিকতার যেন একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। সীমান্ত প্রসারিত হবার বহুপূর্বেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরবর্তীযুগে স্প্যানীয় দার্শনিক জর্জ সান্তায়নের 'ক্যারেক্টার এণ্ড ওপিনিয়ন ইন্ দা ইউ-এস্-এ' নামক ১৯২০ সালে প্রকাশিত পুস্তকটিতে

আমেরিকার মানসের একটা প্রত্যক্ষ রূপ দেখা যায়। এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—"নূতন জগতের আবিষ্কার হবার ফলে য়ুরোপীয়দের ভিতর থেকে এক বিশেষ মনোনয়নের সুযোগ ঘটেছে। নিগ্রোরা ছাড়া আর সমস্ত ঔপনিবেশিকরা স্বেচ্ছাকৃত পরবাসী। সৌভাগ্যশালী, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও অলস ব্যক্তিরা স্বদেশ ত্যাগ করতে রাজী হলেন না—কিন্তু বাকি দুঃসাহসিকরা অতৃপ্ত মনের তাড়নায় বেরিয়ে পড়লেন দিগন্ত পার হবার জন্য। সুতরাং প্রত্যেকটি আমেরিকাবাসী হয় নিজে একজন দুঃসাহসিক অভিযানকারী না হয় য়ুরোপীয়দের মধ্যে সেই প্রকার দুঃসাহসিক অভিযানকারীর বংশধর। সেইজন্য চিন্তার আমূল পরিবর্তন হোক বা না হোক, আমূল সামাজিক পরিবর্তনের আগ্রহ তার রক্তের মধ্যে ছিল। অতীতের ঘটনা বিশেষতঃ সুদূর অতীতে যা ঘটেছিল—সেটা যে তার কাছে শুধু গুরুত্বহীন অপ্রামাণ্য তাই নয়, সে সবই অসংলগ্ন, হীন, বিগত…কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তার মনে রয়েছে অসীম উৎসাহ। কোন ঘটনা বা মতবাদকে 'সকলে ভবিষ্যতে মেনে নেবে' এর অপেক্ষা অধিক অনুমোদন, তার আর জানা ছিল না। নিজের অনুমোদিত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা অথবা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য অনুমোদনের মধ্যে তার আশাবাদ পূর্ণতা লাভ করেছিল। এই বিশ্বাসটি অগ্রণী দলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

একেবারে সুরু থেকে আমেরিকাবাসীরা নিজেদের-সুমনোনীত বা ঈশ্বর মনোনীত বলে ধরে নিয়েছিলেন। আমেরিকার প্রাচীন প্রটেস্টান্ট ঔপনিবেশিকরা 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের ইজিপ্ট থেকে কানান অর্থাৎ 'প্রতিশ্রুতভূমি' পর্যন্ত যেহোভা-চালিত ইজরাইলদের সঙ্গে তুলনা করতেন। নিউ ইংলণ্ডের একটি পাদ্রী একবার পরিত্যক্ত ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—'ভগবান যেন সমস্ত জাতিকে ছেঁকে নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বীজগুলি এই বন্যভূমিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন'।

যাই হোক, এই প্রচারক-মনোবৃত্তি থেকেই নিজেদের-মনোনীত বলে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এই নূতন জগতে নূতন ধরনের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, ঔপনিবেশিকরা নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করেছিলেন। সর্বশ্রেণীর জনগণের কাছে এই সাধারণতন্ত্রের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। উপনিবেশ গড়ে উঠবার প্রথমদিকে যে সমস্ত ঔপনিবেশিকরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে

অধিকাংশই অর্থাৎ শতকরা ষাটজন ছিলেন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী ভৃত্যের দল। তার অর্থ এই যে তারা মুক্তি পাবার আগে তাদের প্রভুদের কাছে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের পরিশ্রম করতে বাধ্য হতেন। সাধারণতঃ পথের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবার জন্যই স্বেচ্ছায় তারা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। চুক্তির সময় অতিক্রম করা মাত্রই, তারা অন্য সকলের সঙ্গে সমাজে সমান স্থান পেতেন।
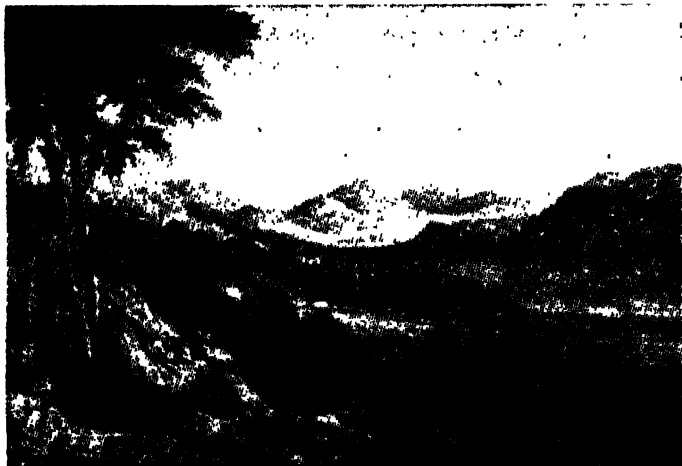
মোহক্ উপত্যকা। রবার্ট হ্যাভেল, জুনিয়ার
নিউ ইয়র্ক স্টেট্ হিস্টরিকাল এসোসিয়েশন
কুপারস্‌টাউন্ নিউ ইয়র্ক

আমেরিকার বিশ্ব ধাবমানতা কেবল একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার দৈহিক চলৎশক্তিতেই ফুটে উঠেছে তা নয়। সমাজের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হবার ক্ষমতাতেও বিশেষ প্রকাশ। এই সামাজিক গতি প্রধানতঃ ঊর্ধ্বমুখী। আমেরিকার অধিকাংশ ঔপনিবেশিকরা, বিশেষতঃ যারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসেছিলেন, তাঁরা স্বদেশে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর কৃষক কিম্বা শ্রমজীবী ছিলেন। এই কারণে সামাজিক ও অর্থনীতির দিক দিয়ে আমেরিকাকে একান্তভাবে মধ্যবিত্ত দেশ বলা চলে। সব ঔপনিবেশিক-পরিবারগুলি বলতে গেলে দুই এক পুরুষের মধ্যে সমাজ ও অর্থনীতির

মানদণ্ডে প্রচুর উন্নতি লাভ করেছিলেন। অবশ্য মধ্যে মধ্যে ব্যবসায়ে ক্ষতি ঘাটতি, অথবা দুর্ভাগ্যের জন্য অধোগতিও দেখা গেছে, কিন্তু আমেরিকা যে একটি 'সুযোগ-ভরা-দেশ' সেখানে মানুষ সর্বদাই নূতন উপায়ে সফলকাম হতে পারে,—আমেরিকার মৌলিক প্রত্যয়ের অন্যতম উপাদান হোল এই বিশ্বাস।

পশ্চিমাঞ্চলের দিকে ক্রমবিস্তার, দেশের আকৃতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটনাগুলি আমেরিকাবাসীদের কল্পনাশক্তির উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল। খৃষ্টাব্দ ১৮২০ থেকে ১৮৯০-র মধ্যে জনবিরল দেশের উপর দ্রুতগতিতে অধিকার বিস্তার, আমেরিকাবাসীর মনে গতি আয়তন বৃদ্ধি ও সমাজের উন্নতি ইত্যাদি ধারণাগুলি একত্রে গেঁথে দিয়ে গেল। 'যত বড় তত ভাল' প্রবাদটি আমেরিকাতে বিশেষভাবে প্রচলিত হোল। আয়তনের উপর যে বেশিরকম জোর পড়লো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমেরিকাবাসীরা আশা করতো যে তাদের শহরগুলি, প্রতিষ্ঠানগুলি ও ব্যক্তিগত অর্থের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে আকৃতিতে বৃদ্ধি পাবে। যখন তা হতো না বা দ্রুতগতিতে হতো না, তখন তার মনে হতো যে কোন একটা অঘটন ঘটছে। সম্ভবতঃ তার কাছে গুণের চেয়ে পরিমাণের গর্বই বেশি ছিল।

বৃহদায়তনের প্রতি এই অনন্য আসক্তিকে সিন্‌ক্লেয়ার লুইস্ তাঁর উপন্যাস 'ব্যাবিট'-এ ব্যঙ্গ করেছেন। আমরা যদি শহর বৃদ্ধির সংখ্যাবিবরণ দেখি, তাহলে বুঝতে পারবো যে-আকার সম্বন্ধে অনন্য আসক্তি কেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে শিকাগো শহরের জনসংখ্যা ছিল ৪৫০০ অপেক্ষা কম। ১৮৮০ সালে সেটা হোল পাঁচ লক্ষ। দশ বৎসর পরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সেটা দ্বিগুণ হয়ে পৌছালো দশ লক্ষতে। ওকলাহোমা শহরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জনসংখ্যা ছিল ১০,০০০, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সেই সংখ্যা ১৮৫০০০তে পরিণত হল। কোলোরাদোর ডেনভার শহরটি বিশ বৎসরে বিশগুণ বড় হোল।

কোন দেশে নূতন জনসমাগমের সঙ্গে সঙ্গে জমির মূল্য বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌লো। একজন মন্তব্য করেছিলেন যে আমেরিকায় জমি নিয়ে যেন ফাট্‌কাবাজির বাজার বসেছে; প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ বিচক্ষণ-ব্যক্তিরা ব্যবসা ও বিশেষ করে জমির মূল্য বৃদ্ধিতে ধন ও সম্মান লাভ

করতে লাগলেন। সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে অতি ধূর্ত ও বিশেষ ভাগ্যবানেরা পশুপালন ও খনিব্যবসার থেকে প্রচুর অর্থবান হয়ে উঠলেন। বহু দূরদেশে বিশেষতঃ যে সমস্ত স্থানে পশুপালক ও খনিব্যবসায়ীরা পরিবার ও সামাজিক প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতেন—সে সব স্থানে সভ্যতা ও মার্জিত আচার ব্যবহারগুলি বহুদিনের জন্য—লোপ পেয়ে গিয়েছিল। বহুকাল পর্যন্ত পশুপালকদের শহরে ও খনিব্যবসায়ীদের শিবিরে বেআইনি গুলি চালাবার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু চলচ্চিত্রে যে পরিমাণে দেখানো হয় সে পরিমাণ নয়।

পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণের সঙ্গেই জাতীয় সংস্কৃতি বিশেষ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠ্‌লো। এর কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথম যুগের অতলান্তিক তীরে যে সমস্ত ঔপনিবেশিকরা বাস করতেন—তাঁদের অপেক্ষা পরবর্তী যুগের ঔপনিবেশিকদের মধ্যে জাতীয় সংমিশ্রণ অধিক ছিল। সর্বশেষ অধিকৃত দেশের সুদূর পশ্চিমাঞ্চলগুলিতে পূর্বদেশের অপেক্ষা প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক তারতম্য অনেক অধিক পরিমাণে ছিল। সুতরাং সেই সব দেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রাভঙ্গিও তদনুযায়ী গড়ে উঠেছিল। সবশেষে ফরাসী ও স্প্যানীয়দের থেকে যুদ্ধ বা সন্ধির দ্বারা আয়ত্তকরা দেশগুলিতে আজ পর্যন্ত প্রাচীন অধিবাসীদের বহু চিহ্ন বর্তমান আছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে একটি বিরাট স্প্যানীয়-ভাষা-ভাষীয় দল মেক্সিকো বা স্পেনের রাজত্বের আমল থেকে বাস করছিল। পরিদর্শকরা 'রেড-ইণ্ডিয়ান পয়েব্ল'—অর্থাৎ কলাম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হবার পূর্বের থেকে চলে আসা আদিম অধিবাসীদের একত্রিত ক্ষুদ্র মৃত্তিকা-নির্মিত বাসস্থানগুলিকে দেখতে আসেন। নিউ ওরলিনস্‌বাসীরা তাদের ফরাসী ও স্প্যানীয় প্রভাবান্বিত শহরটিকে সর্বজাতীয় বলে গর্ববোধ করে থাকেন।

গৃহযুদ্ধকালীন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের কর্মসূত্রের প্রথমাংশ ও তাঁর পিতৃমাতৃ পরিচয় থেকে আমেরিকার ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য ও চলমানতার উদাহরণ পাওয়া যায়। লিঙ্কনের পিতামাতা ভার্জিনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁরা সীমান্ত প্রদেশের কেনটাকি শহরে গিয়েছিলেন ও সেখানে লিঙ্কনের জন্ম হয়। তারপর এঁরা আবার যাত্রা

করেন প্রথমে ইণ্ডিয়ানা ও পরে ইলিনয়ে। প্রত্যেক অঞ্চলেই তাঁরা জমি পরিষ্কার করে কৃষির উপযোগী করে নিতেন। কংগ্রেসে লিঙ্কন ইলিনয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। লিঙ্কন প্রথমে ছিলেন সাধারণ শ্রমজীবী—গাছ কেটে রেলিং তৈরী করতেন তারপর হলেন কেরানী ও মুদিখানার মালিক; হলেন জরিপকারী, এবং সর্বশেষে হলেন নিজে-শিখে আইনজীবী। জীবনের এতটা হীন সূত্রপাতেও লিঙ্কনের শুধু যে কোন প্রকার অসুবিধা হয়নি, তা নয়, এতে যেন তাঁর জনপ্রিয়তাকে বাড়িয়ে দিল। তাঁর এই প্রকার কুটীর থেকে রাষ্ট্রপতিত্বে উন্নীত হওয়াটা যেন আমেরিকান-জীবনে সুযোগের প্রতীকস্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। এ ধরনের সুযোগ সম্ভবপর হয়েছে—ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও স্বাধীন চিন্তাধারার সমন্বয়ে এবং প্রথম ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের-আনীত রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ও কিছু পরিমাণে পশ্চিম য়ুরোপীয় বসতিকারীদের জন্যও বটে।

অর্থনীতি ও আমেরিকান জাতীয় চরিত্র

আমেরিকার জাতীয় চরিত্র-গঠনে ভৌগোলিক পরিস্থিতি যে পরিমাণে দায়ী—অর্থনীতিকে সেই পরিমাণে দায়ী করা চলে। প্রকৃতপক্ষে, এ দুটির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

আমেরিকার সর্বপ্রথম উপনিবেশটি ছিল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল। সপ্তদশ শতাব্দীর সুরুতে ইংরাজরা মনে করতেন যে আমেরিকা দেশটি কাঁচামাল আমদানি ও অর্থোপার্জনের উৎস বিশেষ। সেই সময়ে ইংরাজ সরকার ধনী ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করতে লাগলেন বড় বড় কোম্পানী গঠন করবার জন্য, যাদের-সরকারী সনদ্ দেওয়া হোত নূতন মহাদেশের জায়গা বিশেষে উপনিবেশ স্থাপন করতে ও ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে। যখন এই সমস্ত কোম্পানীগুলি অকৃতকার্য হোল, তখন আমেরিকার বিরাট ভূখণ্ডগুলির অধিকার দেওয়া হোল কয়েকটি সম্প্রদায় ও একক অধিবাসীদের—যারা ধর্মের জন্য দক্ষিণ আমেরিকার জায়গায় জায়গায় বসতি গড়ে তোলবার ভার গ্রহণ করতো।

যদিও এ সমস্ত বসতিকারীরদল ব্রিটিশরাজের সনদ্ পেয়েছিলেন কিন্তু খাদ্য, সমাজ ও অর্থ তাদের নিজেদের সংগ্রহ করে নিতে হোত। এই সমস্ত বে-সরকারী স্বাধীন কোম্পানীগুলির প্রত্যেকটি সভ্যের ভোটাধিকার ছিল, এবং এরাই নিউ-ইংলণ্ডের বসতিগুলি গড়ে তোলেন ও তাদের উন্নতিসাধন করেন। আমেরিকার গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে—এই সব কোম্পানীর সভ্যদের নিয়মিত বৈঠক ও বাৎসরিক কর্মচারী নির্বাচনের উপর। অধিকাংশ মধ্য-অতলান্তিক ও দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলির উন্নতি সাধন করেছিলেন একক মালিকরা যেমন কোয়েকার উইলিয়াম পেন ও রোমান ক্যাথলিক লর্ড বাল্টিমোর। সুরুতে এই সমস্ত মালিকরা ছিলেন অবাধ ক্ষমতাশালী ; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন নির্বাচিত পরিষদ্ ও সভ্যদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে।

আমেরিকা দেশটি ছিল কাঠ, পশুলোম, আকরিক লৌহ ও অন্যান্য য়ুরোপের কাম্যবস্তুর দ্বারা বিস্ময়করভাবে সমৃদ্ধ। সেখানে প্রকৃতপক্ষে অভাব ছিল জনবাহুবলের। এই সব উপনিবেশের মালিকরা এমন সব-অভিযানকারীদের খুঁজে নিত যারা প্রস্তুত ছিল নূতনজগতের সমুদ্রযাত্রার কষ্ট ও বিপদকে বরণ করে নিতে। যেমন পেনসেলভেনিয়ার উপনিবেশটি সমস্ত জার্মানীময় তার দালাল নিযুক্ত করেছিল স্থায়ীবাসিন্দা সংগ্রহ করে তাঁদের যাত্রার সব বন্দোবস্ত করবার জন্য।

য়ুরোপের অধিকাংশ দেশগুলিতে যে পরিমাণ খেতমজুর পাওয়া যেত সেই পরিমাণে জায়গা জমি ছিল না। আমেরিকার প্রতীয়মান অফুরন্ত প্রাকৃতিক ধনরাশিকে কার্যকরী করবার জন্য শ্রমিকের অভাব ছিল।
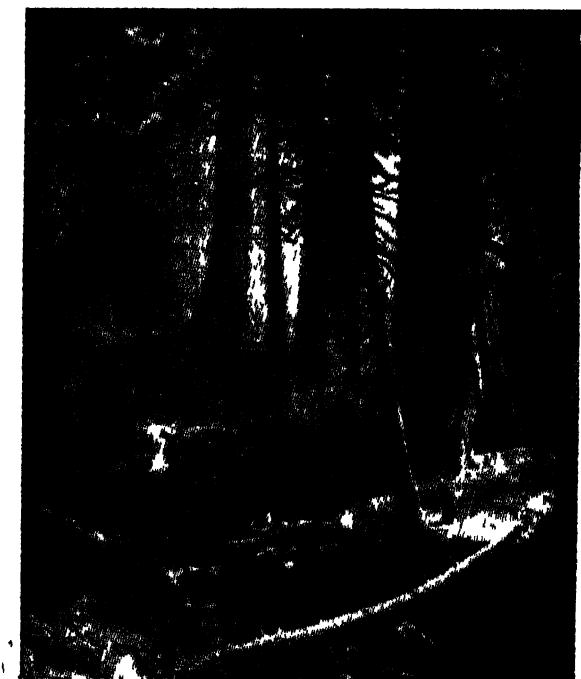
ক্যালিফোর্নিয়ার বিশালাকার রেডউড্ বৃক্ষ। এলবার্ট বিয়ের স্ট্যাড্ট্, বার্কশায়ার মিউজিয়াম, পিট্সফিল্ড, ম্যাসাচুসেটস্

ফলস্বরূপ সুরু থেকেই কায়িক শ্রম পেয়েছিল প্রচুর মর্যাদা ও মূল্য আমেরিকার পৌরাণিক কাহিনী বা উপকথার এক অধ্যায়ে আছে যে সফল-কাম ব্যক্তি হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি স্বচেষ্টায় হীনাবস্থা থেকে উচ্চাবস্থায় উন্নীত হয়েছেন এবং যুবক অবস্থা থেকে নানা প্রকার কায়িক পরিশ্রমের সোপান বেয়ে সফলতার শীর্ষে আরোহণ করেছেন। বিগত শতাব্দী অপেক্ষা বর্তমান শতাব্দীতে এই ধরনের জীবন-সূচনা অনেক কম দেখা যায় বটে, তবে যারা এই ভাবে জীবন সুরু করেছেন তাঁরা তাই নিয়ে গর্ব বোধ করতেও যথেষ্ট ভালবাসেন।

প্রাচীন বসতিকারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির যে তারতম্য দেখা দিয়েছিল, সেটা উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি অপেক্ষা স্বচেষ্টায় উন্নীত ব্যক্তির কায়িক পরিশ্রম বা উদ্যোগের ফল বলা চলে। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'ইন্‌ফরমেশ্‌ন্ টু দোজ হু উড্‌ রিমুভ টু আমেরিকা' পুস্তকে বলেছেন যে সেই দেশে জন্মকৌলিন্যে কিছু এসে যায় না; সেখানে অপরিচিত ব্যক্তিকে কেউ প্রশ্ন করে না—'তিনি কি করেন?' বলে থাকে "তিনি কি করতে পারেন।"

যে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক বাধা ও বিশেষ অধিকার থাকার জন্য অধিকাংশ য়ুরোপকে আরো দুই শত বৎসর অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ্ হতে হয়েছিল—এই নূতন জগতে সেইগুলি বিশেষ স্থান নিতে পারেনি। আমেরিকার বণিকসঙ্ঘ য়ুরোপ থেকে আমদানি করা নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমেরিকার শ্রমিকদের পক্ষে মূল্য ধার্য করা বা বেতন নিয়ন্ত্রণ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো সহজ ছিল। কারণ তাদের পক্ষে এক শ্রমশিল্প থেকে অন্য শ্রমশিল্পে এমন কি এক উপনিবেশ থেকে অন্য উপনিবেশে অতি সহজে চলে যাওয়া সম্ভবপর ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাবে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রিটিশ রাজ্যসরকার উপনিবেশগুলিকে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্তশাসনাধীন করে নিজ নিয়োজিত গভর্নর দ্বারা শাসন করতে লাগলেন। ইংলণ্ড তখন আমেরিকার থেকে মাছ, তামাক, আসবাবপত্রাদি কাঁচামাল আমদানি করতে লাগলেন ও সেখানে জাহাজ নির্মাণের জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন। যদিও আমেরিকার বিদেশী ব্যবসা বাণিজ্য ছিল অতিশয় সুনিয়ন্ত্রিত তবুও নিউইংলণ্ডের

জাহাজে-ক্যাপ্তেনরা আফ্রিকা, ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ ও নিজেদের মাতৃভূমিতে ভ্রমণে যেতেন। স্থানীয় শিল্পপণ্যোৎপাদনে বাধা দেওয়া হোত, এমনকি কয়েকটি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞাও ছিল। আমেরিকাতে অধিকাংশ মাল ইংলণ্ড থেকে আমদানি করা হোত। সম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে গেলে ব্রিটেনের নীতিগুলি প্রশস্তই ছিল কিন্তু যে পার্লিয়ামেণ্ট সমর্থকদের সংখ্যা বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোত—সেখানে উপনিবেশগুলি কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। আমেরিকার বণিকরা ও প্রত্যন্ত দেশের কৃষিজীবীরা নির্ভীকভাবে আইনগুলির প্রতিবাদ করেছেন—যখন সেই আইনগুলি ক্ষতি করতে উদ্যত হয়েছে তখন তাদের অমান্য করেছেন।

প্রসিদ্ধ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন (১৭০৬-৯০) ঔপনিবেশিকদের মধ্যে শুল্কহীন বাণিজ্যের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। এঁর কর্মজীবন বিশ্লেষণের বিশেষ মূল্য আছে কারণ এমনকি আমেরিকাবাসীদেরও ধারণা যে, কেমন করে বাস্তব জগতের সফলতার দ্বারা জীবনে অগ্রগামী হওয়া যায়, ইনি ছিলেন তারই একটি সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ফ্র্যাঙ্কলিকের পিতা ছিলেন মোমবাতি নির্মাণকারী। তিনি স্বীয় চেষ্টায় বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। প্রথমে তিনি ছাপাখানায় শিক্ষানবীশী করেছিলেন ও রূপকথার পরিশ্রমী শিক্ষানবীশদের মতই সতেরো বৎসর বয়সে স্বদেশ বোস্টন ত্যাগ করে ভাগ্যানুসন্ধানে ফিলাডেলফিয়াতে উপস্থিত হলেন। উনিশ বৎসর বয়সে ছাপাখানায় নূতন টাইপ কিনবার জন্য তিনি লণ্ডনে প্রেরিত হলেন। সেখানে তিনি 'এ ডিসার্টেশন্ অন্ লিবার্টি এণ্ড নেসেসিটি প্লেজার এণ্ড পেন' নামে গ্রন্থ লেখেন ও প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থটি কয়েকটি বিশিষ্ট ইংরেজ দার্শনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশ বৎসর বয়সে আমেরিকাতে প্রত্যাগমন করে জনসাধারণের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। পরবর্তী জীবনেও তাঁর একই ধরনের কর্মপ্রবাহ চলতে লাগলো এবং তার সঙ্গে যুক্ত হোল ঘুড়ি নিয়ে বিখ্যাত গবেষণা যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে আকাশের বিদ্যুৎ ও ঘরের বিজলীবাতি প্রকৃতপক্ষে একই।

ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর বহুজনপঠিত আত্মজীবনীতে অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশ প্রচেষ্টার বর্ণনা দিয়েছেন। যুবক বণিকদের প্রতি তাঁর উপদেশাবলী সমস্ত পৃথিবীতে চারশো বার মুদ্রণ হয়েছে। তিনি পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

'প্রত্যুষে পাঁচটায় কিম্বা রাত্রি নয়টায় তোমার হাতুড়ির ধ্বনি শুনলে, ঋণদাতা আরোও ছয়মাস নিশ্চিন্ত বোধ করবে।' কয়েকটি বিশেষ প্রচলিত নীতির মধ্যে উল্লেখ করা যায়। 'যে নিজেকে সাহায্য করে তাকে ঈশ্বর সাহায্য করেন' 'একটি পয়সা বাঁচাতে পারা মানে একটি পয়সা উপার্জন' 'সময়ই অর্থ স্বরূপ' ও 'সত্বর নিদ্রাও প্রত্যুষে জাগরণ, মানুষের শক্তি, অর্থ ও জ্ঞান করে আহরণ।'

কিন্তু এই নীতিগুলির কয়েকটির মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়, ফ্র্যাঙ্কলিনের মধ্যে তা একেবারেই ছিল না। তিনি সর্বসাধারণের জন্য পাঠাগার ও আমেরিকান দার্শনিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজের প্রয়াসে পাঁচটি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁকে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়িতা হিসাবে সম্মানার্থে বহু য়ুরোপীয় আকাদমীর সভ্য নির্বাচন করা হয়। যখন তিনি ফরাসীরাজদরবারে আমেরিকার প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন সেখানে তিনি তাঁহার পরম উক্তি ও গভীর রাজনৈতিক জ্ঞানের জন্য সমান সম্মান লাভ করেছিলেন।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন চার্লস উইল্‌সন পীল।
হিস্টরিকাল সোসাইটি অব পেনসেলভেনিয়া

ফ্র্যাঙ্কলিন চাইতেন যে সাধারণ ব্যক্তিরা অর্থশালী ও স্বাস্থ্যবান হবে কিন্তু তাছাড়া তারা জ্ঞানবানও হবে। তার কাছে শক্তি বা অর্থের কোন নিজস্ব মূল্য ছিল না। 'স্বাধীন ও পরিশ্রমী হও' তিনি লিখে গেছেন 'মিতব্যয়ী ও স্বাধীন হও'।

পরবর্তী কালের অনেক আমেরিকাবাসীদের মত তিনিও জনসাধারণের উন্নতি, সেবা ও সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁর অজস্র কর্মশক্তি দান করেন। তাঁর কর্মসূত্রের শেষের দিকে তিনি যে শুধু "দি কজেস্ এণ্ড কিওর অব স্মোকি চিম্‌নীজ্"-এর মত বিষয়বস্তুর উপর প্রবন্ধ লিখতেন তা নয়—তিনি দাসত্ব-নিবারণী-সভার সভাপতি হিসাবেও কাজ করেছেন।

ব্রিটিশ আরোপিত কর-বৃদ্ধি ও আমেরিকার ব্যবসা ও শিল্পপণ্যোৎপাদনের উপর ব্রিটিশ দমন-নীতির ফলে, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিপ্লবী সংগ্রাম হয়, ফ্র্যাঙ্কলিন ছিলেন তার একটি প্রধান পরিচালক। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের আলঘেনি পর্বত অতিক্রম করে দেশের অভ্যন্তরে যাবার অনুমতি প্রদান করা হয়নি। সে জীবনযাত্রায় য়ুরোপ অপেক্ষা ধন ও সুযোগের অনেক সাম্যতা আছে, তাকে রক্ষা করাও এই বিপ্লবের অন্যতম কারণ।

সাম্যতা রক্ষা করা এই বিপ্লবের কারণ ছিল বটে কিন্তু যুদ্ধ শেষে শুল্কহীন বাণিজ্য ও ফট্‌কা-কারবারের জন্য সাম্যতা অনেকখানি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বহু বিপ্লবী নেতারা পুরস্কার স্বরূপ বড় বড় জমি অধিকার করে বসলেন। এদিকে পশম ব্যবসার উন্নতি হওয়ায় প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হতে লাগলো। এই অর্থপুঞ্জের অধিকাংশ ব্যয় করা গেল ভ্রমণ ও বাণিজ্য পথ সুগম করবার জন্য। প্রথমে তৈরী হলো জাহাজ নির্মাণকারী কারখানা পরে তৈরী হোল খাল ও রেল-রাস্তা। আমেরিকার দ্রুতগামী নৌবহরটি সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করে বেড়াতে লাগ্‌লো এই সমস্ত ঘটনায় আমেরিকাবাসীদের ভ্রাম্যমাণতা বিশেষ জাগ্রত হয়ে উঠলো ও জাতীয় প্রগতি ও তার ক্ষিপ্রতা তাদের মনে অভিন্নরূপে দেখা দিল।

সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী, স্বাধীন কৃষিজীবী ও শহরে শ্রমজীবীদের সঙ্গে বণিক, ব্যাঙ্কের মালিক ও শিল্পপতিদের একটা ক্রমাগত রাজনৈতিক বিরোধ চলেছিল। কৃষিজীবীরা ছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ। সরকারের হস্তক্ষেপ

করাটা তাঁরা বিশেষ পছন্দ করতেন না। কিন্তু শিল্পপতিরা চাইতেন যে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার যার কর্তব্য হোতো বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা ও রক্ষা করা। চলতি মুদ্রার মূল্য উচ্চ রাখা, দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া এবং সর্বসাধারণের জমি বিক্রয় করা অর্থ সরকারী কাজে ব্যয় করা। সর্বদা নয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ী বা শহরে শ্রমিকরা কৃষিজীবীদের সমর্থনকারী ছিলেন। পশ্চিমদেশের কৃষিজীবীরা ও পূর্বাঞ্চলে যাঁরা কৃষিজীবী হবার প্রত্যাশা রাখতেন তাঁরা চেয়েছিলেন যে দেশের সরকার প্রকৃত বসতিকারীদের বিনামূল্যে জমি দান করুক। সাম্প্রদায়িক স্বার্থও এর মধ্যেও জড়িত ছিল বটে কিন্তু ক্রীতদাস শোভিত বড়-বড় খেত-খামারগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি যেন জটিলতর হয়ে উঠলো। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে গৃহযুদ্ধের ঠিক পূর্বে কৃষিজীবীদের মধ্যে যে বহুসংখ্যক নবাগত জার্মান ঔপনিবেশক ছিলেন তাঁরা দাসত্বপ্রথা ও দক্ষিণের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এদিকে নিউইয়র্কের শ্রমিকদের মধ্যে যাঁরা আইরিশ ঔপনিবেশিক ছিলেন তাঁরা গেলেন দক্ষিণী-দলের স্বপক্ষে কিম্বা অন্ততঃপক্ষে যুদ্ধ-বিরোধী হয়ে রইলেন।

বসতি গড়ে তোলবার উপযুক্ত সুদূর প্রসারিত উন্মুক্ত প্রান্তর ও কার্যোপযোগী অগাধ প্রাকৃতিক সম্পদরাশি, কৃষিজীবী ও উন্নতিশীল শিল্পপতিদের কাছে ছিল একটা সুবর্ণ সুযোগ বিশেষ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন পক্ষেরই সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়নি। যদিও দক্ষিণ ও উত্তরের মধ্যে গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-৬৫) জন্য শিল্পপণ্যোৎপাদনের প্রগতি খুবই দ্রুততর হয়েছিল। বর্তমান আমেরিকাতে স্বাধীনতা ও বৃহতায়তন সম্বন্ধে প্রচুর প্রশংসাবাণী শোনা যায়, যদিও সময়ে সময়ে সেগুলি পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে। নিজ-মালিকানাস্বত্বসম্পন্ন বলে কৃষিজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসাদারদের স্বাধীনতার প্রতীকস্বরূপ বলা চলে। কিন্তু সেই সঙ্গে এই গর্ব বোধও আছে যে বিজ্ঞানাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে বিপুল পরিমাণ উৎপাদনের দ্বারা জীবনযাত্রা ভঙ্গি কি প্রকার উন্নতর হয়ে চলেছে।

গৃহযুদ্ধের পরবর্তীযুগে শ্রমশিল্পের দ্রুত পরিণতি দেখা যায়। আমেরিকার দ্বিতীয় বিপ্লবী সংগ্রাম নামে এই দুঃখদায়ক ধ্বংসকারী গৃহযুদ্ধের অসংখ্য কারণের একটি প্রধানতম কারণ ছিল উত্তর ও দক্ষিণের অর্থনৈতিক

পরিস্থিতির তারতম্য। দক্ষিণ দেশের সামাজিক কাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক বিশেষতঃ বৃহৎ চাষ আবাদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে। এরা কোন একটি বিশেষ ফসল ফলাতেন যেমন তুলা—বিদেশে রপ্তানি করবার উদ্দেশ্যে—সেইজন্য এঁদের কারুর স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। ব্যয়বহুল ফসল উৎপাদনের জন্য এঁরা সকলেই
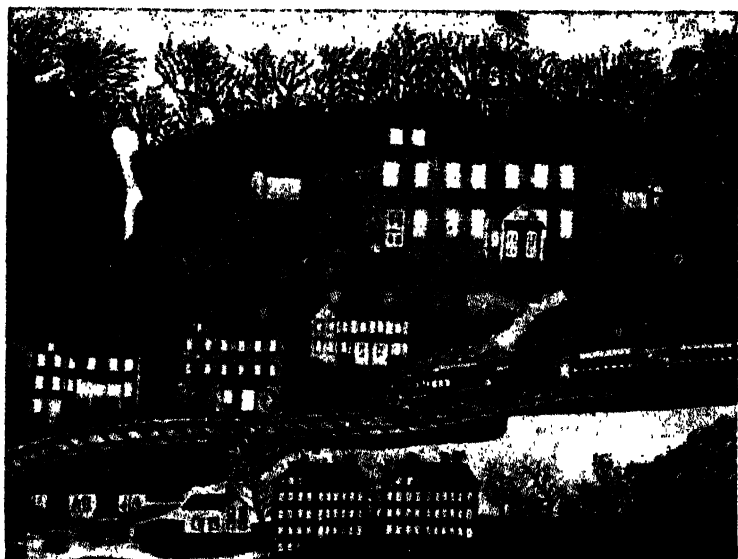
ম্যাঞ্চেস্টার উপত্যকা। জোসেফ পিকেট মিউজিয়াম অব মডার্ণ আর্ট-সংগ্রহ।

প্রায় ছিলেন ঋণগ্রস্থ। গৃহযুদ্ধের শেষে দক্ষিণরাজ্যগুলি অপসৃত হওয়াতে উত্তররাজ্যগুলি পেল অর্থ নৈতিক সুযোগ সুবিধার অধিকার।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণরাজ্যের পরাজয়ের পর, সুরু হোল শিল্প-প্রগতির দ্রুততর পদক্ষেপ। সরকারের কাছ থেকে রেল-রাস্তা নির্মাণকারীরা পেলেন এক হাজার লক্ষ একর সর্বসাধারণের জমি। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক রেলপথ। বাকি সব রেলপথ দ্রুতগতি প্রসার লাভ করে জাতির সর্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে পৌছে গেল। তখন আমেরিকায় আসতে সুরু করলো ঔপনিবেশিকের দল কারখানায় মজুর হবার জন্য। আমেরিকার জীবনযাত্রা পরিবর্তনকারী নব নব উদ্ভাবিত পণ্যের সমাগমে প্রচুর অর্থোপার্জন হতে লাগ্‌লো।

সরকারী আইনের শাসন বিহীন দ্রুত প্রসারিত অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য যে একদল ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছিল, তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এণ্ড্রু কার্নেগি (১৮৩৫-১৯১০) ছিলেন এই যুগের স্বীয় পরিশ্রমে উচ্চাবস্থায় উন্নীতদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।

এণ্ড্রু কার্নেগি স্কট্‌ল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তের বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে পেনসেলভেনিয়ার তুলার কারখানায় কাজ করতে এসেছিলেন। তিনি প্রথমে টেলিগ্রাফ মিস্ত্রির কাজ করতেন। পরে অল্প সময়ের মধ্যে রেলের অফিসার হলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি রেলের একটি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন তার ওপর নিদ্রাব্যবস্থাযুক্ত রেলের কামরাগুলিকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করতেন। এই সমস্ত নিদ্রাব্যাবস্থাযুক্ত কামরার ব্যবসায়ীরা যে অর্থ উপহার দিত সেটা তিনি খাটাতেন লোহা ও তেলের লাভজনক ব্যবসায়। গৃহযুদ্ধের সময় ইনি রেলপথ ও টেলিগ্রাফ তৈরী করেছিলেন সৈন্যবাহিনীদের জন্য।

আঠাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করবার পূর্ব্বেই কার্নেগির মোট আয়ের পরিমাণ রেলের বেতনের বিশগুণ পরিণত হোল। যুদ্ধের পর তিনি সর্বান্তকরণে সুরু করলেন প্রথমে লোহার ও পরে ইস্পাতের কারখানা কিনে তার উন্নতিসাধন করে কিম্বা পুনর্বিন্যাস্ করে সঠিকভাবে তাকে চালু করতে। যে সমস্ত গঠনকাজে তাঁর নিজের-কারখানায় তৈরী লোহা বা ইস্পাত ব্যবহৃত হোত সেই সব গঠনকাজেই তিনি তাঁর সঞ্চিত অর্থ খাটাতেন। পরে তিনি ধাতুবাহী জাহাজ, জাহাজঘাটা ও গুদাম কিনে নিতে লাগলেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদনের প্রতিটি ধাপ নিয়ন্ত্রণ করা, অর্থাৎ মাটি খুঁড়ে আকরিক ধাতু বার করা থেকে, গঠনের কাজে সেই ধাতুর ব্যবহার পর্যন্ত। শতাব্দীর শেষে তাঁর আয় পৌছালো দু'-কোটি ডলার অর্থাৎ একটি সাধারণ শ্রমিকের আয় অপেক্ষা প্রায় বিশহাজার গুণ বেশি। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কার্নেগি কোম্পানীতে তার যে অংশ ছিল সেটি তিনি নবগঠিত ইউনাইটেড্ স্টেট্‌স্ স্টীল কর্পোরেশনকে বিক্রি করে গেলেন দু-শত পঁচিশ মিলিয়ন ডলার।

যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই ধরনের ধনপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় সেই পরিস্থিতির স্বপক্ষে কার্নেগি সোৎসাহে অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন ও প্রব

খণ্ড বই লিখে গেছেন। ইনি এর স্বপক্ষে চুক্তির স্থায্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'পুঁজিবাদীদের নীতি হওয়া উচিত যে তাদের অর্থের অতিরিক্ত পরিমাণটি-ব্যয় করা হবে জনহিতকরকাজে'। কার্নেগি তাঁর শেষ জীবনে এই নীতি মেনে চলেছিলেন। যে শহর-ই আংশিক ব্যয়ভার গ্রহণে রাজী হয়েছেন, সে শহরেই তিনি পাঠাগার তৈরী করে দিয়েছিলেন। এই পাঠাগারগুলির মোটসংখ্যা পঁচিশ হাজার। তিনি দান করে গেছেন পিট্স্বার্গে একটি কার্নেগি ইন্স্টিটিউট্ অব টেকনলজি, ওয়াশিংটনে কার্নেগি ইন্স্টিটিউট্ ফর স্টাডি ইন্ বায়ালজিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল সায়ান্স, টাস্কেগী ইন্স্টিটিউট্ ফর নিগ্রো এডুকেশন, কার্নেগি ফাউণ্ডেশন ফর এড্ভান্সমেণ্ট অব টিচিং এবং আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের জন্য একটি কার্নেগি এণ্ডাওমেণ্ট।

কার্নেগি কিম্বা অন্যান্য অতীব ধনী ব্যক্তিরা বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেছেন, সেগুলি আজ পর্যন্ত উপযুক্ত পরিকল্পনাগুলিকে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। এই সমস্ত ধনদাতারা প্রাথমিক নীতির নির্দেশ দিলেও, প্রতিষ্ঠানে পরিচালকমণ্ডলীতে—যে সমস্ত শিক্ষানবীশ, বৈজ্ঞানিক ও জনহিতকর মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যবসাদাররা থাকেন তাঁরা স্বাধীনভাবে ও নিজের উদ্যোগে, প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত অর্থ কি ভাবে সত্যই ব্যয়িত হবে সেটা স্থির করতে পারেন। বহু কারণে যে সমস্ত লোকহিতকর বা সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপ, সরকারী-বেসরকারী ব্যবসাদার, বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য থেকে বঞ্চিত, এঁরা তাদের পোষণ করেন। এঁরা বদান্যতাপূর্ণ সদস্য বৃত্তি বিনা নিয়ন্ত্রণে দান করে থাকেন, শিল্পী, লেখক ও পণ্ডিত-লোকদের।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে সব ধনী ব্যক্তিমাত্রেই যে কার্নেগি-নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা নয়। এঁদের মধ্যে অনেকে অর্থের এতটা অপচয় করেছিলেন যে অর্থনীতিবিদ থোরস্টাইন্ ভব্লেন তার আখ্যা দিয়েছিলেন 'দৃষ্টি-আকর্ষণকারী ব্যয়।' এঁদের যুরোপীয় আসবাবপূর্ণ ও চিত্রাঙ্কনশোভিত প্রাসাদগুলির কাছে ঘিঞ্জিপল্লীর ঔপনিবেশিক পরিবারের জনাকীর্ণ ভাড়াটে বাড়িগুলিকে জঘন্য রকমের বিসদৃশ্য দেখাতো। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মন্দাবাজার হওয়াতে যে নিদারুন অর্থনৈতিক অবনতি ও ক্রমাগত শ্রমিক ধর্মঘট চলেছিল, তার থেকে এই উপলব্ধি হয় যে ফ্র্যাঙ্কলিন ও জেফারসন্ যে

শোভন সাম্যতার আদর্শ তুলে ধরেছিলেন—এই সময়ে আমেরি থেকে বহুদূরে চলে এসেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বিংশ শতাব্দীর সুরুতে অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবী জানালো রাজনৈতিক দলগুলি, শ্রমিক সঙ্ঘরা ও জনপ্রিয় সংবাদপত্র সমূহ। এই অর্থনৈতিক সাম্যতা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন হয়েছিল ধারাবাহিক সরকারী আইনের। এর মধ্যে কতকগুলি আইন তৈরী হয়েছিলো যে সমস্ত শ্রমশিল্প কর্পোরেশন সব শ্রমশিল্প-পণ্যোৎপাদক গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল—তাদের বিরুদ্ধে এবং কতকগুলি আইন ছিল অনুচিত খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধ তৈরী নষিদ্ধকারী এবং কতকগুলি আইন ছিল শ্রম-ঘণ্টা নির্ধারণকারী। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আইন ছিল বৃদ্ধিমূলক আয়কর। আশ্চর্য এই যে কার্নেগিকে এক কপর্দকও কর দিতে হয়নি তাঁর প্রচণ্ড পরিমাণ আয়ের উপর। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আয়ের উপর বাড়তি কর দিতে হতো শতকরা ৬৫ ভাগ এবং গত মহাযুদ্ধে তার পরিমাণ পরিণত হোল শতকরা ৯০ ভাগ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধনের ওপর যথানুপাতে করের পরিমাণ উচ্চ হোল। কড়াভাবে আয়কর প্রচলিত হওয়াতে কোন পরিবারের পক্ষে অতিরিক্ত পরিমাণে অর্থোপার্জন করা বা পুঁজি করা সম্ভবপর ছিল না। উত্তরকালে অনেক কোটিপতির মফস্বল প্রাসাদগুলি পরিবর্তিত হোল স্কুল অথবা ধর্ম-সম্প্রদায়ের ব্যবহার্য গৃহে।

বিংশ শতাব্দীর সুরুতে মোটর গাড়ি-নির্মাণকর্তা হেন্‌রি ফোর্ডের অর্থনৈতিক সাম্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ডিট্রয়েটের একটি কৃষকের গোলাবাড়িতে প্রতিপালিত হন। তিনি যন্ত্রপাতি ভালবাসতেন ও কৃষকের একঘেয়ে পরিশ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের চালনা প্রবর্তিত করতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। বহুকাল পূর্বে প্রায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অশ্বহীন গাড়ি তৈরী করলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি মোটর কারখানা সুরু করলেন তখন পর্যন্ত মোটরগাড়ি ছিল বিশদ্ ব্যয়বহুল ও নির্ভরযোগ্যতাহীন যান। হেন্‌রি ফোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল সস্তা, নির্ভরশীল, সহজ মেরামত সম্ভব। বহুসংখ্যক মোটরগাড়ি তৈরী হবে যা'তে কৃষকদের পক্ষে দূরস্থ গোলাবাড়ি থেকে শহরে সহজে যাতায়াত করা সম্ভবপর হয়। কোন একটি মোটরের বিশিষ্ট নক্‌শাকে অপরিবর্তিত রেখে তাকে বিজ্ঞানসম্মত

উপায়ে নির্মাণ করে ও তার মূল্য ক্রমে ক্রমে কমিয়ে দিয়ে হেন্‌রি ফোর্ড অনেক বাড়িয়ে দিলেন মোটর বিক্রির পরিমাণ। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হ'ল ২১০,০০০ খানা গাড়ি।

হেন্‌রি ফোর্ড যে নীতির স্বপক্ষে বলেছেন ও অনুসরণ করেছেন সেই নীতিটি আমেরিকার অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রাচুর্যের, অভাবের নয়। তিনি চেয়েছিলেন বহুসংখ্যক ব্যক্তির কাছে মোটর বিক্রি করতে—কয়েকটি মুষ্টিমেয় ক্রেতার কাছে নয়। যে সমস্ত শিল্পপতিরা অধিক মুনাফার লোভে শ্রমিকের বেতন কমিয়ে দিত, তিনি তাদের নিন্দা করেছেন। যে সময়ে মোটর কারিগরদের দৈনিক ন-ঘণ্টার শ্রমমূল্য ছিল দুই ডলার চল্লিশ সেণ্ট, তিনি সেই সময়ে চমকপ্রদ ঘোষণা করলেন যে তিনি দৈনিক আট ঘণ্টার শ্রমমূল্য দেবেন পাঁচ ডলার। নির্মাণ-পদ্ধতির সুব্যবস্থা থাকাতে মনুষ্যবাহুবলের প্রয়োজন ছিল অল্প—সেই জন্যই তাঁর পক্ষে অধিকতর বেতন দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। সর্বোপরি তিনি চেয়েছিলেন যে প্রত্যেকটি শ্রমিক নিজস্ব গাড়ি কিনবার মত যথেষ্ট বেতন পাবে। তিনি চাইতেন যে তাঁর উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ক্রমে বেড়ে চলুক। কার্নেগির মত হেন্‌রি ফোর্ডের সম্পত্তিও একটি প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত হয়। সেই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত কর্মে অর্থ সাহায্য করে থাকেন।

প্রথমে এই ফোর্ড কোম্পানীর মালিকানাস্বত্ব ফোর্ড পরিবারের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার ছিল, কিন্তু বর্তমানে এর অংশগুলি নিউ-ইয়র্ক স্টক্-এক্সচেঞ্জে বিক্রি করা হয় ও এইটি একটি অংশীদারদের মালিকানাসত্বসম্পন্ন কর্পোরেশন বা যৌথ প্রতিষ্ঠান। আমেরিকার অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে জেনারল্ মোটরস্, নিউ জার্সির অয়েল কোম্পানী, আমেরিকান টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কোম্পানী ইত্যাদি বড় বড় যৌথ-প্রতিষ্ঠান করে যাদের মালিকানাস্বত্ব একক ব্যক্তির নয় বহু অংশীদারদের এবং এদের পরিকল্পনা ও চালকবর্গ কোন একটি বিশেষ ব্যক্তি নয়। সেদিন আর নেই, যখন সমগ্র শ্রমশিল্পপণ্যোৎপাদনের সমস্যার সমাধান নির্ভর করবে কার্নেগি বা ফোর্ডের মত ব্যক্তি বিশেষের উপর।

বিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক বিপ্লবে যে মোটরশিল্পপতিরা নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন সেটা আমেরিকার বৈশিষ্ট্য বলা চলে। এই সময়ে আমেরিকা

সর্বাধিক গতিশীল হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে মধ্যে দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচটি ব্যক্তির জন্য দুটি মোটর গাড়ি রয়েছে। কারখানাগুলি প্রায়ই বাসস্থান থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। সেইজন্য ধরে নেওয়া হোত যে শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব বা বন্ধুদের গাড়ি চালিয়ে কর্মস্থানে আসবে। অনেক শ্রমিক পরিবার একাধিক মোটরের মালিক ছিলেন। মোটরের মালিক সংখ্যা বহু বিস্তারিত হওয়ায়—তৈরী হোল ভাল রাস্তা, রাস্তার ধারে ভাল রেঁস্তোরা এবং চাহিদা বেড়ে গেল ছুটির সুযোগ ও সুবিধার জন্য। এর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া গেল সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে।

বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমগুলি, যেমন সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি সর্বপ্রকার উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বাড়াতে ও নূতন ধরনের রুচি ও জীবন যাত্রার নমুনা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল। ব্যবহারকারীদের (খরিদ্দারদের) উৎসাহিত করা হোত নূতন নূতন নক্‌শার জিনিস ক্রয় করতে। এমন কি, কিস্তিতে মূল্য-পরিশোধ-পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রেতারা বহুদিন ধরে বারে বারে অল্প পরিমাণে অর্থ দিয়ে মূল্য শোধ করতে পারতেন। মোটরগাড়ি, যন্ত্রপাতি বা আসবাবপত্রের মূল্য যে এই ভাবেই পরিশোধিত হবে সেটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ মন্দা হওয়াতে প্রগতি স্থগিত হয়ে গেল। কিন্তু এই মন্দার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিকতা অধিক শক্তি লাভ করলো। অনেক অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন। এই মন্দার জন্য দায়ী ছিল অতিরিক্ত প্রসারিত ঋণ-পরিশোধ-মেয়াদ এবং সংভার বিনিময় কেন্দ্রে দায়িত্বহীন ফট্‌কার খেলা। সেইজন্য সরকারকে ঋণদান ও ফট্‌কাবাজী নিয়ন্ত্রণ করে নূতন আইন পাস করতে হোল।

ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুসভেল্টের—'নিউডিল' বা হ্যারি ট্রুম্যানের 'ফেয়ার ডিল' ইত্যাদি লোকহিতকর কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক মন্দাবাজারে সর্বসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা। উৎপন্ন ফসলের মূল্যের কতকাংশ দান করে ও ফসল-ফলাবার জমির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, দেশের সরকার চাষীদের যথেষ্ট আয়ের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। এই শাসনকালে বা তার পরবর্তী সময়ে একটি প্রচণ্ড সোশ্যাল সিকিওরিটি পরিকল্পনা কার্যকরী

য়েছিল, নিজের বা অন্যের কর্ম-নিযুক্ত সমস্ত আমেরিকাবাসীদের জন্য। এই পরিকল্পনা মধ্যে ছিল বেকার জীবনের ক্ষতিপূরণ, অবসরপ্রাপ্তদের জন্য উত্তর বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি। এ ছাড়া ছিল বেতনের সর্বনিম্ন মাত্রা নির্ধারণকারী আইন।

দুইটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-আন্দোলনে যখন দোয়াইট্ ডি. আইসেনহাওয়ার ছিলেন একজন পদপ্রার্থী তখন রিপাব্লিকানরা যুক্তি দেখাতেন যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকার অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপ করে থাকেন। তাঁরা বলতেন যে সত্তর লক্ষ কর্মচারী পূর্ণ ফেডারেল সরকার অতি বৃহদাকার প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু রিপাব্লিকানরা নিজেরা যখন সেই পদগুলিতে নির্বাচিত হলেন তখন তাঁরা পূর্ববর্তী সরকারের প্রবর্তিত প্রায় সমস্ত অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও নিয়ন্ত্রণগুলি বজায় রাখলেন—কিন্তু সে সমস্ত ব্যাপারগুলিকে তাঁরা সমাজতন্ত্রবাদ বলে মনে করতেন—সেগুলিকে আর অধিক বৃদ্ধি পেতে দিলেন না।

যাঁরা অধিক পরিমাণে সরকারী হস্তক্ষেপের পক্ষে ছিলেন ও যাঁরা অল্প-পরিমাণে হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন—তাদের দ্বন্দ্বটি কেন্দ্রীভ হোত টি-ভি-এর ব্যাপারের উপর। এরা হ'ল টেনেসী-ভ্যালি অথরিটির আত্মাক্ষর-গুলি। এইটি হোল একটি সরকারী পরিকল্পনা যে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদন ও জমি সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে থাকে। বিরোধীরা বলেন যে পরিকল্পনাটির মধ্য দিয়ে সরকার বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকারী বেসরকারী কোম্পানীগুলির সঙ্গে একটি অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন এঁরা মনে করেন টি-ভি-এ, যেন বেসরকারী কোম্পানীদের প্রস্তাবিত কার্যপন্থা আত্মসাতের অভিপ্রায় প্রকাশকারী একটি কীলক স্বরূপ। এদিকে সমর্থন কারীদের মত যে টি-ভি-এ হোল বেসরকারী কোম্পানীদের প্রাকৃতিক-সম্পদ্-উন্নতি-পরিকল্পনার সঙ্গে সরকার কি পরিমাণ সহযোগিতা করে থাকেন তারই একটি অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ। ডাকঘর ব্যতীত অন্য কোন বিভাগকে জাতীয় সম্পদ (রাষ্ট্রমালিকত্ব) পরিণত করবার প্রচেষ্টা—আমেরিকার বহুপ্রচলিত নীতির বিরুদ্ধ-পন্থা। রেলরাস্তা, বিমান, অর্ণবপোত, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি মালিকানাস্বত্ব ও পরিচালনা বেসরকারী। অধিকাংশ চিকিৎসক স্বনিযুক্ত বা বেসরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিকের কর্মচারী।

যদিও অর্থনৈতিক ব্যাপারে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হচ্ছে মালিকদের বা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা, তবুও, আমরা দেখছি যে নিয়ন্ত্রণ করবার নানা প্রকার উপায় দেশের সরকারের হাতে আছে। সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে—করধার্য করে, এন্টি-ট্রাস্ট আইন তৈরী করে যৌথ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। বিশেষ করে চাষীদের ফসল মূল্য নির্ধারিত করে ও অর্থ সাহায্য করে এবং নিজ ব্যয় সঙ্কোচ বা বৃদ্ধি করে। এতটা নিয়ন্ত্রণ প্রথা থাকা সত্ত্বেও পর পর দুটি গত দশবৎসরের মধ্যে বেতন ও জিনিসের মূল্য সর্পিল গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কিছুটা কারণ হোল দেশরক্ষার জন্য অধিক অর্থব্যয় ও বিদেশে অর্থ সাহায্য,—এ ভিন্ন কিছুটা কারণ হোল শ্রমিক ইউনিয়নদের বেতনবৃদ্ধির জন্য কার্যকরী দাবী, যার জন্য অধিকাংশ আমেরিকাবাসীদের জীবনযাত্রার নমুনা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর বলা চলে।

যখন খেত-খামারে ও দোকানে যন্ত্রপাতি উন্নত হওয়ায় দরুন দৈহিক শ্রমের চাহিদা ও মূল্য কমে গেল, তখন শ্রমিকরা বেকারত্বের ভয়ে ইউনিয়ন ও দল গঠন করতে লাগলো। প্রথমদিকে এই ইউনিয়নরা পটু ও অপটু উভয় শ্রমিকদের গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নব গঠিত আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার শুধু পটু কারিগরদের নিয়ে স্বতন্ত্র ইউনিয়ন সংগঠন করলো ও সীমাবদ্ধ করে দিল সদস্য পদের সংখ্যা। স্যামুয়েল গাম্পারস্ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত দেশের মধ্যে প্রভাবশালী শ্রমিকনেতা হিসাবে গণ্য ছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বৎসরগুলি ছিল সমৃদ্ধির যুগ, তখন শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা ছিল অতি বিরল। কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বৎসরগুলিতে বিশেষতঃ ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রমিকরা প্রচণ্ড অবরোধ-করা ধর্মঘটের সময় কারখানা অধিকার করে রেখেছিল ও ত্যাগ করতে রাজী ছিল না—সেই সময়ে শ্রমিক-সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও নিচের অঙ্ক থেকে পরিণত হোল ৯০ লক্ষে। মোটর ও লোহার কারখানাগুলিতেই নূতন রূপে শ্রমিক সঙ্ঘ-সংগঠনের কাজ অধিক পরিমাণে হচ্ছিল, ও চালনা করছিল কংগ্রেস অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন, যারা ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের সমস্ত শ্রমিকদের নিয়ে একটি মাত্র ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন। সেই প্রাচীন অধিকতর

'সীমাবদ্ধকারী শিল্প ইউনিয়নগুলি আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এর মধ্যে রয়ে গেল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে যখন সি-আই-ও এবং এ-এফ্-অব-এল মিলিত হয়ে একটি বিরাট শ্রমিক সঙ্ঘে পরিণত হোল তখন তার মিলিত সদস্য-সংখ্যা দাঁড়াল সতেরো মিলিয়নের উপর অর্থাৎ সমবেত কার্যকরী শ্রমশক্তির এক তৃতীয়াংশ।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এই বিরাট পরিণতি, য়ুরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পরবর্তী হলেও, আমেরিকার শ্রমিকদের বিশেষ মর্যাদা ও ভরসা দিয়েছে। এতে যেন একটা 'বিরাট শ্রম'-এর পক্ষে একটা 'বিরাট ব্যবসার' সামনে সমকক্ষরূপে এগিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা দেশব্যাপী টেলিভিশনের জালে অথবা সরকারের শ্রুতিগোচরে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। এঁরা ব্যবসায়ী কর্তাদের মতই কিম্বা তাদের চেয়ে কিছু অধিক খ্যাতনামা।

যুক্তসঙ্ঘের ইউনিয়নগুলির কাছে ধর্মঘট বা জরুরী অবস্থার জন্য বহু অর্থ সঞ্চিত আছে। এঁরা একদল দক্ষ কর্মচারী নিযুক্ত করেন মালিকদের সঙ্গে মীমাংসা আলোচনা চালাবার জন্য। এঁরা প্রায়ই শিল্পপণ্যোৎপাদন পদ্ধতির উন্নতির জন্য গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়ে থাকেন। এইসব আপোষ-মীমাংসা আলোচনার সময় এরা যে শুধু বেতন ও কার্য-সময় নির্দেশের ওপর একাগ্রচিত্ত হন তা নয়—এঁরা আরোও নজর রাখেন 'পরিবেশ সুবিধা' গুলির ওপর—অর্থাৎ জীবনবীমা অবসর প্রাপ্তির পরিকল্পনা, বেতন সমেত ছুটি, রোগীর যত্ন ও বাৎসরিক বেতনের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি। 'গতিশীল ধাপের মত চুক্তি' অনুযায়ী জীবনযাত্রার ব্যয়ভার কমতি ও বৃদ্ধির সঙ্গে বেতনেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে।

কয়েকটি বড় বড় ট্রেড্ ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক ধরনে পরিচালিত নয় বলে বরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, যখন অর্থ প্রাচুর্যের মধ্যে বেতনের হার উচ্চ ছিল, তখন ট্রেড ইউনিয়নগুলি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারে শ্রমিকদের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না—তারা অবস্থার উন্নতিতে সন্তুষ্ট ছিল ফলে কয়েকটি বড় বড় ইউনিয়নের মধ্যে কয়েকটি অবিবেকী ও উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাচার করবার প্রচুর ক্ষমতা লাভ করলো। এরা নিজেদের পদগুলিতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য সাহায্য নিলেন গোপন

স্থানের দুষ্কর্মকারীদের আর মুক্তহস্তে ব্যয় করলেন তহবিলের অর্থ। এই অল্প সংখ্যক পাপাচারীদের বিরুদ্ধে দেশের সরকার ও সং-নেতারা শাস্তিবিধান করেছেন। কিন্তু এই ধরনের শাস্তি বিধানের সীমা খুবই নির্দিষ্ট, কারণ ইউনিয়নগুলি যে স্বায়ত্তশাসিত সেটা মেনে নেওয়া হয়েছে। অন্য দেশের ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকান ট্রেড-ইউনিয়নগুলির অসামঞ্জস্য এখানেই যে তারা কখনই নিজেদের কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গীভূত করেনি।

উৎপাদন ক্ষমতার প্রচুর উন্নতি ও তার সঙ্গে সর্বসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা প্রচণ্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিভক্ত শ্রেণীদের মধ্যে সম্বন্ধের তারতম্য দেখা দিল।

বিরাট জনমণ্ডলী যে ভাবে মোটর গাড়ি, টেলিভিশন ও অন্যান্য যান্ত্রিক আবিষ্কারগুলির ব্যবহার সুরু করলো—কয়েক বৎসর পূর্বে সেটা একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা বলেই মনে হোত। যারা উত্তর-বেতন বা জীবন-বীমার বার্ষিক বৃত্তির বার্ষিক সুদের উপর জীবন ধারণ করেন, দেখা গেল, তাদের আয়ের বাস্তব মূল্য কমে যাচ্ছে। কারখানার শ্রমিকদের অপেক্ষা পেশাদারী অথবা কেরানীদের আয়ের পরিমাণ কম। জাতীয় আয়ের যে অংশটি অতীব ধনী ব্যক্তিদের কাছে যেত, সেটা স্পষ্টতঃ কম হয়ে গেছে।

ফেডারল্ সরকারের প্রদেশগুলির এবং কোন কোন শহরের অর্থ-সমস্যা দেখা দিল। জিনিসের মূল্য ও বেতনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে উন্নতি সাধনের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনেক লোকহিতকর কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয় না। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ ও মানসিক চিকিৎসালয়ের জন্য প্রায়ই অর্থের অপ্রাচুর্য দেখা যায়। বড় শহরগুলিতে সাধারণের জন্য যানবাহন ব্যবস্থা প্রায়ই জনাকীর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থাকে। এদিকে বেসরকারী রেলরাস্তা যার ভাড়া নিয়ন্ত্রিত হয় দেশের সরকারের দ্বারা তাদের যাত্রীবাহন কাজে হয় আর্থিক ক্ষতি। জিনিসের মূল্য ও বেতনের হার উচ্চগামী হওয়ায় সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান জনগণকে গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

উৎপাদন মাত্রা ও ব্যক্তিগত আয় এতটা উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। শিল্পপণ্যোৎপাদনে প্রযুক্ত বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োগ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি উভয়েই ক্রমাগত এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীলতার কারণ জুগিয়ে

চলেছে। অতীতের ঘটনা দেখে ভবিষ্যতে কি ঘটবে বলা অসম্ভব। আমেরিকাবাসীদের সাময়িক-মানসিক অবস্থাতে গভীর আশাবাদ ও অনিশ্চয়তার পালা-পরিবর্তন একান্তই বৈশিষ্ট্যসূচক। এই প্রকার মানসিক অবস্থার প্রতিচ্ছায়া দেখা যায় বাজার দরের মধ্যে। এই বাজার দরের স্থিরতা যে কর্পোরেশনে টাকা খাটানো হয়েছে তার ওপর যতখানি নির্ভর করে—ঠিক ততখানি নির্ভর করে মনঃস্তত্ত্ব ও জাগতিক পরিস্থিতির উপর।

আমেরিকার অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ্-এর মতই যে জনসাধারণের জন্য প্রচুর কর্মের সংস্থানের দ্বারা দেশের সরকারের পক্ষে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মত বহু-প্রসারিত দুর্জয় অর্থনৈতিক অবনতির থেকে ব্যবসা বাণিজ্যকে রক্ষা করা সম্ভব হবে এঁদের মতে দেশের উৎপাদন-শক্তি জনসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা অনেক দ্রুততর গতিতে বর্ধিত হয়ে উন্নতিশীল জীবনযাত্রাকে সুদৃঢ়রূপে সুনিশ্চিত করে দেবে।

রাজনীতি ও আমেরিকান চরিত্র

গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের সময় থেকে রাজনীতিবিদ্‌রা প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রকাশ করে আসছেন। আব্রাহাম লিঙ্কনের বর্ণিত—'জনসাধারণের সম্পর্কিত, জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত ও জনসাধারণের জন্য' রাজসরকারের পক্ষে কি এতটা স্থায়ী ও শক্তিশালী হওয়া সম্ভব যাতে সে আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা বা শত্রুর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে? যে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিলাষ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সে কি সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার ও সুবিধাগুলি রক্ষা করতে সমর্থ হয়?

আমেরিকার পক্ষে এ ধরনের প্রচেষ্টা খুব সহজ নয়। বৈচিত্র্যময় বিরাট দেশ। সেখানে কোন রাষ্ট্রীয় গির্জাও নেই অথবা কোন বাঁধাধরা ধর্ম-বিশ্বাসও নেই। সেখানকার জনসাধারণ বা তাদের পূর্বপুরুষরা বিদেশাগত ছিলেন। ইংলণ্ডগত আমেরিকাবাসীদের মধ্যে একই ধরনের ঐতিহ্য ছিল, যেমন বলা যায়, প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, বিদ্রোহ এবং পূর্ব প্রচলিত অবস্থার জন্য অসন্তোষ।

অনেক কারণে আমেরিকার পক্ষে স্বাধীন জনপ্রিয় সরকারকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণের মধ্যে সর্বপ্রধান হোল সেই বিস্ময়কর দলিলটি অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রপ্রণালী। সংশোধনগুলি-সমেত শাসনতন্ত্রটি আজ পর্যন্ত সমগ্র জাতির একটি সক্রিয় প্রেরণাস্বরূপ হয়ে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে আজ পর্যন্ত কোন দল বা রাষ্ট্রপতি বেআইনি ভাবে ক্ষমতা লাভ করেনি। সেখানে কোন রাজতন্ত্রের অকস্মাৎ পরিবর্তন ঘটেনি অবশ্য বহুদিন ব্যাপী রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ চলেছিল ঠিকই।

এটা কি সত্যিই আশ্চর্য মনে হয় না যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী রচিত দলিলটি, ভাবমূলক তত্ত্বে অবিশ্বাসী, কিন্তু পরিবর্তন ও গবেষণায় বিশেষভাবে লিপ্ত একটি জাতির উপর এই প্রকার মহাধিকার

বিস্তার করবে ? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই পরিস্থিতিতে, যে সময়ে আমেরিকান উপনিবেশের পত্তন হয়েছিল।

আগের অধ্যায়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে অধিকাংশ প্রাচীন ঔপনিবেশকরা স্বেচ্ছায় আমেরিকায় এসেছিলেন, কিন্তু সে সমস্ত রাজসরকার, জমিদার বা মালিকরা তাদের নিয়ে আসবার বন্দোবস্ত করেছিল, তাদের স্বার্থ ছিল ভিন্ন রকমের। নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তারা সঙ্গে এনেছিলেন একটি সযত্নে রচিত চুক্তিপত্র যার মধ্যে বর্ণনা করা ছিল নূতন জগতে তাদের কতখানি অধিকার। সেই অধিকারগুলির তালিকাতে স্বায়ত্তশাসনাধিকারও যুক্ত করা ছিল।

ম্যাসাচুসেট্স্-এর আদ্য ঔপনিবেশিকরা বিখ্যাত 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজ থেকে ভূমিতে পদার্পণ করেই যখন উপলব্ধি করলেন যে সেই দেশটি, তাঁদের সমুদ্র যাত্রার জন্য দায়ী ভার্জিনিয়া কোম্পানীর শাসিত রাজ্যের বাইরে, তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করলেন—'আমরা একটি অসামরিক রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে সম্মিলিত হবো।' এই ভাবেই আমেরিকার স্বায়ত্ত-শাসনের সুরু।

যেহেতু ব্রিটিশসম্রাট ম্যাসাচুসেট্স্-এর ঔপনিবেশিকদের যে সনদ্ দিয়েছিলেন তাতে পৃথকভাবে উল্লেখ করা ছিল না যে দেশটি ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের দ্বারা শাসিত হবে, সেহেতু ম্যাসাচুসেট্স্-এর নেতারা ব্রিটিশ-রাজের সঙ্গে বহু প্রকার কলহের সময় এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে ম্যাসাচুসেট্স্ শাসিত হতো নিজস্ব আইন দ্বারা—শুধু রাজার অনুমোদন সাপেক্ষ মাত্র ছিল।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের পর ইংলণ্ড উচ্চতর কর ধার্য করাতে ঔপনিবেশিক নেতারা প্রতিবাদ জানালেন। পার্লিয়ামেন্টে তাঁদের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না, সেইজন্য তাঁরা বললেন যে তাঁদের অনুমতি ভিন্ন পার্লিয়ামেন্টের কর ধার্য করবার কোন অধিকার নেই। 'প্রতিনিধি বিনা কর ধার্য করাটা অত্যাচার।'—কিছুকালের জন্য তাঁরা ইংলণ্ডের রাজার শাসন মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের অনেকগুলি রাজনৈতিক ভাবধারা ১৬৪২-৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সঙ্ঘটিত বিপ্লবগুলির থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, সেইজন্য অতি সহজেই তাঁরা ব্রিটিশরাজের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত সম্পর্কিত হতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

গ্রেটব্রিটেনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিরোধকে বলা হয় আমেরিকার বিপ্লব; কিম্বা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব কিন্তু তদাপেক্ষা সঠিক বর্ণনা হয় যদি বলা হয় যে এটা ছিল ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সুরু করেন ঔপনিবেশিকদের আইন-প্রণয়নকারী পরিষদগুলি যারা আদি সনদটির ভিত্তিতে আইন-সঙ্গত ও সুবিন্যস্ত স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর কোন ব্যতিক্রম না করে নিজ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬১-৬৫ খৃষ্টাব্দের গৃহযুদ্ধ ও তার কিছু পরবর্তীকালে কয়েকটি দক্ষিণীরাজ্যকে বাদ দেওয়া গেলে একথা বলা চলে যে আদি যুক্তরাষ্ট্রে সপ্তদশশতাব্দী থেকে একটি বাধাহীন সুবিন্যস্ত স্বায়ত্তশাসনের ধারা চলে আসছে। এই কারণেই বলা চলে সে যুক্তরাষ্ট্র এই গঠনের প্রাচীনতম শাসনতন্ত্রগুলির অন্যতম। এ ছাড়াও উপলব্ধি করা যায় কি কারণে প্রাদেশিক সরকারগুলি আমেরিকার যুক্ত-শাসন প্রণালীর জটিল বহুত্বের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

যেহেতু আমেরিকার ঔপনিবেশিক নেতারা লিখিত নীতিগুলির উপর গুরুত্ব অর্পণ করতেন ও তাঁদের 'মানবজাতির প্রতি শোভন শ্রদ্ধা' ছিল, সেইজন্য তাঁরা স্বাধীন হবার কারণ প্রদর্শন করে সর্বসাধারণের জন্য একটি সতর্ক বিবৃতি দিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে স্বাধীনতার ঘোষণাটি যে কমিটির দ্বারা রচিত হয়েছিল, সেই কমিটিতে ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, জন এডামস্ ও টমাস জেফারসন। শাসনতন্ত্র প্রণালীর ভূমিকা ও আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রদত্ত তাঁর গেটিস্‌বার্গ-বক্তৃতাটির সংমিশ্রণে আমেরিকার রাজনৈতিক বিশ্বাসগুলির উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তী অংশটির প্রায়ই উল্লিখিত হয়ে থাকে।

'আমরা মনে করি কতগুলি সত্য স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যেমন মানুষমাত্রেই সমান ভাবে সৃষ্ট, এবং সৃষ্টিকর্তা এদের কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকার দান করেছেন যেমন জীবন, স্বাধীনতা ও সৌভাগ্যানুসন্ধান। এই অধিকারকে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য গঠন করা হয় শাসনতন্ত্র, যার ন্যায্য ক্ষমতা উদ্ভূত হয়েছে শাসিতদের সম্মতিক্রমে। কিন্তু যে কোন আকারেরই শাসনতন্ত্র হোক না কেন, যখন সে এই আদর্শকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়, তখন তাকে পরিবর্তিত করা নিশ্চিহ্ন করার বিশেষ অধিকার জনগণের আছে।'

রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে পেনের চুক্তি।　　　　বেঞ্জামিন ওয়েস্ট

পেনসেলভেনিয়া আকাদামী অব ফাইন আর্টস্

বিপ্লবী যুদ্ধ ও তার কিছু কাল পর পর্যন্ত—প্রাদেশিক সরকারগুলির একটি অনির্দিষ্ট-সম্মিলন শাসন কাজ চালাচ্ছিলেন বটে কিন্তু তার আইন-সঙ্গত অধিকার না থাকায় সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শাসনতন্ত্র রচনার জন্য যে সভা আহ্বান করা হয়েছিল, সেখানে বহু তর্কবিতর্কের পর একটি নূতন শাসনতন্ত্র পরিকল্পিত হয় এবং অনুমোদনের জন্য তেরটি প্রদেশের জনসাধারণের নির্বাচিত ব্যক্তিদের পর একটি নূতন শাসনতন্ত্র পরিকল্পিত সম্মেলনের নিকট তাকে দাখিল করা হোল। এই শাসনতন্ত্রটির ভূমিকাতে ঘোষণা করা হয়েছে :

'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ—উৎকৃষ্টতর ইউনিয়ন তৈরী করবার জন্য, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, গৃহশান্তির নিরাপত্তা রক্ষা করবার জন্য, সর্বসাধারণের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য, সর্বসাধারণের মঙ্গল বৃদ্ধির জন্য এবং আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের জন্য স্বাধীনতা যে আশীর্বাদ বহন করে এনেছে তাকে রক্ষা করবার জন্য—এই শাসনতন্ত্রটির স্বপক্ষে সুনিশ্চিত মত দিচ্ছি ও একে প্রতিষ্ঠা করছি'—'সর্বসাধারণের মঙ্গল' ও 'উৎকৃষ্টতর' ইউনিয়ন বাক্য দুটির মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে নূতন

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবকারীদের-কাম্য ছিল যে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে যার কর্তব্য হবে ব্যবসার জন্য ঋণদান ও বাণিজ্য এবং শ্রমশিল্প-

স্ট্যাম্প বক্তৃতা দিচ্ছেন। জর্জ কালেব বিংহাম

বোটম্যানস্ ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অব সেণ্ট লুই-এর সৌজন্যে

পণ্যোৎপাদনকে উৎসাহিত করা। এইটি ফেডারালিস্ট পার্টির কর্মতালিকায় পরিণত হোল। এদের বিরুদ্ধবাদীরা এণ্টি-ফেডারালিস্ট নামে ক্ষুদ্র কৃষিজীবী, বেতনজীবী ও অধমর্ণদের প্রতিনিধিত্বে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। এণ্টি ফেডারলিস্ট পার্টিটি বিভিন্ন প্রকারের ক্রম-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে টমাস্ জেফারসন ও এণ্ড্রু জ্যাকসন রাষ্ট্রপতিদ্বয়ের পার্টিতে পরিণত হোল। উক্ত পার্টিটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে মহাযুদ্ধের সময়, রাষ্ট্রপতি উড্রু উইলসন্, ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুসভেল্টের পার্টিহিসাবে পরিগণিত হয়। ফেডারালিস্ট পার্টিটি প্রথমে পরিণত হোল 'হুইগ্স্' ও পরে রিপাব্লিকানস'-এ, যাঁরা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কনকে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন করেছিলেন। রিপাব্লিকান-রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে রয়েছেন থিওডোর রুসভেল্ট, ও ডোয়াইট্ আইসেন হাওয়ার।

বহু ব্যক্তির নিকট রিপাব্লিকান পার্টিটি এখনও পর্যন্ত ব্যবসাদারদের ও বাণিজ্যশুল্ক রক্ষাকারী হিসেবে আর ডেমোক্রাটিক্ পার্টিটি শ্রমিকদের জন্য বলে অভিহিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যভেদে এর ব্যক্তিক্রমগুলিও বিশেষ বিবেচনার বিষয় যেমন দক্ষিণের গ্রাম্য ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে উত্তরে শহরে ডেমোক্র্যাটদের এবং মধ্য-পশ্চিমের সংরক্ষণশীল রিপাব্লিকানদের সঙ্গে পুবের উদারপন্থী রিপাব্লিকানদের প্রচুর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রজাতন্ত্রটি কার্যকরী হবার প্রথম দিকে এন্টি-ফেডারিলিস্টরা একটি শক্তিমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ছিলেন। কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল এই যে এ ধরনের সরকার ব্যক্তিগত ব্যবসায় বাধা সৃষ্টি করে ও করের পরিমাণ উচ্চ করে রাখে।

প্রকৃতপক্ষে, ডেমোক্র্যাটিক বা রিপাব্লিকেশন উভয় পার্টিরই আদর্শগুলি খুব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নয়—সেইজন্য সেগুলি পরিবর্তিত হতে থাকে এক নির্বাচন থেকে আর এক নির্বাচনে বিশেতত: সেখানে কৃষিজীবীদের আনুগত্যের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ফল স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস কোন আইন প্রণয়নের সময়—কোন একটি বিশেষ পার্টির সম্পূর্ণ সমর্থন পান্ না। প্রতিনিধিরা ভোট দেন তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী।

অধিকাংশ প্রদেশগুলিতে ভোটদাতাদের নাম কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলগত হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয় বলে ইচ্ছা করলে স্বাধীন হিসাবেও নাম লেখাতে পারেন। প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক নির্বাচনে এঁরাই স্থির করেন যে তাঁদের পার্টিভুক্ত কোন্ কোন্ ব্যক্তি জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দপ্তরে পদপ্রার্থীরূপে যাবে। যে সমস্ত প্রার্থীদের এঁরা পার্টি প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচন করতে চান তাঁদের সোজাসুজি ভোট দিয়ে থাকেন, নয়তো তাঁদের নামগুলি এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত কাগজের-টুকরার শূন্য স্থানে লিখে রাখেন। অথবা এঁরা পার্টিপদপ্রার্থী নির্বাচন জন্য জাতীয় সম্মিলনে যাবার জন্য ভোট দিয়ে প্রতিনিধি মনোনীত করেন।

সর্বশেষ নির্বাচনে ভোটদাতাকে গুপ্তভোটদানের জন্য প্রার্থীদের নাম লিখিত ব্যালট কাগজ দেওয়া হয়। ভোটদাতা ইচ্ছা অনুযায়ী নিজ পার্টি টিকিটধারী প্রার্থীকে ভোট দিয়ে পার্টির মধ্যেই তাঁর মনোনয়ন আবদ্ধ রাখতে পারেন, তাছাড়া তিনি অধিকাংশ আমেরিকাবাসীদের মত পার্টি

টিকিটগুলি দ্বিখণ্ডিত করে তার নিজের ধারণায় যিনি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাঁকে ভোট দিতে পারেন। ব্যালট্ কাগজের নাম তালিকাভুক্ত হবার জন্ম পদপ্রার্থীকে কোন পার্টির সভ্য হবার প্রয়োজন নেই। যদি কোন প্রার্থী তার দাখিল পত্রে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাক্ষর করতে সমর্থ হয় তবে তার নাম ব্যালট্ কাগজে লিখিত হবে।

এই প্রধান পার্টি দুটির বিভিন্ন জাতীয় উপাদান-সহ অনির্দিষ্ট সংগঠনের জন্ম আমেরিকান গণতন্ত্রের প্রতিনিধিমূলক বিশেষত্বটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। কয়েকটি সংখ্যালঘিষ্ঠদের পার্টিও আছে, কিন্তু রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দুটি নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার দরুন বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী দলদের তুষ্ট করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে। সেইজন্য অন্যান্য পার্টিরা ভোটের অতি অল্পঅংশ পেয়ে থাকেন। কোন কোন সময়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ পার্টিরা প্রবল সমর্থন পেলেও—সাধারণতঃ যে সমস্ত পদপ্রার্থীদের নির্বাচিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই, আমেরিকানরা তাদের জন্য নিজেদের ভোটগুলির অপব্যয় করতে রাজী নন।

যখন এই দুইটি প্রধান পার্টির রাষ্ট্রগত ও শ্রেণীগত ভারসাম্যে নিদারুণ বৈষম্য দেখা দিয়েছিল তখন তার প্রতিক্রিয়ায় সুরু হোলো আমেরিকান

যুদ্ধক্ষেত্রের রক্ষীগণ — উইন্‌স্লো হোমার

মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব আর্টস্-এর সৌজন্যে মিসেস্ ফ্র্যাঙ্ক, রিপোর্টার-এর উপহার ১৯২২ খৃষ্টাব্দ

গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫)। বহু বৎসর পূর্ব থেকেই তর্কবিতর্ক চলে আসছিল যে পশ্চিমের নবলব্ধ রাজ্যে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত করা হবে কিনা? সেটা কানসার শহরে দাসত্ব বিরোধী ও (দাসত্বপন্থী) দলের মধ্যে প্রকাণ্ড দাঙ্গায় পরিণত হোল। উত্তর রাজ্যের বণিক ও শিল্পপতিগোষ্ঠীরা মনে করতেন যে দক্ষিণাঞ্চলের প্রচলিত প্রথাগুলি যদি ক্রমবর্ধমান জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করে তবে তাঁরা ক্রমশিল্পের যে প্রকার উন্নতি আশা করেছিলেন সেটা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌বে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দ্বিভক্ত হয়ে যাওয়ায়—দাসত্বপ্রথা বিরোধী রিপাবলিক দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হলেন রিপাবলিক প্রার্থী আব্রাহাম লিঙ্কন রাষ্ট্রপতির কর্মভার গ্রহণ করবার পূর্বেই কয়েকটি দক্ষিণরাজ্য ইউনিয়ন থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। তুলা উৎপাদকের লাভের উপর দক্ষিণাঞ্চলের আর্থিক সংস্থান নির্ভর করতো। চাষের কাজের জন্য ক্রীতদাসদের কিনতে খেতখামারের মালিকদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করবার প্রয়োজন হোত, সেইজন্য এদের মধ্যে অনেকে বিশেষ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে ক্রীতদাসদের মুক্তি দিলে দক্ষিণ রাজ্যের সমগ্র অর্থনীতি বানচাল হয়ে যেত।

ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার দাবী করে, দক্ষিণ রাজ্য প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি সার্বভৌমত্বসম্পন্ন এবং ফেডারল সরকারকে তারা কেবলমাত্র আংশিক ক্ষমতা প্রেরণ করেছেন এবং যদি ইউনিয়নটি 'যে আদর্শের জন্য দাঁড়িয়ে আছে তাকেই বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়' তাহলে সে ক্ষমতা প্রত্যাহার করা সম্ভব। আব্রাহাম লিঙ্কন যিনি নিজেই দাসত্বপ্রথার বিরোধী ছিলেন, বহু চেষ্টা সত্বেও একটি পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে সক্ষম হন্ নি। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ক্রীতদাসরা ক্রমে মুক্তি লাভ করতো ও দক্ষিণীরা আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন না যে প্রাদেশিক অধিকারগুলির মধ্যে ইউনিয়নগুলির থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবার অধিকার অন্তর্ভুক্ত। এটা তার কাছে অবৈধ এবং শাসনতন্ত্র বহির্ভূত কাজ বলে মনে হল। ইউনিয়নকে রক্ষা করার জন্য তিনি অনিচ্ছা সত্বেও গৃহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

গৃহযুদ্ধে, উত্তররাজ্য জয়ী হবার কারণ তার অর্থনৈতিক ও শ্রমশিল্প পণ্যোৎপাদনের উৎকর্ষ এবং 'আঙ্কল্ টম্‌স্ ক্যাবিন' নামে বিখ্যাত গ্রন্থ

প্রমুখ উচ্ছেদকারী সাহিত্য কর্তৃক দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে উদ্রিক্ত তীব্র অনুভূতি।

নেপোলিয়নিক যুদ্ধের পর এতটা নৃশংসতা ও হত্যাকাণ্ড আর দেখা যায় নি। দক্ষিণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও বিদ্রোহী পার্টি হিসাবে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির যে মর্যাদা হানি হয়েছিল তা পূরণ করতে বহু বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল।

গৃহযুদ্ধে উত্তররাজ্য জয়ী হওয়ায় রিপাবলিকান পার্টি ও উত্তর দেশের শ্রমশিল্পপতিরা সমগ্র জাতিকে প্রায় শাসন করতে লাগলেন। এঁরা দ্রুতগতিতে রেলপথ বিস্তার করলেন ও দেশজ প্রাকৃতিক সম্পদকে অধিকতর উন্নত করতে লাগলেন। এই ধরনের অপরিমিত কর্তৃত্বের অনেকের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল—যেগুলিকে বাধা দেওয়া সম্ভবপর হয়নি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগ পর্যন্ত, যতদিন না পার্টি দুটির ভারসাম্য পুনর্প্রতিষ্ঠিত হোল।

পার্টির এই ভারসাম্যই হোল আমেরিকান সরকারী শাসনপদ্ধতির একমাত্র অপরিহার্য অংশ—কিন্তু শাসনতন্ত্র রচয়িতারা দূরদর্শন করতে সক্ষম হননি। তাঁরা তখন বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন শাসন, আইন ও বিচার প্রণালীর মধ্যে ক্ষমতার সামঞ্জস্য ঘটাতে এবং প্রাদেশিক ও জাতীয় সরকারের অধিকারগুলির মধ্যে একটা সঙ্গতি স্থাপন করতে। ফেডারিলিস্টদের ধারণা অনুযায়ী আমেরিকান জাতীয় সরকারের মুখ্যতঃ হোল—সার্বভৌমত্ব সম্পন্ন প্রদেশগুলির একটি সম্মিলন মাত্র। 'যুক্তরাষ্ট্র' বাক্যটি সম্ভবতঃ এই অর্থই ব্যক্ত করছে। এই ধারণাটিকেই ব্যখ্যা করা হয়েছে ও জোর দেওয়া হয়েছে শাসনতন্ত্র-প্রণালীর দশম সংশোধন প্রস্তাবটিতে, সেখানে দৃঢ়তা সহকারে বলা হয়েছে যে যুক্তসরকারের যে সমস্ত আবিষ্কারের কথা বলে শাসনতন্ত্র প্রণালীতে সবিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়নি সেগুলি 'প্রদেশ পরম্পরায় অথবা জনগণের হস্তে সংরক্ষিত আছে।'

সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটনের আমল থেকে রাষ্ট্রপতি পদটি অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন। রাষ্ট্রপতি হলেন সৈন্যবাহিনীর কর্মকর্তা, সরকারী দপ্তরের প্রধান কর্মচারীদের তিনি নিজেই নিয়োজিত করেন, তিনি রাষ্ট্রদূতদের মনোনীত করেন ও সুপ্রীম কোর্টের শূন্যপদগুলি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পূর্ণ করা

আব্রাহাম লিঙ্কন — জর্জ পি. এ. হীলী

ন্যাশানাল গ্যালারি অব আর্ট'স, ওয়াশিংটন ডি-সি থেকে

হয়। 'ভেটো' ক্ষমতার দ্বারা তিনি আইন প্রণয়ন করতে পারেন ও নূতন আইন প্রস্তাব আনতে পারেন। অধিকাংশ প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সরকারী দপ্তর উভয়েরই একটি একটি করে প্রধান নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু আমেরিকান রাষ্ট্রপতি এই প্রচলিত প্রথার বিপরীত ভাবে নিজেই উভয় কর্ম পরিচালনা করে থাকেন। তদুপরি যে রাজনৈতিক পার্টি তাঁকে নির্ব্বাচন করেছে, তারও তিনি প্রধান নেতা।

এই সব সত্বেও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অতি স্পষ্টরূপে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন প্রদেশ ও তাদের আভ্যন্তরিন জেলাগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা সংগঠিত আমেরিকান কংগ্রেসটি রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা থেকে উদ্ভূত বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে অতীব ঈর্ষাপরায়ণ। এই মনোভাবটির হদিস্ পাওয়া যায় পুরানো দিনগুলিতে, যখন ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক-আইন পরিষদের চলেছিল সংঘর্ষ। রাষ্ট্রপতি যদিও তাঁর 'ভেটো' ক্ষমতার দ্বারা যে কোন আইনকে নাকচ্ করতে পারেন, কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা কংগ্রেস সেই 'ভেটো'র উপরে আইনটিকে পুনরায় বলবৎ করতে পারে। রাষ্ট্রদূত বা উচ্চ কর্মচারী নিয়োগ করা সম্বন্ধে কংগ্রেসের অনুমোদন বিশেষ প্রয়োজনীয়। কংগ্রেস বাজেটের মধ্য দিয়ে সৈন্যবাহিনী ও সরকারী দপ্তরের ব্যয় পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

কোন ব্যাপারে আইন প্রয়োগ করবার পূর্বে, প্রস্তুতির জন্য শুনানী বা সাক্ষী আহ্বান করে প্রাসঙ্গিক সংবাদ সংগ্রহ করবার অধিকার কংগ্রেসের আছে। এই ধরনের শুনানী থেকে এদেশে কম্যুনিস্টদের যে সমস্ত গোপনীয় কার্যকলাপের অনুসন্ধান পাওয়া গেছে, তা বিদেশেও যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। একথা মনে হয়েছে যে এঁরা আইনের উদ্দেশ্য অতিক্রম করতে গিয়ে শাস্তিদাতা বা বিচারক হয়ে বসেছেন। কিন্তু তবে এঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে গোপনে কম্যুনিস্ট প্রভাব যে কতখানি ক্ষতিকর তা বহু আমেরিকাবাসীর উপলব্ধির বাইরে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই প্রকার কংগ্রেসীয় তদন্তকরণ গণতান্ত্রিক সরকারের একটি মূল্যবান অঙ্গ। ট্রাস্ট, ট্রেড ইউনিয়ন, আইন বিরোধী অপরাধ, সর্বসাধারণের জমির ব্যবহার ও রেড-ইণ্ডিয়ানদের প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপারে কংগ্রেসী তদন্তকরণ দ্বারা যে সমস্ত অপব্যবহার আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির প্রতিকার করা বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। এই ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করতে হলে শপথ-সহ-প্রামাণিক-

সাক্ষ্য গ্রহণ করবার বিশেষ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই ধরনের সাক্ষ্য দিতে হলে যদি কারুকে দোষারোপ করতে হয় তবে সাক্ষী সেই রকম সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করতে পারে।

রাষ্ট্রপতির পক্ষে এ আশা করা সম্ভব নয় যে পার্টির প্রত্যেকটি সভ্য তাঁর সব নির্দেশগুলির সমর্থনে ভোট দেবে। এঁরা তাঁদের নিজেদের রাজ্যের নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে দায়ী, রাষ্ট্রপতির কাছে নয়। কংগ্রেস সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি কোন শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না বা তার অবসান ঘটাবার অধিকারও তাঁর নেই। নিজ উদ্দেশ্য সফলের জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলির অস্থায়ী মিলনের ওপর ও নিজের পদমর্যাদা কর্তৃত্বের উপর।

রাজনৈতিক পার্টিগুলির ভারসাম্য এতটা ঘনিষ্ঠ যে প্রায়ই দেখা যায়, কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টিই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধ দল। অর্থাৎ তাঁরাই সমস্ত জরুরী কমিটিগুলির সভাপতির নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও রাষ্ট্রপতি সেই পরিমাণ সমর্থন পান যে পরিমাণ সমর্থন তিনি পেতেন যদি কংগ্রেসে তাঁর নিজের পার্টিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হোত। চার বৎসরের সীমিত কালের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন করা হয় এবং আইন সভাতে যাই ঘটুক তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে নয়, পঞ্চাশটি প্রদেশের সঙ্গেও অত্যন্ত জটিল। কারণ আমরা পূর্বেই দেখেছি, যুক্ত-সরকারের বিশেষ উল্লিখিত ক্ষমতাগুলি অন্য সর্বপ্রকার ক্ষমতাকে এদেশগুলি নিজ অধিকারে রেখেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ, মোটরগাড়ি রেজিস্ট্রেশন, মদ্যবিক্রয়, অপরাধীর শাস্তিবিধান, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ব্যাপারে প্রাদেশিক আইনগুলির মধ্যে প্রচুর তারতম্য দেখা যায়। কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও সেনেটারদের সঙ্গে তাদের নিজ প্রদেশগুলির অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। রাষ্ট্রপতিপদপ্রার্থী মনোনয়নের জন্য আহুত সভাগুলিতেও এদের যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব বিদ্যমান। বৃহত্তর প্রদেশগুলির গভর্ণররাও প্রচুর প্রভাবশালী যাঁরা প্রায়ই রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থী হয়ে থাকেন। কিন্তু এই সমস্ত আহুত সভায় বা স্বয়ং নির্বাচনের মধ্যে, প্রদেশগুলিই ভোট দিয়ে থাকে; এবং এই সমস্ত নির্বাচন সভার আড়ম্বরপুর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে সার্বভৌমত্বের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

সর্বশেষে বিবেচনা করা হয়েছে ফেডারল্ ও রাষ্ট্রীয় বিচারালয় ধারা যার শীর্ষে অবস্থান করছে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের একটি বর্তমান বিচারপতি বলেছেন :

'আমাদের কর্মপরিকল্পনার মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের বিশিষ্ট কার্যগুলি হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষ ও সরকারের মধ্যস্থতা করা, প্রদেশ ও জাতীয় আইন প্রয়োগের সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া। এই কোর্টটির সেই সব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে সেখানে স্থির করতে হবে এককের সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের এককের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পরের সঙ্গে আটচল্লিশটি প্রদেশের এবং প্রদেশগুলির সঙ্গে ইউনিয়নটির কি ধরনের সম্পর্ক।'

সুপ্রীম কোর্টের সর্বাপেক্ষা গুরুদায়িত্ব হচ্ছে যে তাকে বিচার করতে হবে যে কংগ্রেস ও প্রদেশগুলির দ্বারা অনুমোদিত আইনগুলি কতখানি শাসনতন্ত্র-সম্মত? এ ভিন্ন আরও বিচার করতে হয় যে নিম্ন আদালত ও রাষ্ট্রীয় বা সরকারী কর্মচারীবৃন্দের কার্যকলাপ আইনসঙ্গত কি না।

এইসব ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট নিজের উদ্যোগে কিছু করে না বা একান্তই নীতিমূলক আদর্শ বা প্রশ্নের বিচার করে না। সে সমস্ত কেস সেখানে আনীত হয় শুধু সেগুলিরই বিচার করে থাকে। আইনতঃ সিদ্ধ কোন কারণ থাকলেই, সাধারণ লোকে নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেবার উদ্দেশ্যে উচ্চতর আদালতে আপীল করতে সক্ষম। এই আপীলের সর্বোচ্চ আদালত হচ্ছে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তগুলির ব্যাখ্যার মধ্যে আমেরিকার শাসনতন্ত্র-সম্মত গণতান্ত্রিক সরকারের আদর্শগুলির সঠিক সুষ্ঠুজ্ঞানসম্পন্ন বিবৃতি দেখতে পাই। সুপ্রীম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে নিগ্রো ও শ্বেতকায়দের জন্য পৃথক পাবলিক স্কুল শাসনতন্ত্রসম্মত নয়।

আমেরিকায় শাসনতন্ত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় সেটা শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যাকারী সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত প্রসারিত। দেশের সরকারের অন্য দুটি বিভাগ অপেক্ষা এইটির উপরেই জনগণ অধিকতর আস্থাবান। এর নয়জন বিচারপতি মানুষ মাত্র, সেইজন্য কখনো কখনো সিদ্ধান্তগুলিতে এদের প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি প্রতিফলিত হয়ে থাকে, এবং তার জন্য তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হলেও কর্তৃত্ব অব্যাহত থেকে যায়।

সম্প্রতি যেহেতু কোর্টটি নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে ও জাতিগত বৈষম্যের বে-আইনত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। সেইজন্ত কয়েকটি কোর্টের বিরুদ্ধবাদী কোর্টের ক্ষমতাকে খর্ব করবার জন্ত কংগ্রেসীয় কর্ম-প্রয়োগের প্রস্তাব এনেছেন। আজ পর্যন্ত সেইসব প্রস্তাব কোন সমর্থন লাভ করেনি।

যদিও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের শূন্তস্থানে নূতন বিচারপতি রাষ্ট্রপতিই নিয়োগ করেন, কিন্তু তারপরে কোর্টের উপর তাঁদের কোন আর ক্ষমতা থাকে না। যখন রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুসভেল্ট প্রচলিত নয়টি সংখ্যাকে অতিক্রম করে তাঁর সংস্কার-পক্ষপাতী আরও কয়েকটি বিচারপতি নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তখন এতটা জন-বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছিল যে তাঁকে সেই প্রস্তাবটি পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

অনেক কেস সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখীন হয় যারা তথাকথিত বিল-অব-রাইট্‌স্ অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের প্রথম দশটি সংশোধন প্রস্তাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এইগুলি কংগ্রেসকে এমন কোন আইন প্রণয়ন করতে নিষেধ করেছে যাতে ধর্ম আক্রান্ত হয় বা স্বাধীন ধর্মপালন বাধা প্রাপ্ত হয় কিম্বা কথা বলবার, লেখা ছাপাবার ও শান্তিপূর্ণ সভা ডাকবার স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। এই সংশোধন প্রস্তাবগুলি ব্যক্তি বিশেষকে বে-আইনী তল্লাস বা বন্দী অবস্থা থেকে রক্ষা করে এবং রক্ষা করে এমন অবস্থা থেকে যখন 'আইনটি যথাযথরূপে প্রযোজিত না হওয়ায় জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়।' শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যাকালে 'যথাযথরূপে প্রযোজিত' বাক্যটির উপর প্রচুর জোর দেওয়া হয়। কোন সরকারী কর্মচারী যদি দায়িত্ববিহীন কাজ করে তবে একক ব্যক্তিরা বা কোন বিশেষ দলরা তার বিরুদ্ধে কোর্টে আপীল জানাতে পারেন। যে সব ব্যক্তিরা অপরাধী বলে অভিযুক্ত হয়েছে এবং সেই অপরাধ-গুলির মধ্যে যদি দেশদ্রোহিতাও থাকে, তবুও সেই সব ব্যক্তিদের শাসনতন্ত্র-সম্মত অধিকার যাকে জুরির বিচার গ্রহণ করবার সাক্ষী আহ্বান ও পরীক্ষা করবার ও নিজেদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দিতে অস্বীকার করবার।

গুপ্তচর বিচার ও কংগ্রেসীয় শুনানীর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে গত মহাযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিস্ট পার্টি রাশিয়ার জন্ত সৈন্ত-বাহিনীর সংবাদ ও এটম্ তথ্য অনুসন্ধান করতে বিশেষ সচেষ্ট ছিল, কারণ

রাশিয়ার প্রতি ছিল তাঁর সর্বপ্রধান আনুগত্য। স্মিথ আইন প্রয়োগের দ্বারা কয়েকটি মাত্র কম্যুনিস্ট নেতাকে যারা হিংসা ও শক্তি প্রয়োগ করে সরকারকে উচ্ছেদসাধন করতে ওকালতি করেছিলেন, তাদেরই অপরাধী হিসাবে দণ্ডিত করা হয়েছিল। তাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে ও সর্বসমক্ষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত যে বিচার চলেছিল তাতে এদের নাগরিক অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছিল। কয়েকটি কম্যুনিস্টকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল পাসপোর্ট আইন অমান্য করা শপথ ভঙ্গ করা ও কংগ্রেসী সভার নিকট নিজেদের পার্টি সংবাদ দানে অস্বীকার করার জন্য। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট বিচার করে দেখলেন যে এর মধ্যে কয়েকটি শাস্তিবিধান শাসনতন্ত্র সম্মত নয়। সুপ্রীম কোর্ট তখন সেই দণ্ডাজ্ঞাগুলি প্রত্যাহার করতে আদেশ দেন ও দণ্ডিত ব্যক্তিরা মুক্তি লাভ করেন।

বিল অব রাইটস্ অনুযায়ী আমেরিকাতে মতামত প্রকাশের একান্ত স্বাধীনতা আছে। অনেক সময়ে রাষ্ট্রপতি বা পদস্থ কর্মচারীদের সমালোচনার তীব্রতায় বিদেশীরা চমকিত হয়ে ওঠেন। সর্বসম্মুখে প্রকাশিত বা আক্রান্ত হবার ভয়ে অনেক সরকারী কর্মচারী ক্ষমতার অপব্যয় করা থেকে বিরত থাকেন। যদিও কুৎসা-রটনার বিরুদ্ধে আইন আছে কিন্তু সেগুলি ইংলণ্ডের মত অতটা কড়া না হওয়ায় শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র-সরকারের জটিল গঠন কোনমতেই নিখুঁত হওয়া সম্ভবপর নয়। অনেক দেশের নাগরিকদের মতই আমেরিকাবাসীরাও বহু বিষয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করে থাকেন বিশেষ করে সেটা করেন যখন তাদের হাতে ক্ষমতা থাকে না। কয়েকটি সমালোচনা হয় স্বয়ং পার্টি-পদ্ধতি দ্বারা পরিচালনা সংক্রান্ত।

অত্যুক্তিকারী বক্তৃতা ও অতি-নাটকীয়তা সত্ত্বেও নির্বাচনের প্রবল আন্দোলনগুলিতে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য সিদ্ধ হয়ে থাকে। এরা ভোটদাতাদের শিক্ষাদান করছে, বিতর্কের বিষয়গুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে ও প্রয়োজনীয় উন্নতিবিধানগুলিকে দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এর জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের অধিকাংশ সংগৃহীত হয় ব্যবসাদার শ্রমিক সঙ্ঘ ও ধনী ব্যক্তিবিশেষদের থেকে। এই সব পার্টি নেতাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। পার্টি নেতারাও এই সব ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে বিশেষ

ক্ষমতাবান হয়ে উঠেন। পার্টির মধ্যে থেকে কোন কোন ব্যক্তিকে রাজ-রাজকর্মচারী পদপ্রার্থীরূপে মনোনীত করা হবে সে বিষয়ে পার্টির নেতাদের মতামত বিশেষ মূলবান। সুতরাং এই সব পার্টি নেতারা বা 'কর্তা'রা এমন একটা পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন যে তাদের মনোনীত ব্যক্তিরা নির্বাচনে জয়ী হলে পার্টির কর্মীদের জন্য ও অর্থ সাহায্যকারীদের জন্য পার্টি নেতারা জয়ীদের কাছ থেকে অনুগ্রহ চাইতে থাকেন। এই সব অনুগ্রহের মধ্যে আছে সরকারী কর্ম ও সরকারী রাস্তা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য কণ্ট্রাক্ট বা অন্যান্য কার্য। দক্ষতা ও মিতব্যয়ীতা অপেক্ষা এক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণগুলি সঠিক বিবেচিত হয়। আমেরিকার নগরশাসন ব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের মত অতটা বাধা-নিষেধ না থাকায় সেখানকার কর্তারা বা যান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রায়ই হয় দোষপূর্ণ। ফলে প্রায়ই সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজন হয় বিশেষতঃ যখন দেখা যায় যে জুয়াড়ী বা দুষ্কর্মকারীদের রক্ষা করা হচ্ছে। ফেডারেল সরকারে কড়া আইন আছে অন্যায় প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে এবং সেখানে অসামরিক কর্মগুলি আইন দ্বারা পরিচালিত হয় বলে নিয়োগ, উন্নতি ও বরখাস্ত ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রভাব বাধা প্রাপ্ত হয়।

যেহেতু প্রতিনিধিরা সরকারী-কর্মচারী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে চলেছে, যেহেতু বেতনের হার ও ব্যয়ভার উর্ধ্বমুখী, যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলি সেই অনুপাতে কর-বৃদ্ধির পক্ষপাতী নন্—সেহেতু আমেরিকান নাগরিকদের ও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বিশেষ রকমের আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সময় সময় অর্থের অকুলান হয় পাগ্‌লা হাসপাতালের ও স্কুলের কর্মচারী নিযুক্ত করবার জন্য অথবা আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য। অনেক নগর-সরকার জনসংখ্যার আধিক্য বা অধিক সংখ্যক ব্যক্তির শহরবাসী হবার প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট ভালভাবে পরিচালনা করেন নি। নগরগুলি অত্যন্ত জনাকীর্ণ যানবাহনের ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক বিশেষ করে তাদের জন্য যাদের বাসস্থান নগর থেকে বহুদূরে অবস্থিত।

আমেরিকানরা তাদের দেশ বা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন বটে, কিন্তু সেই সমালোচনাটি সংস্কারমূলক আমূল পরিবর্তনকারী নয়। এঁরা কোন বিশেষ বিশেষ উন্নতি সাধন কল্পে প্রস্তাব আনেন কিন্তু ভিত্তিগত

পরিবর্তন আকাঙ্খা করেন না। অধিকাংশ আমেরিকাবাসী মার্কিনী গণতন্ত্রের প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত। এই ধরনের শাসনতন্ত্রটি তাঁদের মনোবৃত্তির উপযোগী। এর আওতায় মোটামুটিভাবে তাঁদের দেশ সমৃদ্ধিলাভ করেছে। একজন মনস্তত্ত্ববিদ হুগো মানস্টারবার্গ লিখেছেন যে 'যে বন্ধন দ্বারা আমেরিকাবাসী তার দেশবাসীর সঙ্গে যুক্ত সেটা জাতি, প্রচলিত প্রথা বা বাস্তবিক অতীত নয়—সেটা হোল তাদের ভবিষ্যৎ, যাকে তারা গড়ে তুলছে।'—আমেরিকাবাসীরা এই চিন্তাই আজ অধিক পরিমাণে করছে যে তাদের ভবিষ্যৎ এমন একটা জিনিস, যাকে গড়ে তুলতে হলে জগতে সর্বজাতি সমন্বয়ের প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রের ধর্ম

ধর্মের মধ্য দিয়ে আমেরিকার বৈচিত্র্য যতটা চমকপ্রদরূপে প্রকাশ পেয়েছে অন্য কোন বিষয়ে সেই রকমটি দেখা যায় নি। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ১৫টি স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত ধর্মসঙ্ঘ বা সম্প্রদায় ছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞরা আছেন, তাঁরাও এদের পার্থক্য মনে রাখতে সক্ষম হন্ না। কিন্তু ধর্মের এতটা বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও, সর্বসাধারণের মধ্যে কখনও কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এই বৈচিত্র্যের তলদেশে বিরাজ করছে একটা সার্বজনীন মনোভাব। অধিকাংশ আমেরিকাবাসীর ধারণা যে গণতন্ত্র ও ধর্ম পরস্পরের সহায়ক। এঁরা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে 'ঈশ্বর প্রদত্ত' আখ্যা দিয়াছেন অথচ সেই সঙ্গে একথাও তাঁরা বিশ্বাস করেন যে গির্জা-সম্প্রদায়গুলির রাজনীতির বাইরে অবস্থান করা উচিত ও রাজনীতিবিদ্‌দের পক্ষেও ধর্ম সংক্রান্ত তর্ক বিতর্কে অংশ গ্রহণ না করাই উচিত।

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বহু ব্যক্তি নানা ধর্ম সম্প্রদায়ে যোগদান করেছেন। ১০১০ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৪৩ জন ও ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৬০ জন গির্জাগুলির সভ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত আছেন। দশ কোটি আমেরিকাবাসী প্রায় তিন হাজার গির্জার নিয়মিত উপাসক মণ্ডলীর সভ্য। গত অর্ধ শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সভ্যসংখ্যার অনুপাত প্রায় একই রয়ে গেছে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রোটেস্টান্টদের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৮০ হাজার, রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩০ হাজার, ইহুদীদের ছিল ৫০ হাজার ও পূর্বীয় অর্থডক্স গির্জার সভ্য সংখ্যা ছিল ২০ হাজার।

প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আশি লক্ষ সভ্য সমেত ব্যাপটিস্টরাই হচ্ছে বৃহত্তম, তার পর মেথোডিস্টরা যাদের সভ্যসংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষ। লুথারিয়ান ও এপিস্কোপালিয়ান উভয়েরই সভ্য সংখ্যা হচ্ছে সত্তর লক্ষ। প্রটেস্টান্ট এভাঞ্জেলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যে তাদের গির্জাগুলিই সর্বাধিক পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে আছে।

করমুক্তি ব্যতীত গির্জাগুলিকে অন্য কোন প্রকার সাহায্যদান করা হয় না। সেজন্য তারা সম্পূর্ণরূপে যাজকপল্লীর অধিবাসীদের সাহায্যের উপর

পুনর্জীবন — আলবার্ট পি, রাইডার
ফিলিপস্ সংগ্রহ, ওয়াশিংটন ডি-সি

নির্ভরশীল। শাসনতন্ত্রের প্রথম সংশোধনের প্রস্তাবটিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে 'ধর্ম-সংক্রান্ত কোন আইন কংগ্রেস পাস করবে না বা তার স্বাধীন অভিব্যক্তিতে বাধা সৃষ্টি করবে না'। দেশের সরকার আমেরিকান ভক্তদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে গির্জার প্রতিষ্ঠা বা পরিবর্তন করা বিষয়ে। এ স্বাধীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহারও তাঁরা করে থাকেন যদিও কে কোন্ গির্জায় যাবেন সেটা ঠিক তাঁদের ধর্মসংক্রান্ত মতবাদের উপর নির্ভর করে না পারিবারিক প্রথা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব, বিশেষ বিশেষ যাজকের প্রতি আকর্ষণ ও অন্যান্য কারণে প্রায়ই স্থির হয়। কে কোন্ গির্জায় যাবেন। অধিকাংশ সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ও রাজনৈতিক উভয় দলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম-

বিশ্বাস প্রচলিত থাকায়, সর্বসাধারণের কৌশলী অভ্যাসমত ধর্মকে প্রশংসা করবার সময়ে কোন বিশেষ পদ্ধতিকে উল্লেখ করা হয় না। অখ্যাতনামা বা

ক্রুসের পথ্য — আলবার্ট পি রাইডার
এডিশন গ্যালারী অব আমেরিকান আর্ট
ফিলিপস্ আকাদমী, এণ্ডোভার

সার্বজনীন সম্প্রদায়গুলি অর্থব্যয় করে বাসের উপর লিখে রাখে 'এই রবিবারে তোমার পছন্দ-সই গির্জায় যেও'। আনুষ্ঠানিক ব্যাপারগুলিতে ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন একটি ক্যাথলিক যাজক, একটি প্রটেস্টাণ্ট পাত্রী ও একটি ইহুদী রাবি। বিভিন্ন ধর্মের পুরোহিতরা পালা করে উদ্বোধন ও সমাপ্তিতে প্রার্থনা করে থাকেন।

সরকারী দপ্তরের বা অন্য কোন কর্মের জন্য ধর্মের পরীক্ষা দিতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে জাত ও বংশগত-বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের একটি অংশ হিসাবে অনেক প্রদেশে আইন পাস করা হয়েছে যে চাকরি বা স্কুলে ভর্তি হবার আবেদন পত্রে কোন ব্যক্তির ধর্মানুসন্ধান করা হবে না।

যে সমস্ত গ্রন্থ উন্নততর বুদ্ধিশালী শ্রোতাদের বা কলেজে পড়াবার জন্য রচিত হয়—সেখানে ধর্ম-সংক্রান্ত, ধর্মহীন বা ধর্মবিরোধী মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা চলে। কিন্তু সরকারী বিদ্যালয় অথবা সাধারণের মনোনয়নকারী পন্থাগুলিতে অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশন ও প্রকাশিত সংবাদ পত্র ইত্যাদিতে জনসাধারণের সংবেদন শীলতাকে বাঁচিয়ে চলতে হয়। কয়েক সময়ে গির্জা সম্প্রদায়রা তাদের মতানুযায়ী যে সমস্ত ধর্ম বিরোধী চলচ্চিত্রগুলি সর্ব সাধারণকে দেখানো হয়, সেগুলির প্রদর্শক তারা বন্ধ করতে সফল হয়েছেন। যদিও জনসাধারণ যতটা সম্ভব তর্ক বিতর্ক এড়িয়ে চলেন তবুও তিনটি প্রধান ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধ হওয়াটা অনিবায।

প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বিরোধটা কেন্দ্রীভূত হয় ডাক্তারদের জন্য নিয়ন্ত্রক বিষয় জ্ঞাতব্য বস্তু-প্রচার নিষিদ্ধ করা আইন বা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ক্যাথলিক স্কুলগুলির জন্য বিনামূল্যে বাস ভ্রমণের সুবিধা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য সংক্রান্ত আইন নিয়ে।

ক্যাথলিক মতবাদের কয়েকটি প্রটেস্টাণ্ট সমালোচক অভিযোগ করে থাকেন যে প্রথমোক্তদের গির্জার গঠন ও আচরণ মূলতঃ কর্তৃত্বব্যঞ্জক এবং সত্যিই মতবাদের স্বাধীনতা বা রাষ্ট্র ও গির্জার বিচ্ছেদে এঁরা বিশ্বাসী নন। পাবলিক স্কুলে যখন বিশেষভাবে ক্রিশ্চিয়ান প্রার্থনাগুলি ব্যবহৃত হয় অথবা যখন ইহুদি ধর্মের বিশেষ ছুটিগুলি ক্রিশ্চিয়ানদের সঙ্গে সমানভাবে মেনে নেওয়া হয় না তখন ইহুদিরা তার প্রতিবাদ জানাতে পারেন।

আমেরিকার ক্যাথলিকরা রাজনীতিক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন ও অনেক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ইহুদী-পরিবেশের মধ্যে থেকেও অনেক পুরুষ ও নারী এই একরকম উন্নতিলাভ করেছেন। প্রাচীন ঔপনিবেশিকরা যারা দেশের ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল প্রটেস্টাণ্ট। পরবর্তী যুগে জার্মান বা স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান দেশগুলির থেকে যে সমস্ত প্রোটেস্টান্ট ঔপনিবেশিকরা এসেছিলেন তাঁরা সোজাসুজি কৃষি অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডে, ইটালী ও মধ্য য়ুরোপ থেকে আগত ঔপনিবেশিকরা ভৃত্য ও শ্রমজীবীর কাজ করতেন। সেই শহরগুলিতে ক্রমে ক্রমে তাঁরা প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠলেন। বহু প্রদেশে বিশেষতঃ পূর্বদেশীয় প্রদেশগুলিতে ডেমোক্রেটসরা

ছিলেন শহরে ক্যাথলিক বা শ্রমজীবী ও রিপাব্লিকানরা ছিলেন প্রধানতঃ ক্ষুদ্র নগরের মধ্যবিত্ত বা প্রটেস্টট্যাণ্ট। এই রকম পরিস্থিতে প্রতিনিধি নির্বাচন বা কর্মে বিনিয়োগ ব্যাপারে এই ধরনের 'ধর্মসংক্রান্ত ভোট'গুলি বিবেচনার বিষয়ীভূত ছিল, যদিও ধর্মসংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক সযত্নে এড়িয়ে চলা হোত।

আমেরিকানরা যখন তাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যমূলক গুণাবলীর আলোচনা করে থাকেন তখন সাধারণতঃ তাঁরা পিউরিটানদের কথা উল্লেখ করেন। এই পিউরিটানরা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'চার্চ অব ইংলণ্ড'-কে প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টানধর্মের পবিত্রতায় পর্যবসিত করবার প্রচেষ্টাতে অকৃতকার্য
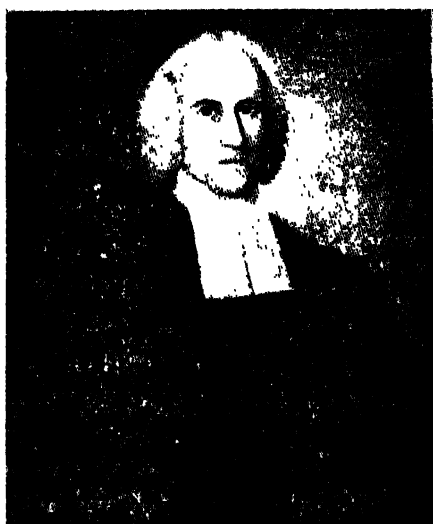
জোনাথান এড্ওয়ার্ডস্ জোসেফ বেজার

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় আর্ট গ্যালারীর সৌজন্যে

হয়েছিলেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে পর তাঁরা যে দলে দলে নিউ ইংলণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন সেটা ঠিক ধর্মোপাসনার স্বাধীনতার জন্য নয় যদিও স্কুল-পাঠ্য পুস্তকে সেই ব্যাখ্যাটাই সময়ে সময়ে প্রকাশ করা হয়। এরা চেয়েছিলেন একটি যাজক-সম্প্রদায়ের মাধ্যমে একটি ঈশ্বর-শাসিত রাজ্য অথবা বাইবেল-সাধারণতন্ত্র যা তাঁদের মতানুযায়ী ঈশ্বরের আইন দ্বারা শাসিত হবে।

এই সব উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ পরিকল্পনায় পিউরিটানরা ওল্ড-টেস্টামেন্টের ইজরাইট্‌স্‌ বলে মনে করতেন। এঁরা নিজেদের মনে করতেন মনোনীত ব্যক্তি যারা কাছে ঈশ্বর নিজেকে অভিব্যক্ত করেছেন। তিনি এদের একটি প্রতিশ্রুতভূমিতে নিয়ে এসেছেন। সে দেশটি য়ুরোপের দূষিত ও দুষ্ট স্থানগুলির থেকে বহুদূরে অবস্থিত। এঁরা একধারে কর্ম ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, সেইজন্য এঁদের ছিল প্রচণ্ড আত্মনির্ভরতা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁরা পিউরিটান প্রথার বাহক ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা ছিলেন জোনাথান এডওয়ার্ডস্‌। আমেরিকান চরিত্রের আত্ম-জিজ্ঞাসু ও অলৌকিক দিক্‌টির পরিচয় পাবার অভিলাষী যারা তাদের এঁদের লেখা ও প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এডওয়ার্ড ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে য়ুরোপে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এ ভিন্ন তিনি ছিলেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী। এঁর সমসাময়িক কালে নিউইংল্যাণ্ডবাসীরা মনে করতেন যে তিনি একজন ধর্মপ্রচারক ও ধর্ম পুনরভ্যুত্থানের একটি নেতা ছিলেন। এঁর বিখ্যাত উপদেশের নাম ছিল—'একটি ক্রুদ্ধ ঈশ্বরের হাতে—পাপাচারীরদল।' যদিও তিনি ঈশ্বরের ক্রোধ ও বহু ব্যক্তির নির্ঘাৎ নরকবাসের কথা বলতেন—তবুও তাঁর যথার্থই একটি অতিন্দ্রীয় ঈশ্বর-প্রীতি ছিল।

পিউরিটানিজম্‌ আমেরিকাবাসীদের দিয়েছিল প্রচারক, উদ্দেশ্যপূর্ণ ও বিবেকী মনোভাব। মানুষ পৃথিবীতে এসেছে কর্ম করতে, সম্পাদন করতে ও 'নিজেকে একটা কিছু করে তৈরী করতে'। বাস্তব জগতের সাফল্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহের চিহ্ন হতে পারে এই সত্যটির অর্থই হোল যে বাস্তবিক প্রচেষ্টার সে ফল লাভ হয় সেটা শুধু মাত্র নিজ স্বার্থে ব্যয় করা যেতে পারে না। অন্যকে সাহায্য করবার জন্য একটি প্রদত্ত দায়িত্ব ভার হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে হবে।

সংস্কারকারী ও ভিন্নমতাবলম্বী ধর্মসম্প্রদায়ের সভ্যরা বহু উপনিবেশের সামাজিক ও নৈতিক কাঠামো গড়ে তুলেছেন। পেনসেলভেনিয়াতে কোয়েকারদের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। বৃটিশরাজ ও চার্চ অব ইংলণ্ডকে অভিন্নরূপে বিবেচিত হওয়ায় বিপ্লবের সময় গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ণবিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

বিপ্লবের পরে প্রসারমান পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপটিস্টরা ও মেথোডিস্টরা ছিল অত্যন্ত সক্রিয় ধর্ম-সম্প্রদায়। ইংলণ্ডে এই নাম দুটির দুঃস্থ ও উত্তরাধিকারী জনদের কাছে বিশেষ আবেদন ছিল। তাদের উপদেশগুলি ছিল সুপরিচিত শোভনভাষাযুক্ত, বাইবেল-কেন্দ্রীয় ও নিগূঢ় সত্যসম্পন্ন খৃষ্টধর্ম। এই উপদেশগুলি ছিল প্রত্যন্ত প্রদেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কারণ সেখানে কখনো ঔদাসীন্য ও অরাজকতা বিরাজ করতো, কখনো আবার গভীর ধর্মানুরাগ দেখা যেত। প্রায়ই শিবির নিবাসী সহস্র সহস্র ব্যক্তি ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য গভীর ভাবোন্মত্ত উপাসনায় অথবা 'শিবির সভায়' উপস্থিত হতেন।

স্বাধীনতা ও আগ্রহ মিলিত হয়ে একটি নবধর্মের অভ্যুদয় হোল। মেরি বেকার এডি নামে একটি মহিলা খৃষ্টধর্ম-বিজ্ঞানীদের জন্যে একটি গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই গির্জার অনুগামীদের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় দশ লক্ষের উপর, তাঁরা বোস্টনে যে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন সেইটি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোৎকৃষ্ট দৈনিকগুলির অন্যতম। জোসেফ স্মিথ নামে একজন ভারমোণ্ট-নিবাসী 'বুক অব মঁরমন' রচনা করেন। তিনি বলেছিলেন যে পুস্তকটি এঞ্জল বর্ণিত সোনালী পত্রের অনুবাদ। এই পুস্তকটি একটি ধর্ম-আন্দোলনের বাইবেল স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এই ধর্ম-আন্দোলনটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল যখন এর সভ্যরা চিরস্থায়ী বাসভূমির সন্ধানে ওহায়ো থেকে মিজৌরি, ও মিজৌরি থেকে ইলিনয় পর্যন্ত ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। এঁদের প্রায়ই প্রহারের দ্বারা বিতাড়িত করা হোত; তার আংশিক কারণ যে এদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। অবশেষে তাঁরা উটার বৃহৎ সল্ট লেকের জনহীন উপত্যকায় একটি সমৃদ্ধশালী বসতি গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে আজ পর্যন্ত মরমোনিজম একটি প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রচলিত কিন্তু তার থেকে বহু বিবাহ লুপ্ত হয়ে গেছে।

আমেরিকাতে ধর্ম সেখানকার প্রচলিত সামাজিক ধারার সঙ্গে সর্বদাই মিল রেখে চলেছে। আমেরিকান আশাবাদ ও উদারনীতিকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেবার জন্য এবং ব্যক্তি বিশেষের আত্মোন্নতি ও আত্মার শান্তি পাবার প্রধান উপায় হিসাবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করবার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়েছে। একটি সমালোচক লিখেছেন: 'পিউরিটানদের সর্বাঙ্গসুন্দরের প্রতি তীব্র অনুরাগটি পর্যবসিত হয়েছে স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তির বাস ও তার সুখ-সুবিধার অনুসন্ধানে।'

এইটি লিখিত হয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। তারপর হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিধ্বস্তকারী অভিজ্ঞতা যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এ্যাটম বোমায়। এর পরে এসেছে বাধাহীন আন্তর্জাতিক চাপা উত্তেজনা। আমেরিকার ধর্মভাবগুলি পরিবর্তিত ও গভীরতর হয়েছে। ধর্ম-সংক্রান্ত পুস্তক এবং 'আত্মনির্ভর হও' ইত্যাদি উপদেশ বাক্যগুলি এখনো পর্যন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু রেইন হোল্ড, নেইবার, পল, তিলিচ্ ও জেকুই মারিটেন ইত্যাদির মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্রহ্ম-বিদ্‌দের নেতৃত্বে কলেজের ছাত্ররা, যাজকরা ও বহু অপেশাদারী দলভুক্ত ব্যক্তিরা ধর্মপ্রচারিত সত্যের প্রতি অত্যধিক পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেছেন। এঁরা সহজ আশাবাদ ও আত্মপরিতৃপ্তির থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। এঁরা জীবনের দুঃখদায়ক উপাদানগুলি উপলব্ধি করেছেন; এবং সুনিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছেন যে সুবিচারপূর্ণ নৈতিক পরিস্থিতি কতখানি জটিল ও আত্মবিশ্লেষণকারী হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ

চার্চের গুরুত্ব অবশ্য খুবই বেশি, কিন্তু গির্জাসম্প্রদায় আমেরিকার সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম, যাদের গণতান্ত্রিক জীবনধারায় প্রচুর অবদান আছে। 'স্বেচ্ছাসেবী' বলতে আমরা বুঝি যে তারা সরকার শাসিত নয়, মুনাফাকারী নয় ও যে সম্প্রদায়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সভ্য হওয়া বা না-হওয়া তাঁদের নিজ ইচ্ছানুসারে নির্ধারিত।

আগের অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা আত্মবিকাশের জন্য আমেরিকার রাষ্ট্র ও গির্জার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতার অনুসন্ধানেই অন্যান্য স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপত্তি হয়েছে। ভোটের দ্বারা, দরখাস্তের দ্বারা, আইনসভায় তার প্রতিনিধিকে অনুরোধের দ্বারা যে কোন আমেরিকানের পক্ষে তার সরকারকে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব। এ ভিন্ন এই সমস্ত স্বেচ্ছাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে নিজকর্মের দ্বারা ও তার-পক্ষে দেশের সরকার ও জনমতকে প্রভাবান্বিত করা সম্ভবপর হয়। এরা একক ব্যক্তি ও সরকারেরর মাঝখানে সেই সৃষ্টি করেছে। এরা গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত গণতন্ত্র সমষ্টি।

আমেরিকাতে যে ব্যক্তি আপনার চিঠি বিলি করে সে হয়ত কোন ভ্রাতৃ-সঙ্ঘের বা ভেটারেন দলের একটি বড় কর্মচারী। আপনার প্রিয় রেঁস্তোরার পরিবেশনকারীটি হয়ত কোন মৎস্যজীবীদের ক্লাব, বা ইতালীয়-আমেরিকান সঙ্ঘের সেক্রেটারী। পিতামাতারা পিতামাতা-শিক্ষক-সঙ্ঘের সভ্য যারা প্রত্যেক মাসে একবার মিলিত হয়। আপনার সহকর্মী বা অধ্যাপকের স্ত্রী হয়ত 'আমেরিকান বিপ্লবের কন্যাগণ'-এর বা 'মহিলা-ভোটারদের সঙ্ঘ'-এর সভ্যা। আপনার ডাক্তার বা দাঁতের ডাক্তারের নিজেদের পেশাদারী সঙ্ঘের সভ্য হয়ত এমন হতে পারে যে তাঁরা আবার অপেশাদারী চিত্রকর বা সঙ্গীতজ্ঞ দলেরও সভ্য। ব্যবসাসূত্রে ব্যাঙ্কে বা দোকানে যে সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কারবার করেন তাঁরা চেম্বার অব কমার্স, রোটারি, কিওয়ানিস্

অথবা দি লায়নস্‌-এর সদস্য। সম্প্রতি পাঠক-সঙ্ঘগুলিও অতি জনপ্রিয় হয়েছে। অধিকাংশ ছোট বা বড় শহরগুলিতে উদ্যান-ক্লাব আছে। স্কুল ও কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা অতি উত্তমরূপে সঙ্ঘঠিত। এই ধরনের সঙ্ঘটিত হচ্ছে ডাকটিকিট সংগ্রহকারীরা, মার্কটোয়েনের অনুরাগীবৃন্দ ও প্রাণদণ্ড-বিরোধীরা। যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্দেশ্য সাধু থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকান-বাসীদের যে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার বা তাকে সংগঠন করবার স্বাধীনতা থাকে। ব্যক্তি বিশেষের মত এই প্রতিষ্ঠানগুলিরও দরখাস্ত করবার বা সাধারণের কাছে বিবৃতি দেবার অধিকার আছে। ধর্মসম্প্রদায়ের মতই, এই সমস্ত অধিকাংশ স্থানীয় বা জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কোন না কোন প্রকার নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। সেগুলি প্রায়ই হয় সুসম্পাদিত ও সুচিত্রিত মাসিক পত্রিকা।

আমেরিকানরা 'জুটিবাদী' জাত হিসাবে খ্যাত। এটা তাদের ঐকান্তিক স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে বেমানান বলে মনে হওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এটা তা নয়। এই সমস্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে জুটি বাঁধার যে দায়িত্ববোধ, সেবাপরায়ণতা বা আত্মোপলব্ধির সুযোগ মেলে তা মানুষের বাঁধাধরা কর্মজীবনে পাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন রুচি ও অনুরাগের পার্থক্যের ভিত্তিতে সংগঠিত। এরা সেই পার্থক্যকে আরো পরিপুষ্ট করে তোলে, সকলকেই এক ধরনে তৈরী করতে চায় না।

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরে পোশাক ও অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বাধিক বৈচিত্র্য দেখা যায় গুপ্ত ভ্রাতৃসঙ্ঘগুলিতে, যেমন 'নাইট্‌স অব পাইথাস্‌' ও 'মেক্স্‌ এণ্ড অড্‌ফেলোস্‌'। এরা লৌকিকতাবিহীন গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিকতা, প্রতীকতা ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ পদবীর প্রয়োজন মিটিয়ে দিচ্ছে। যদিও এ সমস্ত জিনিসের প্রভাব ও পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। এর উৎপত্তি হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর সুরু পযন্ত সেটা বৃদ্ধি পেতে ও বিস্তার লাভ করতে থাকে। এরা একপক্ষে বলা যায় সেই শ্রমশিল্প সমাজের প্রত্যুত্তর যে সামাজিক-জগতের নৈর্ব্যক্তিকতা ব্যক্তিবিশেষকে নিরাশ ও নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে। এরা দিয়ে থাকে সাহচর্য পারিবারিক সাহায্য ও মৃত্যু বা পীড়িতঅবস্থায় বিশ্বস্ত জীবনবীমার সুযোগ-সুবিধা। এদের মধ্যে অধিকাংশ সম্প্রদায় হাসপাতাল, বৃদ্ধদের জন্য গৃহাশ্রয় দুঃস্থ পরিবারের শিশুদের

জন্য সামারক্যাম্প পরিচালনা ও নানাপ্রকার পরহিতকারী কাজ করে থাকে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে 'কু ক্লুক্স ক্লান'টি দক্ষিণ ও পশ্চিমের গ্রামাঞ্চলে যে ক্ষমতা বিস্তার করেছিল সেটি অতিশয় নিগ্রো-বিরোধী ইহুদী-বিরোধী ও ক্যাথলিক-বিরোধী দল। অতীতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বামপন্থী-যেযা ছিল অধিকাংশ গুপ্ত সমিতিগুলি বর্তমান আমেরিকান জীবনের সংরক্ষণশীল সমর্থনকারী ও সর্বপ্রকার রাজনৈতিক প্রভাবহীন।

লৌকিকতাহীন বন্ধুত্বের জন্য, রোটারি, কিওয়ানিস্ ও লায়নস্ ইত্যাদি তথাকথিত 'সেবক সঙ্ঘ'গুলির কাঠামো সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। 'ব্যাবিট্' পুস্তকটিতে সিন্‌ক্লেয়ার লুইস্ এই সব ক্লাবদের বিদ্রূপ করেছেন। এই সব ক্লাবগুলিতে সাপ্তাহিক মধ্যাহ্ন-ভোজনে বড় ও ছোট শহরের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা মিলিত হতেন কোন একটি বক্তার আন্তর্জাতিক বা স্থানীয় বিষয়বস্তুর আলোচনা শুনতে। এরা পরহিতজনক কাজও করতেন। সেটা অবশ্য তাদের সদস্যদের জন্য নয়—সেটা করা হোত যে শহরে তাঁরা বাস করতেন তার নাগরিকদের জন্য। যেমন তাদের স্বাস্থোন্নতি করা, আমোদ-প্রমোদের সুযোগ করে দেওয়া, স্থানীয় স্কুলের বা বিদেশাগত উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের ছাত্রবৃত্তি দিয়ে সাহায্য করা।

আমেরিকার অধিকাংশ বড় শহরগুলিতে বার্ষিক দাবা প্রতিযোগিতায় সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করা হয় স্থানীয় হাসপাতাল গ্রীষ্মকালীন খেলা-ধূলা কিম্বা যুবকদের প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য—যেমন ইয়ং মেনস্ ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন ও ইয়ং উইমেনস্ ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন। নাগরিককে কাছ থেকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী চাঁদা সংগ্রহ করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়ে থাকে। বিপন্নকে সাহায্য করবার জন্য আমেরিকাতে কোন না কোন প্রতিষ্ঠান সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। অবশ্য এরা অতিরিক্ত অংশ হিসাবে যুক্ত হয় রাষ্ট্র-প্রদত্ত উদার সুযোগগুলি ও যুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা বিধানগুলির সঙ্গে, যেমন বেকার-বীমা উত্তর-বেতন বা বার্ধক্যে সাহায্য ইত্যাদির সঙ্গে। সমাজের সর্বশ্রেণীর বহুসংখ্যক মহিলারা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে বা হাসপাতালে বিনা বেতনে কাজ করবার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়ে থাকেন।

প্রাইভেট স্কুল বা কলেজের পরিচালক মণ্ডলীতে বহু বিশিষ্ট নাগরিকরাও

কাজ করে থাকেন। যদি তুমি বিশ্ববিদ্যালয়-মনোনীত ট্রাস্টীদের নাম-তালিকা দেখ, তাহলে দেখবে যে তাঁরা সফলকাম ব্যবসায়ী, আইনজীবী কিম্বা সরকারী কর্মচারী—এ ছাড়াও দীর্ঘ তালিকাভুক্ত পরহিতকারী বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনা বেতনে শ্রম দান করেছেন। যেমন সিম্ফোনি অর্কেষ্ট্রা-সঙ্ঘ, বয়েজ স্কাউটে, অপেশাদারী গির্জাসম্প্রদায়ে ও এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে তাঁরা কাজ করেছেন। এঁরা লোকহিতকর-মনোবৃত্তিসম্পন্ন। যদিও প্রায়ই খ্যাতনামা ব্যবসায়ী বা পেশাদারী ব্যক্তিদের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করানো কষ্টসাধ্য, তবুও এদের অধিকাংশই মনে করেন যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে থেকে সর্বসাধারণের সেবা করাই তাদের কর্তব্য।

আমেরিকার আরো একটি বিশেষত্ব এই যে এখানে বিশেষ জাতিগত, রাষ্ট্রগত ও ভাষাগত সাদৃশ্যের জন্য কতকগুলি সমিতি আছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির তালিকা থেকে এলোমেলোভাবে তুলে নিলেও আন্তরিকভাবে শত শত নাম উল্লেখ করা সম্ভব। যেমন দা আমেরিকান ল্যাটভিয়ান এসোসিয়েশন, দা আমেরিকান-সুইডিশ হিস্টরিকাল ফাউণ্ডেশন, দা চাইনিজ উইমেন এসোসিয়েশন, দা ইটালিয়ান-আমেরিকান ওয়ার্ল্ড ওয়ার ভেটারন্‌স্‌, দা পোলিশ ন্যাশানাল এলিয়ান্স, দা জাওনিষ্ট অর্গানাইজেশন অব আমেরিকা।

এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে থাকে। এরা প্রথম থেকেই পূর্বেকার মাতৃভূমির প্রচলিত প্রথাগুলি রক্ষা করতে সাহায্য করেছিল, যাতে নবাগতদের কাছে আমেরিকায় আগমনকে অতীতের সঙ্গে একটা সম্পূর্ণ ও আত্মিক ক্ষতিকর বিচ্ছেদ বলে মনে হয়নি। সেই সঙ্গে এরা ঔপনিবেশিকদের 'আমেরিকান-মনোভাবসম্পন্ন' করে তুলতে সাহায্য করছিল এবং নতুন জগতে স্বপন্থা-নির্মাণ-সংগ্রামে তাদের স্বার্থ রক্ষাও করছিল।

কিন্তু যুদ্ধের সময় এই দ্বৈত আনুগত্য অনেক উদ্বেগের কারণ হয়েছে। ঔপনিবেশিকতার-ঢেউ সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যে আরোহণ করেছে তার কিছু পরেই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্ট রোমান ক্যাথলিক অপেশাদারী ভ্রাতৃসঙ্ঘ 'দা নাইট্‌স্‌ অব কোলাম্বাস'-এ বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—"হাইফেন যুক্ত আমেরিকা-প্রীতির স্থান এদেশে নেই'। 'হাইফেন যুক্ত' বলতে তিনি নির্দেশ করেছিলেন 'পোলিশ-আমেরিকান' বা 'জার্মান-আমেরিকান'—যেখানে হয়ত দ্বিভক্ত আনুগত্য প্রকাশ পায়। "এটা একটি

সুনিশ্চিত উপায় যাহা দ্বারা জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা যায়"—তিনি বলেছিলেন—"এছাড়া একটি সমগ্র জাতি হিসাবে পরিগণিত হবার সব সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ্ করা যায় যদি এই বিভিন্ন জাতিত্বের-কলহপূর্ণ জটিলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়"।

প্রকৃতপক্ষে সময়ের দ্বারা প্রমাণিত হোল এই যে এই সমস্ত আশঙ্কাগুলি ভিত্তিহীন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যখন আমেরিকা, জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে যুদ্ধরত তখন জার্মান-আমেরিকান বা জাপানী-আমেরিকানদের বিশ্বাসঘাতকতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি।

সর্বপ্রধান নিগ্রো-প্রতিষ্ঠান 'দা ন্যাশানাল এসোসিয়েশন ফর দা অ্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অব কালার্ড পিপ্‌লস্'-এর বৈশিষ্ট্য অন্য ধরনের, কারণ আমেরিকান নিগ্রোদের সঙ্গে আফ্রিকান অতীতের সম্বন্ধ অতি সুদূর। এরা উৎসাহের সঙ্গে কার্যকরীভাবে পক্ষপাতমূলক ব্যবহার থেকে নিগ্রোদের রক্ষা করে থাকে।

অন্যান্য অনেক প্রকারের প্রতিষ্ঠান যেমন খেলাধূলা সংক্রান্ত শখের ক্লাব, অথবা সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সমিতিগুলিকে বিশদ আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। কারণ এইগুলির সঙ্গে অন্যান্য দেশীয় সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের কোন গভীর পার্থক্য নেই। যাই হোক, আমেরিকার সম্মিলন প্রীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি স্বশাসিত বলে এদের রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সভা আহুত হয়। সেই সভাগুলিতে প্রতিনিধির দল কর্মচারী নির্বাচন করে, পরিচালনা-নীতি স্থির করে। নিজেদের বিশেষ বিশেষ পেশাগুলির—যেমন ব্যবসা, খেলাধূলা অথবা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঔৎসুক্যের, পরিণতির সংবাদ সংগ্রহ করে এবং সমপ্রকৃতির ব্যক্তিদের সঙ্গে আনন্দে সময় অতিবাহিত করে থাকে। এই সম্মিলনগুলি আমেরিকাবাসীদের বৈশিষ্ট্যমূলক ভ্রাম্যমাণতা ও দলবদ্ধতা থেকে উদ্ভূত হয় এবং তাকে আরো প্ররোচিত করে তোলে।

বিদেশী ছাত্ররা ও বিশেষজ্ঞরা এই সমস্ত নানা ধরনের জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক সমাজের সম্মিলনগুলিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হবেন। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের অধিক পরিমাণের জন্য ও অসংখ্য উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান থাকার জন্য ঐতিহাসিক, দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ও অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের বাৎসরিক সম্মিলনগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ও সুসংগঠিত হয়।

জাতিসমূহ ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি ব্যবহার

যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের প্রতি ব্যবহার নিয়ে যে বিদেশে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে থাকে তার জন্য আমেরিকাবাসীরা নিজেরাই খানিকটা দায়ী। কারণ সে বিষয়ে তারা খুবই স্পষ্টবক্তা। জাতিগত পক্ষপাতিত্বের জন্য যে বিশৃঙ্খলা বা অবিচার হয়ে থাকে আমেরিকান সংবাদপত্রগুলি তার নাটকীয় বর্ণনা দেয়। বৈষম্যদূরীকরণ কাজে যে ধীর অবিচ্ছিন্ন প্রগতি হচ্ছে, সেটা বিদেশে প্রায়ই অজানা থেকে যায়। তার কারণ সেটা ততখানি চমকপ্রদ নয়।

সুইডিশ অর্থনীতিবিদ্ গুণার মির্ডাল রচিত 'অ্যান আমেরিকান ডিলেমা' নামে পুস্তকটিতে তিনি বলেছেন—"আমেরিকাবাসী তার নিজের দোষ অনুসন্ধান করে লিপিবদ্ধ করে এবং সেটা অট্টালিকায় শীর্ষথেকে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে।... বিপ্লবের বহুপূর্ব থেকেই শ্বেতকায় আমেরিকানরা জোরের সঙ্গে নিগ্রো পরিচালনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে আসছেন, এবং সেই সমালোচনা অবিচ্ছিন্নভাবে এখনোও চলেছে—যতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকা নিজেকে সম্পূর্ণ সংশোধিত করতে না পারে ততক্ষণ তার শেষ নেই।

তবে এ সংশোধনটি এত দীর্ঘকাল নিচ্ছে কেন? স্বাধীনতার ঘোষণায় সমস্ত মানুষের অনবচ্ছেদ্য অধিকারগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। নিগ্রো সমস্যাটি দুইশত বৎসর ধরে আমেরিকাবাসীর বিবেককে পীড়া দিচ্ছে। এই মন্দগতি প্রগতির প্রথম কারণ—অর্থনৈতিক ও দ্বিতীয় কারণ—রাজনৈতিক।

আবিষ্কারকার্যে সর্বপ্রথম যে সমস্ত ভ্রমণকারীরা এসেছিলেন তাঁরা দেখেছিলেন যে দক্ষিণদেশের জমি অতি উৎকৃষ্ট। সে সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে দাসব্যবসা প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আমদানী করা হয়েছিল। কারণ তপ্ত রৌদ্রে পরিশ্রম করবার জন্য এরা উপযুক্ত ছিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় তিরিশ হাজার জন আনীত হয়েছিল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে নিগ্রো সংখ্যা সমস্ত দেশের লোকসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ হোল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই ব্যবসা আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়ে যাবার পর

ও প্রায় ৩৩০,০০০ জনকে আমদানী করা হয়েছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দ ও গৃহ-যুদ্ধের মধ্যে প্রায় ততোধিক সংখ্যক চোরাই ভাবে আনীত হয়েছিল।

প্রথম থেকেই ক্রীতদাসত্বকে আমেরিকার ঈশ্বর প্রদত্ত সহজ-জাত অধিকারের আদর্শের সঙ্গে বেমানান বলে মনে হয়েছিল। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে যে সমস্ত দক্ষিণীরা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে দাসত্বপ্রথাকে অপছন্দ করতেন ও তার বিনাশ প্রত্যাশা করতেন। গৃহ যুদ্ধের পূর্বে পনরো জন দক্ষিণ দেশীয়দের মধ্যে শুধু একজন ছিলেন ক্রীতদাস-অধিকারী ও বহুব্যক্তি ক্রীতদাসদের অপটু শ্রমিক বলে মনে করতেন।

এই সমস্ত বড় বড় খেত-খামারের মালিকরা দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে সুরু করলেন। যে দাসত্ব প্রথাকে অদ্ভুত প্রতিষ্ঠান আখ্যা দেওয়া হয়েছিল—সেটাই দক্ষিণ দেশীয় সংস্কৃতির অভিন্ন অংশ হয়ে উঠলো। এই প্রথাকে রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা রক্ষা করা হোল ও এর ন্যায্যতা প্রমাণ করা হোল বিশদ্ জাতিতত্বগুলির সমর্থন সংগ্রহ করা হোল ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও গ্রীসের ক্রীতদাস-পোষণকারী প্রাচীন গণতন্ত্রগুলি থেকে। দক্ষিণের প্রচারকারীরা বহুপ্রকার মিথ্যা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে নিগ্রোরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জৈব-প্রকৃতি-সম্পন্ন। সুতরাং তারা কোন সামাজিক দায়িত্বের উপযুক্ত নয়।

উত্তরাঞ্চলের কারখানাগুলি দক্ষিণের তুলো-উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ছিল। সেইজন্য নিউ ইংলণ্ডের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দাসত্ব প্রথাকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে দাসত্ব প্রথা নিবারণকারীদের বোষ্টন শহরের রাজপথে বিশৃঙ্খলা জনতার হাতে পড়তে হয়েছিল। নিউ ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সাহিত্যিকরা দাসত্বপ্রথার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, যদিও তাঁরা ভেবে দেখেননি যে হঠাৎ দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ্ হলে দক্ষিণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কি পরিণতি ঘট্তে পারে।

আফ্রিকার নিগ্রোদাসদের সঙ্গে স্বাধীন উত্তর-য়ুরোপীয়দের সঙ্গে পদমর্যাদা ও রূপের বৈষম্য এতটা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান ছিল যে নিগ্রোরা একটা সামাজিক শ্রেণী না হয়ে একটি ভিন্ন জাতি হিসাবে পরিগণিত হোল। এই জাতি-মর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। দক্ষিণে কোন ব্যক্তির অতি সামান্য পরিমাণে নিগ্রো-রক্ত থাকলেও তাকে নিগ্রো বলে সাব্যস্ত করা হোত।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের বৎসরগুলিতে উত্তরাঞ্চলে দাসত্ব-বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। এর জন্য অনেকটা দায়ী ছিল 'আঙ্কাল টম্স্ ক্যাবিন' নামে পুস্তকটির মত। সাহিত্যও খানিকটা দায়ী ছিল, পশ্চিমের নূতন রাজ্যে দাসত্বপ্রথা প্রবর্তিত করা বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা। গৃহযুদ্ধের তৃতীয় বর্ষে আব্রাহাম লিঙ্কন সমস্ত ক্রীতদাসের মুক্তির আদেশ দিলেন। যুদ্ধের পর, ফেডারল্ সরকার দক্ষিণে একটি তথাকথিত পুনর্গঠনকারী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মধ্যে নিগ্রোরা খুব সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য দপ্তর খোলা হোল। যারা প্রাক্তন ক্রীতদাসদের পরিচর্যা করতো ও তাদের মধ্যে পরিত্যক্ত বা বাজেয়াপ্ত-করা কৃষি-জমি ভাগ করে দিত।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দাসদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রিপাব্লিকান ও ডেমোক্র্যাটিক উভয় পার্টির রাষ্ট্রপতি পদ-প্রার্থী একই সংখ্যক ভোট পেয়েছিলেন, সেই জন্য কংগ্রেসকে স্থির করতে হয়েছিল কোন্ জন রাষ্ট্রপতি পদ পাবেন। দক্ষিণ দেশের সমর্থন লাভের জন্য রিপাব্লিকান প্রার্থীটি তাঁর উত্তরাঞ্চলের প্রধান সহায়কদের অনুমতি-ক্রমে যুক্ত-সরকারের সেনাবাহিনীকে দক্ষিণ থেকে সরিয়ে আনবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই ঘটনা ঘটা মাত্রেই নানা প্রকার ফন্দি দ্বারা এমন কি ভীতি প্রদর্শনের দ্বারাও নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হোল। অনেক অঞ্চলে এদের অবস্থা অর্ধ-দাসত্বে পরিণত হোল।

এই ঘটনার জন্য উত্তর দেশও আংশিকভাবে দায়ী। একবার যখন আইন দ্বারা দাসত্ব-প্রথা বন্ধ হয়ে গেল তখন উত্তরদেশীয় বা নিগ্রোদের জাতি হিসাবে নিকৃষ্টতর বলে ধরে নিয়ে নাগরিক অধিকারের পূর্ণ ক্ষমতার জন্য আন্দোলন করতে স্বীকৃত হলেন না। প্রকৃতপক্ষে, যে সমস্ত নিগ্রো নিউ ইয়র্ক, শিকাগো ও পরে ডেট্রইট্-এর মত উত্তরাঞ্চলের বড় শহরগুলিতে বসবাস করতে গেলেন, তাঁরা গৃহ বা কর্ম-সুযোগ সম্বন্ধে প্রচুর বৈষম্যের পরিচয় পেলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের সুরু পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্ট স্বয়ং আইন জারি করলেন যে অধিকাংশ জাতি-বৈষম্য আইন-সঙ্গত। শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ সংশোধন প্রস্তাবটিকে এই বলে ব্যাখ্যা করলেন যে শুধু যুক্ত-সরকারের

কাছেই নিগ্রোদের সম-অধিকার। এবং দক্ষিণ দেশকে অনুমতি দেওয়া হোল স্কুলে, প্রমোদস্থানে, ট্রেনে ও বাসে জাতিগত বৈষম্য বজায় রাখতে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কোর্টটি সিদ্ধান্ত দিলেন যে চতুর্দশ সংশোধনটিতে প্রতিশ্রুতি আছে যে, "আইনের সম্মুখে দুটি জাতি সম্পূর্ণ সমান" কিন্তু তার উদ্দেশ্য নয় যে "বর্ণ-সংক্রান্ত বৈষম্য দূরীভূত করবে বা রাজনৈতিক সাম্য থেকে সামাজিক সাম্যকে পৃথক করে নিয়ে তাকে প্রবর্তিত করবে।"

"আংকল টম্‌স্‌ ক্যাবিন"-এর বিজ্ঞাপন
নিউ ইয়র্ক হিস্টরিকাল সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক-এর সৌজন্যে।

এই নির্দেশ অনুযায়ী 'সমান কিন্তু পৃথক' নীতির ভিত্তিতে পৃথকীকরণটি

আইন-সম্মত হোল। এই নীতিটি শুধু দক্ষিণে নয়, কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত যুক্ত-সরকারের সমস্ত কর্মগুলিতে ও সামরিক-বাহিনীতে প্রচলন ছিল।

বাস্তবিক ক্ষেত্রে বৈষম্যই ছিল সাম্য কিছু ছিল না। নিগ্রো স্কুল স্পষ্টতঃ নিকৃষ্ট ছিল। নৌবহর বা সেনাবাহিনীতে নিগ্রোরা ভৃত্য কিম্বা রন্ধনশালার সহকারী হিসাবে কাজ করতেন।

গত বিশ বৎসরে পরিস্থিতির ক্রম-পরিবর্তন ঘটেছে। যেটা সম্ভব হয়েছে উন্নত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দ্বারা, জনগণকে ঐকান্তিকভাবে শিক্ষাদানের দ্বারা ও নিগ্রোদের কার্যকরী সুসংগঠিত আইনসম্মত সংগ্রামের দ্বারা। অসহযোগিতা ও মকর্দমা করে দক্ষিণ দেশের বাস ও ট্রামের পৃথকীকরণ দূরীভূত করা হয়েছিল।

সেনাবাহিনীর সব বিভাগে জাতিগত বৈষম্যের বিরোধী নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। শ্বেতকায়দের সঙ্গে একই পর্যায়ে নিগ্রোরা বিভিন্ন প্রকারের বিশেষজ্ঞদের স্কুলে প্রেরিত হচ্ছে ও সামরিক 'কমিশন' প্রদত্ত হচ্ছে।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুসভেল্ট কর্মনিয়োগ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব বিদূরিত করবার জন্য একটি 'ফেয়ার এমপ্লয়মেণ্ট প্র্যাক্‌টিস্ কমিটি' তৈরী করলেন। অনেক প্রাদেশিক সরকার যুক্ত-সরকারকে অনুসরণ করে ফেয়ার এমপ্লয়মেণ্ট প্র্যাকটিস আইন রচনা করলেন, যার দ্বারা বর্ণ, জাতি ও ধর্ম বিশ্বাসের জন্য পৃথকীকরণ নিষিদ্ধ হোল। স্কুল, কলেজ, হোটেল ও গ্রীষ্মকালীন আবাসগুলিতে জাতি-সংক্রান্ত কারণে দরখাস্তকারীদের বাতিল করা নিষিদ্ধ হোল। 'ইউ. এস. নিউজ এণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট'-এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে নিগ্রোদের কিছুটা আর্থিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। প্রায় ২০০,০০০ নিগ্রো যুক্তরাষ্ট্র কলেজে ও পেশাদারী স্কুলে অধ্যয়ন করে। আমেরিকান ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ৭৫০,০০০ সংখ্যার তুলনায় বর্তমান নিগ্রো সদস্য সংখ্যা সাড়ে বারো লক্ষতে পরিণত হয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চলে শুধু নয় সর্বত্রই গৃহনির্মাণ ব্যাপারে জাতিগত-বৈষম্য একটি বিশেষ সমস্যা। জমির দালাল বা সম্পত্তির মালিকদের বিশ্বাস যে যদি শ্বেতকায়দের পাড়ায় কোনো নিগ্রো এসে বসবাস সুরু করে তবে সে সম্পত্তির মূল্য কমে যায়। সময়ে সময়ে কোন নিগ্রো-পরিবার এই ধরনের অঞ্চলে

বসবাস করবার চেষ্টা করলে তাদের ভীতি-প্রদর্শন করা হয় এমন কি তাদের উচ্ছৃঙ্খল জনতারও সম্মুখীন হতে হয়। এই ঘটনায় দেখা যায় যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিগ্রোরা স্বগৃহ পরিত্যাগ করেনি ও সমাজও তাকে মেনে নিয়েছে। বহুক্ষেত্রে যেখানে নিগ্রোদের বাধাহীনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে—সে সব কাহিনী বিশেষ প্রচারিত হয়নি।

গৃহকর্তা ও ভাড়াটে হিসাবে নিগ্রোরা সমান মর্যাদায় শ্বেতকায়দের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অধিকতর মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে। অনেক বড় শহরে বিশেষ করে শিকাগো ও নিউ ইয়র্কে—সর্বনিগ্রো অঞ্চল আছে সেগুলি সাংঘাতিক ঘিঞ্জি ও সেখানে গৃহগুলি অযত্ন-রক্ষিত ও ভাড়া অত্যধিক। এই সব জেলায় পাপাচার অত্যন্ত বেশী। জনসাধারণের জন্য গৃহ পরিকল্পনা এই অবস্থার অনেকটা উন্নতি করেছে বটে কিন্তু কয়েকটি বড় শহরে যে পরিমাণে নিগ্রো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে—সেই পরিমাণে উন্নতির গতি অতি মন্থর হয়ে রয়েছে।

দক্ষিণে বিশেষ করে শহরগুলিতে, অধিক সংখ্যক নিগ্রোরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। রেজিস্টার্ড ভোটারদের তালিকা থেকে নিগ্রোদের সরিয়ে দেবার যে সমস্ত ফন্দীফিকির উদ্ভাবিত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে আদালতে কষ্টসাধ্য মামলা দ্বারাই এটা সম্ভবপর হয়েছে। যদিও দক্ষিণ দেশগুলিতে গত দশ বৎসরের মধ্যে নিগ্রো-ভোটারদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও সেই সংখ্যাটি সমগ্র নিগ্রো-ভোটাধিকার সম্পন্নদের এক পঞ্চমাংশ মাত্র। দক্ষিণাঞ্চলের রাজনৈতিক নেতারা যেদিন থেকে উপলব্ধি করেছেন নিগ্রোদের স্বপক্ষ বা বিপক্ষ ভোটের উপর তাঁদের জয়লাভ নির্ভর করছে; সেদিন থেকে নিগ্রোদের প্রতি সমান ব্যবহার করাটাও খানিকটা সুনিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হয়।

গৃহযুদ্ধের সময় থেকে নিগ্রোদের সম-অধিকার সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাসে সুপ্রীম কোর্ট প্রদত্ত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটির মতো অতটা নাটকীয় কোনও ঘটনাই ঘটেনি। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৭ মে তারিখের কোর্ট ঘোষণা করেছিলেন—"আজ আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ সংশোধনের 'ইকোয়াল প্রোটেক্শন' ক্লজ দ্বারা জাতি বৈষম্যের ভিত্তিতে পাব্লিক স্কুল চালনা করা আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়ে গেলো'। পাঁচটি বিভিন্ন অঞ্চলের পাব্লিক স্কুলের কর্তৃপক্ষরা নিগ্রোশিশুদের পৃথক স্কুলে যেতে বাধ্য করায়—সেই

অঞ্চলের নিগ্রোরা যে মামলা করেন তারই ফলে কোর্টটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কোর্ট ঘোষণা করেন যে "শিক্ষা ক্ষেত্রে 'সমান অথচ পৃথক' নীতির কোন কোন স্থান নেই। পৃথক ব্যবস্থাটি জন্মগত অসাম্যের পরিচয় বলা চলে"। প্রদেশগুলি ও বিশেষ অঞ্চলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হোল—"স্থানির্ধারিত, দ্রুতগতিতে পৃথকীকরণ দূর করবার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন তা অবলম্বন করতে"।

মিলিত স্কুলের সমর্থনকারীরা ভাবলেন যে শিশুদের জীবন একত্রে গড়ে উঠলে জাতিগত অসাম্য ও দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে এবং প্রতিকূল ধারণাগুলি হয় মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না হয় তাদের মনে সে কথার উদ্রেকই হবে না। অবশ্য অনেক জায়গায় কোর্টের আদেশ পালনে বাধা এসেছে: স্কুলে বা নিগ্রো দলপতিদের গৃহে বোমা পড়েছে। স্থানে স্থানে শ্বেতকায় নাগরিক-সমিতিগুলি শক্তিশালী জন-সংগ্রাম সৃষ্টি করেছিলো। লিট্‌ল্ রক, আরকানসাস্-এর পরিস্থিতি-সম্বন্ধে এ কথা সর্বাপেক্ষা সত্য। সেখানে রাষ্ট্রপতি আইজেন হাওয়ারের আদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী প্রধানত শ্বেতকায়দের স্কুলে অধ্যয়নরত নিগ্রো শিশুদের রক্ষা করেছিল। দক্ষিণের অনেক সমাজে অতি সহজভাবে স্কুলে বা জনসাধারণের যানবাহনে পৃথকীকরণ সাফল্যের সঙ্গে বা শান্তিপূর্ণভাবে দূর করা হয়েছে, সে বিষয়গুলি কারুর-ই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেনি।

জাতিগত সাম্য যে এতটা ধীরগতিতে পরিণতি লাভ করছে, তার কারণ যে আমেরিকান আদর্শবাদ অনুসারে জনগণের সম্মতি ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরিবর্তন আসাটাই বাঞ্ছনীয়। আমেরিকাতে যে সমস্ত আইন সর্বসম্মত নয়, সেগুলি অচল। দক্ষিণে ১৮৬৫-৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, আক্রমণ-কারী সৈন্য-দ্বারা বলপ্রয়োগ করে সামাজিক সাম্যকে আরোপিত করা হয়েছিল, সেইজন্য সেটাতেও শুধু ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল ও শ্বেতকায় বা বিরুদ্ধভাবে দলবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কয়েক বৎসর ধরে দেশের সর্বত্র শিক্ষার ঐকান্তিকভাবে প্রচার হওয়ায় ও তারসঙ্গে কোর্টের সিদ্ধান্তগুলি ও বহির্জগতের ঘটনাবলী মিলিত হয়ে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

কিন্তু যাই হোক এখনোও নিগ্রোদের আর্থিক, সামাজিক শিক্ষা বিষয়ক সম্পূর্ণ সমতায় নিয়ে যেতে অনেক দেরি।

রেড ইণ্ডিয়ানরা যদিও সংখ্যায় অতি অল্প' তবুও তাদের পারিপার্শ্বিকতায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। নিগ্রোদের সংখ্যা যেখানে দেড়কোটি সেখানে রেড ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা মাত্র আট লক্ষ।

আমেরিকার শ্বেতকায় উপনিবেশিকরা দেখলেন যে মুষ্টিমেয় রেড ইণ্ডিয়ানরা অনেকখানি উর্বরা জমি অধিকার করে বসে আছে। রেড ইণ্ডিয়ানরা নিজেদের কৃষিকেই ভালবাসে শ্বেতকায়দের অঙ্গীভূত হবার বাসনা তাদের ছিল না। এদের সঙ্গে যদিও শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসাবাণিজ্য চলেছিল তবুও আমেরিকান উপন্যাস বা চলচ্চিত্রে যে ধরনের যুদ্ধ প্রদর্শিত হয়, মধ্যে মধ্যে সে ধরনের যুদ্ধও হোত। শ্বেতকায়রা এদের সঙ্গে সন্ধির শর্তগুলি প্রায়ই ভঙ্গ করতেন কিম্বা এদের মধ্যে যদি-বা সংরক্ষিত জমি ভাগ করে দিতেন, আবার সেই জমি তাঁদের কাছে মূল্যবান বলে মনে হওয়ামাত্র ফেরতও নিয়ে নিতেন।

রেড ইণ্ডিয়ানদের স্বতন্ত্র-জীবনযাত্রাভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র-সরকার চেষ্টা করেছিল। সেই উদ্দেশ্যে রেড ইণ্ডিয়ান শিশুদের এমন স্কুলে পাঠানো হোত যে সেখানে তারা শ্বেতকায়দের কৃষ্টি আয়ত্ত করতে পারতো এবং সেখানে উপজাতীয় নাচ ও আচার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।

নিগ্রোদের মত রেড ইণ্ডিয়ানদেরও শ্বেতকায়দের মধ্যে অনেক অনুরাগী বন্ধু আছে যাঁরা তাদের অবস্থার কথা সমগ্র জাতির গোচরে এনেছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রেড ইণ্ডিয়ানদের পূর্ণব্যক্তিগত নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এর পূর্বে প্রথমে এদের সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সভ্য হিসাবে পরিগণিত করা হয়। পরে সরকারের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত দল হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রেড ইণ্ডিয়ানদের কাউন্সিলগুলিকে নিজেদের ব্যাপার পরিচালিত করবার ও নিজেদের উপজাতীয় আচার ব্যবহারকে সঞ্জীবিত রাখবার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। রেড ইণ্ডিয়ান-ক্রেতা ভিন্ন অন্য লোকের কাছে রেড ইণ্ডিয়ানদের জমি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে রেড ইণ্ডিয়ান সার্ভিসের ৬৪টি হাসপাতাল, ও দুশোটি স্কুল ছিল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বাজেটে ৩৫০,০০০ সংখ্যক রেড ইণ্ডিয়ানদের জন্য ৫১ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়েছিল। যে সমস্ত রেড ইণ্ডিয়ান সংরক্ষিত-উপজাতীয় জীবন

যাপন করতে অনিচ্ছুক। তারা অন্যান্য স্বাধীন আমেরিকানদের মতই নিজ-ইচ্ছানুযায়ী যে কোন স্থানে বসবাস করতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রে যে বর্ণ-কুসংস্কারটি বিদ্যমান আছে, সেটা জাতিগত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কৃষ্টিগত বলা চলে। এবং সেটা উৎপত্তি হয়েছে এক ধরনের ক্রমান্বিত উপনিবেশিকতার ফলে। অধিকাংশ প্রাচীন বসতিকারীরা এসেছিলেন উত্তর য়ুরোপ থেকে। এঁদের প্রটেস্টাণ্ট ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কৃতির ভিত্তি ছিল—রেড ইণ্ডিয়ান ও আফ্রিকান দাসদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আমেরিকার উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের ভাষা ছিল ইংরাজি ও তাদের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রথাগুলি ছিল অধিক পরিমাণে ইংরাজি-ভাবাপন্ন। এদের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্য ছিল জার্মান ও স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশের প্রটেস্টাণ্টদের। উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে বহু আইরিশরা এসেছিলেন বিশেষ করে নিউ ইংলণ্ড ও নিউ ইয়র্কে। এঁরা সকলে ক্যাথলিক ছিলেন কিন্তু এঁদের সুবিধা ছিল যে এঁরা ইংরাজি ভাষা-ভাষী ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পরবর্তী যুগে উপনিবেশিকরা আসতেন দক্ষিণ ও মধ্য য়ুরোপ থেকে এবং তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন কৃষক সম্প্রদায়ের লোক। প্রথম যুদ্ধের পর আগন্তুক উপনিবেশিকদের প্রবেশের পথ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হোল। যুক্তরাষ্ট্রে অতি সম্প্রতি বৃহতাকার উপনিবেশিক আগমন হয়েছে পর্তুরিকো জাতীয় আমেরিকার মহাদেশীয় অঞ্চল থেকে।

প্রাচীন বসতিকারীরা যে পূর্ববর্তিতা ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতির প্রচলন করেছিলেন, সেটা তাঁদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হয়েছিল। তাঁদের ভাব ছিল যে পরবর্তীযুগের উপনিবেশিকতা বিদেশী কৃষ্টিসম্পন্ন। সেইজন্য বিশেষ করে রোমানক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে একটা দেশ বা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের সুরুতে অগণতান্ত্রিক ও অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রথাবিহীন দেশগুলির থেকে উপনিবেশিকরা বন্যার মত আসছিল তখন 'পুনর্গঠনের সূচনাকারী জীর্ণাবস্থা' 'হাইফেনযুক্ত আমেরিকানগণ' 'অঙ্গীভূতকারী' 'আমেরিকানমনোভাবসম্পন্ন' ইত্যাদি অনেক কথাবার্তা শোনা যেত। গাত্রবর্ণটি সংশ্লিষ্ট ছিল সংস্কৃতির পার্থক্য ও জনসংখ্যার 'ভূতাত্ত্বিক স্থাপনে'র সঙ্গে। কিছু অল্পদিন পূর্বে পর্যন্ত, যাঁরা প্রাচীন বসতিকারীদের বংশধর তারা ঘোরতর গাত্রবর্ণ সম্পন্ন। পোলিশ ইহুদী ও

ল্যাটিন পদবীধারীদের তুলনায় নিজেদের 'প্রকৃত আমেরিকান বলে মনে করতেন। এমনকি নিগ্রোদের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত হাল্কাগাত্রবর্ণ সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিপত্তি অধিকতর।

বিজ্ঞাপনে বা জনপ্রিয় চিত্রে নায়ক-নায়িকাদের এখনো পর্যন্ত অ্যাংলো-স্যাক্সন নমুনায় অঙ্কন ও অ্যাংলো-স্যাক্সন্ নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন বসতিকারীদের বংশজাত হবার পুঞ্জীভূত সুবিধাগুলির পরিচয় পাওয়া যায় এই তথ্যের মধ্যে—যে সর্বোচ্চ সামরিক রাজনৈতিক ও আর্থিক নেতৃত্ব—হয় অ্যাংলো-স্যাক্সন্ না হয় উত্তরয়ুরোপীয় বংশোদ্ভবের করায়ত্ত।

কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেও নমুনায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। জনসংগঠনে সাদৃশ্যকরণ ও সমকক্ষকরণ অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। উপনিবেশিকদের মধ্যে যাঁরা ভাষা ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়ে অসুবিধাগ্রস্ত ছিলেন, তাঁরাও গণতান্ত্রিক রাজনীতির সুযোগ নিতে শিখলেন। রাজনৈতিক 'দলপতি'রা ভোটের পরিবর্তে এঁদের কর্ম বা সামাজিক সুবিধা দিতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা নিজেদের মধ্য থেকে দলপতি সৃষ্টি করে ফেল্লেন। উদাহরণ স্বরূপ—বোস্টন ও নিউইয়র্কের আইরিস-আমেরিকানরা বহু পূর্ব থেকেই নগর-সরকারকে পরিচালিত করতেন। শহর ও প্রদেশগুলিতে যেখানে সাধারণ বংশজাত ভোটাররা কেন্দ্রীভূত হোয়ে থাকে—সেখানে জাতি বা ভাষা সংক্রান্ত ভোটগুলি নীতি বা প্রার্থী নির্বাচন করতে সহায়তা করে।

শুধু নিগ্রোদের ব্যাপারে নয়। সাধারণ ভাবে জনশিক্ষা এবং সমাজ ও রাজনীতির পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে অনেক কুসংস্কার বিদূরিত হয়েছে। গত অর্ধশতাব্দীতে ইহুদী বিরূপতা প্রায়ই প্রবলরূপে দেখা দিত। অনেক হোটেলে বা সামাজিক ক্লাবে ইহুদীদের গ্রহণ করা হোত না। প্রধান কলেজগুলি বা মেডিকেল কলেজগুলিতে একটা অস্বীকৃত পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা তাদের ভর্তিহওয়ার সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ছিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইহুদী বিরূপতা প্রকাশ্য রাজনৈতিক রূপ ধারণ করলো ও ইহুদীদের সঙ্গে কম্যুনিজমকে সংযুক্ত করবার প্রচেষ্টা হল। বর্তমানে জাতিগত কুসংস্কার বা জন সাধারণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের বিরুদ্ধে সর্বত্রই তীব্র আপত্তি পরিলক্ষিত হয়।

আমেরিকার অধিকাংশ বড় শহরে এখন ও এমন অনেক স্থান আছে যেখানকার অধিবাসীরা একই জাতীয়। সেই সব অঞ্চলের দোকানে হয়ত

পোলিশ বা জার্মাণ ভাষা শোনা যায় কিম্বা সেখানে হয়ত চীনা বা ইতালীয় রেঁস্তোরার প্রচলন আছে। দক্ষিণ পশ্চিমের সর্বত্র বহু স্প্যানীশ ভাষী ব্যক্তি আছেন যাঁদের পূর্ব পুরুষেরা সেই অঞ্চলগুলি আমেরিকা অধিকৃত হবার আগের থেকেই বসবাস করছিলেন। নিউ ইয়র্ক শহরে বহু ইহুদী বাস করেন; যদিও জাতীয় দল হিসাবে নিগ্রো বা পর্তুরিকানদের অপেক্ষা এঁরা সংখ্যায় অনেক অল্প, অতীতে অধিকাংশ ইহুদী ইংরাজের মত 'ইয়েডিশ'ও খুব ভালভাবে বলতে পারতেন।

অ-ইংরাজি ভাষীদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক, যে সমস্ত ব্যক্তিরা তাদের পূর্বপুরুষদের বংশধরদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে থাকবে। অপর দিকে, আমেরিকার প্রধানতম সৃষ্টি থেকে সংযোগ হওয়াতে তাদের আর্থিক অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। বর্তমানে সকলকে অতি দ্রুতগতিতে একাঙ্গীভূত করা হচ্ছে ও বিভিন্ন জাতি-উদ্ভূত পার্থক্যগুলি অপসারিত হচ্ছে অথবা কোন গুরুত্ব তাদের থাকছে না। মোটের উপর, এইটিই গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। যদিও এতে আমেরিকান জীবনের বহুমুখীত্ব ও বৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে। জন সাধারণের আমোদ-প্রমোদেই এটা পরিলক্ষিত হয়। দর্শকদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আঘাত দেবার আশঙ্কায় আজকাল নিগ্রো, ইতালীয় বা ইহুদী চরিত্রকে হাস্য উদ্রেকের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আকার দিয়ে সৃষ্টি করা হয় না। সে কোন পরিস্থিতিতেই অবস্থিত হোক সর্বশ্রেণীর মানবকে তার মর্যাদা বা ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির প্রতি আমেরিকাবাসীদের মনোভাব সম্বন্ধে একথা ক্রমিক ভাবে সত্য।

চারুকলা

সাহিত্য—যদিও ১৮২০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আমেরিকান সাহিত্যে বিশেষ কোন প্রগতি হয়নি তবুও আমেরিকায় কল্পনাপ্রবণ সাহিত্য এত বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ যে অল্প পরিসরে তার ব্যাপক বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শুধু কয়েকটি লেখকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব আমেরিকাতে যাঁদের মূল্য অত্যধিক, এবং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যে সমস্ত বিশেষত্ব ও প্রবণতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলি এই লেখকদের রচনায় কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তাও দেখানো সম্ভব। যেমন প্রত্যন্ত দেশের মননকে সাহিত্যে কি ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে? এর উপরে পিউরিটানিজম্-এর প্রভাব কতখানি? দেশের দ্রুত প্রসারণশীল শ্রমশিল্পের দ্বারা সাহিত্য কতখানি প্রতিক্রিয়ান্বিত হয়েছে।

বহুকাল থেকে আমেরিকান-লেখকরা বিদেশে জনপ্রিয় ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে অনেক য়ুরোপীয় দেশে সবিশেষ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছেন। এদের মধ্যে বিশেষ পরিচিত হলেন জেমস্ ফেনিমোর কুপার, এড্গার এলেন পো, ওয়াল্ট হুইট্ম্যান, মার্ক টোয়েন, জ্যাক লণ্ডন, আপ্টান সিন্‌ক্লেয়ার, থিওডোর ড্রেইসার, জন দোস প্যাসোস, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, উইলিয়াম ফকনার ও থর্নটন ওয়াইল্ডার।

মার্কটোয়েনের জীবন বৃত্তান্তকে আমেরিকার একটি পণ্ডিত ব্যক্তির সৃষ্টি পরিচয় বলা যায়। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলেন যে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মার্ক টোয়েনের রচিত 'হাকেলবেরী ফিন' থেকে প্রকৃত আমেরিকান সাহিত্যের শুরু। অবশ্য এর পূর্বে বহু বড় বড় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু মার্ক টোয়েনই সর্বপ্রথম গল্প রচনার বিশিষ্ট ধরনটি সৃষ্টি করলেন আমেরিকার-জনসাধারণের বাচনভঙ্গির বিশিষ্ট ধ্বনি, ছন্দ ও বাক্‌ধারার দ্বারা।

মার্ক টোয়েনের প্রকৃত নাম ছিল স্যামুয়েল ল্যাংঘোর্ণ ক্লেমেনস্। তাঁর সারাজীবন ছিল অতিরিক্ত মাত্রায় আমেরিকান বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও মিসিসিপি নদীর তীরে ক্ষুদ্র মিসৌরি শহরে

যেখানে উত্তর দক্ষিণ মিলিত হয়েছে, সেইখানে তিনি বড় হন। সেই সময়ে দুই সহস্র মাইল বিস্তৃত যুক্তরাষ্ট্রের সমতলদেশে প্রধান বাণিজ্য-জলপথ ছিল এই মিসিসিপি নদী। 'হ্যাকেলবেরীফিন'-এর প্রধান নায়ক একটি গৃহহীন বালক ও একটি পলাতক ক্রীতদাস এই মিসিসিপি-নদীতে ভেলা অভিযান করেছিলেন। আব্রাহাম লিঙ্কন যৌবনকালে এই একই নদীতে ভেলায় চড়ে ভাসতে ভাসতে গিয়েছিলেন।

তাঁর পিতার মৃত্যুর পর, ও সামান্য স্কুলপাঠ্যাবস্থা শেষ করে বারো বৎসর বয়সে, একশত বৎসর পূর্বেকার বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের মত, মুদ্রাকর ভাই-এর নিকট শিক্ষানবীশী করতে গিয়েছিলেন। তিনি সংবাদ পত্রে হাস্যকর বিষয়বস্তু লিখবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারপর অতি অল্প বয়সে সাফল্যের সঙ্গে মিসিসিপি নদীর কাণ্ডারীর শিক্ষা লাভ করেন। কাণ্ডারীর পক্ষে গভীর দক্ষতার প্রয়োজন ছিল কারণ মিসিসিপি নদীর গর্ভ ঘন ঘন পরিবর্তিত হোত।

টোয়েন তাঁর নদীর অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করেছেন 'লাইফ অন মিসিসিপি' পুস্তকটিতে। তাঁর আরও একটি 'রাফিং ইট্' নামে আত্মজীবনী সংক্রান্ত পুস্তকে, তিনি সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের নিভাডা রাজ্যের খনিজীবীদের শিবিরে তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলির কথা লিখেছেন। সেখানে ভাই-এর সঙ্গে যাবার পূর্বে গৃহযুদ্ধের সুরুতে তিনি, প্রটুভাবে সংগঠিত একটি সামরিক কোম্পানীতে অল্প দিনের জন্য কর্ম গ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণে 'ক্রীতদাস-মালিক'দের প্রতি মার্ক টোয়েনের কোন সহানুভূতি ছিল না।

রৌপ্য-প্রাপ্তির জন্য প্রখর অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও মার্ক টোয়েন অকৃতকার্য হন, কিন্তু সারাজীবন তিনি আমেরিকান-সুলভ অকস্মাৎ ধনপ্রাপ্তির স্বপ্ন দেখেছেন। সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা হিসাবে তিনি ক্যালিফোরনিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। হাওয়াই দ্বীপে গিয়েছিলেন, ও সেই সব দেশে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

মধুর-কণ্ঠ, হাস্যরসিক, নাটকীয় ভঙ্গিমাপূর্ণ সুপুরুষ মার্ক টোয়েনের কর্ম-জীবনে বক্তা হিসাবে প্রচুর চাহিদা ছিল।

'দি সেলিব্রেটেড্ জাম্পিং ফ্রগ্ অব ক্যালাভেরাস্ কাউন্টি' নামে হাস্যরসাত্মক আজগুবি গল্পটি লিখে পূর্বাঞ্চলে তিনি প্রচুর খ্যাতি

পেয়েছিলেন। এতে উৎসাহিত হয়ে তিনি ইউরোপ ও জেরুসালেম ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়লেন। ফলে 'ইনোসেন্ট এব্রড' (১৮৬৯) নামে পুস্তকটি অবিলম্বে সাফল্য লাভ করলো। পুস্তকটিতে মানবজাতির প্রতি উদার সহানুভূতি দেখা যায়। কিন্তু অবিশ্বাস কৌতুক এবং প্রায়ই জায়গায় গির্জাই হোক, কি রাষ্ট্রীয় বা প্রচলিত সংস্কৃতির কর্তৃপক্ষই হোক সমস্ত নিয়ম নিগড়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা একে চিহ্নিত করেছে।

আমেরিকান সমালোচকগণ মার্ক টোয়েনের যৌবনের প্রত্যন্তদেশীয় কৃষ্টি নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ তর্কবিতর্ক করেছেন। সেটি কি তার সহজাত সৃজনী শক্তিকে মুক্তি দিয়েছিল না তার প্রতিবন্ধক স্বরূপ ছিল? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁর রচনায় কতকগুলি ত্রুটি ছিল। দুটি কি তিনটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ভিন্ন তাঁর রচনার আঙ্গিক খুবই টলমলে ও ব্যঙ্গ রচনার প্রতি অনুরাগ সময়ে সময়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে গিয়ে ঠেকেছে। যখন তিনি প্রেম বা নারী চরিত্র আলোচনা করেছেন, তখন আমরা তাঁর জীবনের পিউরিটান পরিবেশের নিষেধাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই; তাছাড়া দেখি আমেরিকার তথাকথিত 'ভদ্রয়ানা' বা যৌন বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে মার্ক টোয়েন ছিলেন, অবাধ কল্পনা ও মানসিক শক্তির অধিকারী এবং অবিচার গোলামী ও কপতার বিরুদ্ধে তাঁর ছিল তীব্র ঘৃণা-বোধ। শৈশব কালে ক্রীতদাসদের দুঃখ দেখে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন।

তাঁর 'দা গিল্ডেড এজ' নামে উপন্যাসে গৃহযুদ্ধের পরবর্তীকালের পাপাচারের বিরুদ্ধে তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন। 'এ কনোটিকট কোর্ট ইয়াঙ্কি ইন্ কিং আর্থারস্ কোর্ট' গ্রন্থে সমাজতন্ত্রের অসাম্য ও আমেরিকা-বাসীদের শুধুমাত্র বাস্তব জগতের প্রগতির প্রতি অনুরাগকে তিনি সমালোচনা করেছেন। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে যখন স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমন করা হয়েছিল, তখন তিনি সেখানকার আমেরিকান নীতির বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী সমালোচনা করেছিলেন। এঁর রচিত 'টম সোয়ার' উপন্যাসটি জগৎ সাহিত্যে বালকদের জন্য একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

যাঁর রচনা মার্কটোয়েন পাঠ করেছিলেন, সেই জোনাথান এড্ওয়ার্ডসের সমস্ত জীবন ধরে তিনি নিমিত্তবাদ ও নৈতিক দায়িত্ববোধের একটা সমন্বয়

ঘটাবার প্রচেষ্টা করে লিখেছেন। 'হ্যাকেলবেরী ফিন্' একটি কিশোরের অভিযানের গল্প, কিন্তু সেই সঙ্গে সেইটি একজনের বিবেক, বিশ্বস্ততার কাহিনীও বটে। এই উপন্যাসটির মাধুর্য অনুবাদের মধ্যে সর্বদা পাওয়া যায় না। তার কারণ এই অনুভূতিটা অনেকখানি নির্ভর করছে নিগ্রো ও অন্যান্য স্থানীয় বাচনগুলি ব্যবহারের উপর ও আমেরিকার ভাষার বৈশিষ্ট্যমূলক প্রকাশভঙ্গির উপর, যার দ্বারা একটি অশিক্ষিত কিশোর তার নবলব্ধ উপলব্ধি ব্যক্ত করেছে। এ ভিন্ন উপন্যাসটি হোল কাব্যধর্মী এবং মিসিসিপি নদীটিকে যেন একটি অতিপ্রাকৃতিক বস্তু অথবা রহস্যময় পৌরাণিক-গুণসম্পন্ন রূপে রচিত করেছে।

'ফেনিমোর কুপারস্ লিটারারি অফেন্স' নামক একটি হাস্যোদ্রেককারী প্রবন্ধে তিনি 'দ্য লাস্ট অব দা মহিকানস্ (১৮২৬)' উপন্যাসের বিখ্যাত গ্রন্থকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন, কারণ তাঁর রচিত চরিত্রগুলি আমেরিকান জাতিকে স্মরণ না করিয়ে ইংরাজ জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তার প্রত্যন্তদেশের বিবরণী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হয়নি। একথা সত্য যে কুপার স্যার ওয়াল্টার স্কটের বহু রোমান্টিক উদ্ভাবনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু এঁর রচিত 'লেদার স্টকিং টেলস্' এ আমেরিকানদের প্রত্যন্তদেশের বৃক্ষহীন প্রচণ্ড তৃণভূমিতে বৈশিষ্টমূলক অভিযান ও সমুদ্রের গল্পগুলি। পুরুষানুক্রমে পৃথিবীর পাঠকদের কল্পনাশক্তিকে গভীর ভাবে আন্দোলিত করে এসেছে। এঁর কল্পিত শিকারী, পথনির্ণয়কারী, রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধরত ঘটনাটি বাম্পুকে প্রত্যন্তদেশে দুর্জয় সাহসিকতার একটি মূর্তরূপ বলা চলে।

ম্যাসাচুসেটসের প্রবন্ধকার রাল্ফ ওয়াল্ডো এমারসন্ ও তাঁর শিষ্য নিউ-ইয়র্কের কবি ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের লেখায় গভীর দার্শনিকতাপূর্ণ একটি নিজস্ব ভঙ্গিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের মধ্যেই আশাবাদ গভীর কল্পনাপ্রবণ সহানুভূতি ও প্রাচীন স্বদেশীযুগের প্রচলিত প্রথাবিরোধী মনোভাব দেখা যায়। গৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী 'স্বর্ণযুগে' এঁদের সাহিত্যিক মনন গড়ে উঠেছিল।

মার্ক টোয়েনের মত এমারসনও বক্তা ছিলেন। তাঁর লেখাগুলি সবই যেন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে মনে হয়। ফ্রাঙ্কলিনের মত

ইনিও আত্মার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দিয়ে, আমেরিকাবাসীর উপদেশ দেবার উদ্দেশ্যে শ্লেষাত্মক বাক্য রচনা করতেন। "যিনি মানুষের মত মানুষ তিনি কোনমতেই প্রচলিত গির্জাকে মেনে চলেন না" "একটি নির্বোধ অটলতাকে ক্ষুদ্র মানসের দুঃস্বপ্ন বলা চলে" "যদি কোন ব্যক্তি তার সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বাধাহীনভাবে গ্রথিত করতে পারে তবে বিরাট পৃথিবী তার অনুকূল হবে" "মহত্ত্বকে লোকে ভুল বোঝে" "প্রত্যেকটি লোকের শিক্ষার জন্য এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে"।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের 'লিভস্ অব গ্রাস্' (দূর্বাপাতা) প্রথম প্রকাশিত হবার পর, তিরিশ বৎসর পর্যন্ত তাকে ক্রমাগত নূতন করে লেখা হয়েছে ও বাড়ানো হয়েছে। প্রসারমান আমেরিকান গণতন্ত্রের কবি হবার ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি সুরু করেছিলেন। তিনি কবিতায় যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্টাইল উদ্ভাবন করেছিলেন—সেটি তাঁর একান্তই নিজস্ব। সেই গদ্য কবিতাগুলিকে তিনি আমেরিকান দেশগুলির নাম, ঘটনা ও জীবন যাত্রার অতি তুচ্ছ বিস্তৃত বিবরণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন; এবং তাছাড়াও ভরে দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত ও নৈতিক চিন্তাধারায়। "আদর্শ নমুনা অগ্রাহ্য করে ও আইনের বিশুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে "তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে 'একটি ব্যক্তিকে অর্থাৎ একটি মানুষকে (উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার যে স্বয়ং-আমি তাকে) বাধাহীন ভাবে সম্পূর্ণরূপে ও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে যাবো"।

এ যুগের অন্যান্য লেখকদের রচনায় পিউরিটানসুলভ অপরাধ বোধ এবং ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয়তার অনুভূতি তখন পর্যন্ত অত্যন্ত প্রবল ছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'স্কারলেট লেটার' এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'দা হাউস্ অব সেভেন্ গেবল্‌স্' বই দুটিতে নাথানিয়েল হথর্ন ধর্ম ও নৈতিক অভিজ্ঞতাগুলিকে যেগুলি একান্তই আমেরিকার বৈশিষ্ট্যসূচক, কল্পনার দ্বারা মূর্ত করেছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁর বন্ধু হারম্যান মেলভিল রচিত 'মবি ডিক' নামে উপন্যাসটি উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ। নিউ ইয়র্কের মার্জিত পরিবার-ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মেলভিল সামান্য নাবিক হয়ে পৃথিবীর দূরপ্রান্তে দুঃসাহসিক অভিযানে যেতেন। 'মবিডিক' যদিও একটি উত্তেজনাপূর্ণ তিমিশিকারের বর্ণনা, কিন্তু তাছাড়াও বলা চলে যে এটি একটি পৈশাচিক আবেগ। মানুষের

মধ্যে ভ্রাতৃভাব এবং পাপ থেকে পুনরুদ্ধারের কাহিনীও বটে। উপন্যাসটি একাধারে অতীত বাস্তবতাপূর্ণ ও উচ্চাঙ্গের রূপক বর্ণনাপূর্ণ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকা ও পশ্চিম-য়ুরোপের মতো শিল্পবিপ্লব প্রসূত বস্তুতান্ত্রিকতা গ্রহণ করেছিল কিন্তু তবুও বর্তমান যুগের তিনটি লেখকের মধ্যে দেখা যায় সক্ষম বুদ্ধিবাদ নৈতিক জটিলতা ও সংযমী শিল্প। তাছাড়াও এঁরা আমেরিকার-সাংস্কৃতিক প্রথার দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

এঁরা তিনজন ছিলেন কবি এমিলি ডিকিনসন্, ঐতিহাসিক হেন্‌রি-এডামস্ ও ঔপন্যাসিক ও সমালোচক হেন্‌রি জেমস্। যদিও এমিলি ডিকিনসন ছিলেন নির্জনবাসী নারী, যিনি নিউ ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র কলেজ-শহরে বাস করতেন তা সত্বেও তাঁর রচনার বুদ্ধি ও ভাবধারার নির্ভিকতার তুলনা মেলে শুধু ইংরেজ দার্শনিক কবিদের মধ্যে। ইনি ছিলেন অনেক পুরুষানুক্রমে পিউরিটান-বংশ-জাতা। 'দা এডুকেশন অব হেন্‌রি এডামস্' একটি অসাধারণ ও দুরূহ পুস্তক। এরি ভিতরে গ্রন্থকারের নিরাশাবাদ ও ব্যক্তিগত সমাজ বিচ্ছিন্নতা ফুটে উঠেছে। এডামস্ ছিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতিদের পৌত্র ও প্রপৌত্র। এঁর আত্মজীবনীকে আমেরিকার ও মোটামুটি বর্তমান-জগতের অন্তর্ভেদী ও নির্ভীক মৌলিক সমালোচনা বলা চলে। হেন্‌রি জেমস্ সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপন্যাস-রচনাকে একটি জটিল ও সচেতন শিল্পদক্ষতায় পর্যবসিত করেছিলেন। জেমস্ তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় য়ুরোপে অতিবাহিত করেছিলেন এবং আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তুটির প্রতি অর্থাৎ অভিজ্ঞতার সঙ্গে য়ুরোপের অভিজ্ঞতার কি সম্পর্ক, এর প্রতি তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পর যে সামাজিক উপন্যাসের বন্যা প্রবাহিত হোল তার উপর বাল্‌জাক ও জোলার মত বাস্তববাদী ও প্রগতিবাদীদের প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। উৎকৃষ্ট লেখকদের সংখ্যা এত বেশী যে তাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিশেষ পরিচিত। এই সাহিত্য আন্দোলনের গোড়ার দিকে, লেখকদের মধ্যে ছিলেন জ্যাক লণ্ডন, ফ্র্যাঙ্ক নোরিস্, স্টিফেন ক্রেন, আপ্টান সিনক্লেয়ার, থিওডোর ড্রেসয়ার, সেরউড্ এণ্ডারসন, সিন্‌ক্লেয়ার লুইস্ এবং অপেক্ষাকৃত

পরবর্তী যুগের বলা যায় জেমস্ টি ফ্যারেল, জন ষ্টাইনবেক, জন দোস পাসোস, সল বেলো, রবার্টপেন ওয়ারেন এবং অবশ্যই, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে ও উইলিয়াম ফক্‌নার। লুইস্, হেমিংওয়ে ও ফক্‌নার নোবেল পুরস্কার পান। এই সমস্ত ঔপন্যাসিকদের একত্রে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এঁদের ভিতরে বর্তমান-যুগের পশ্চিমী শ্রমশিল্প প্রসূত আত্মিক অধোগতি ও মনুষ্যজনোবিতগুণ বর্জনের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা ফুটেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অন্য দেশের গল্পসাহিত্যের উপর এঁরা প্রভাব বিস্তার করেন।

আমাদের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা নাট্যকার ইউজিন ও'নিলও নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক ছিলেন। তিনি ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে মারা যান। এঁর নাটক-গুলি সামাজিক সমস্যা অপেক্ষা ব্যক্তিগত অসিত্বের দুর্বোধ্য ও জটিল দিক্ নিয়েই অধিক ব্যাপৃত। গ্রীক্ ট্র্যাজেডির অনুকরণে আমেরিকান অভিজ্ঞতাগুলিকে এই নাটকগুলির মধ্যে বর্ণনা করেছেন। টেনেসি উইলিয়াম ও আর্থার মিলার উভয়েই প্রচুর রঙ্গমঞ্চোপযোগী, কল্পনাদীপ্ত নাটক রচনা করেছেন। তার মধ্যেও যে জীবন-দর্শন ব্যক্ত হয়েছে সেও প্রায় তেমনি বিষাদ গম্ভীর।

আত্মজীবনীর উচ্ছলতায়,এই যুগের উপন্যাসের ধারার ব্যতিক্রম দেখা যায় টমাস উল্‌ফের গ্রন্থে। উইলা ক্যাথার আঞ্চলিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কাব্যময় রচনা করেছিলেন। তিনি বিদেশে, আমেরিকার বাইরে তাঁর উপযুক্ত খ্যাতি পাননি। 'আওয়ার টাউন'-এর গ্রন্থকার থর্নটন ওয়াইল্ড রচনার বৈচিত্র্যের জন্য আন্তর্জাতিক প্রশংসা লাভ করেন। স্কট্ ফিট্‌জেরাল্ডের 'দা গ্রেট গ্যাট্‌সবি' বইটি যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কারণ এর মধ্যে লেখক ১৯২০ খৃষ্টাব্দ 'জ্যাজ্-যুগ' যাকে আমেরিকার সাহিত্য ও সামাজিক প্রগতির কঠিন পরীক্ষামূলক সময় বলা হয়—তার একটা ভাবপ্রবণ দুঃখপূর্ণ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রধান সামাজিক বাস্তববাদীদের বিরুদ্ধে—একটি তরুণ লেখকের দল যার মধ্যে অনেক দক্ষিণীও ছিলেন, অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলির কাব্যিক অভিব্যক্তি দিয়েছেন বিশেষ করে নিঃসঙ্গতাকে ও প্রেমের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির প্রয়োজনকে। এদের মধ্যে আছেন ক্যাথারিন, এন্ পোর্টার, ইউডোরা ওয়েল্‌টি, কারসন্ ম্যাকুলারস্, ট্রুম্যান কাপোট ও জেড়ি, সালিঙ্গার।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে আধুনিক আমেরিকান লেখকদের মধ্যে বিদেশে সর্বাধিক খ্যাতনামা। এঁর সরলতা, ভাবপ্রবণতা 'কষ্টসহিষ্ণুতা' ও রস-গ্রাহীতার জন্য এঁকে বিশেষভাবে আমেরিকান বলে মনে হয়। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উইলিয়ম ফক্‌নারের প্রতিই অত্যধিক অনুরাগ দেখা যায়। এর সঙ্গে পূর্ববর্তী লেখক মেলভিল ও হথর্নের সঙ্গে প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। এঁর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হোল নৈতিক, যাদের তিনি রূপক ও প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেই একই সঙ্গে তিনি মিসিসিপি নদীর ধারে একটি কাল্পনিক দেশে শ্বেতকায়রা যখন প্রথম এসেছিলেন তার ইতিহাসকে নূতন করে সৃষ্টি করেছিলেন। এঁর পর পর উপন্যাসগুলিতে একই পরিবারভুক্ত লোকেরা নিগ্রো ও শ্বেতকায়রা, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা নূতন জটিল সম্পর্কে পূর্ণপ্রবেশ করেছে। অনেক ঘটনা প্রবাহ এত তীব্র আবেগপূর্ণ যে প্রায় নাটকীয় হয়ে উঠেছে। ফক্‌নারের লেখাগুলি অত্যন্ত দুর্বোধ্য কারণ তিনি নূতন নূতন রচনাশৈলী নিয়ে বার বার পরীক্ষা করেছেন।

ফক্‌নারের লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হৃদয়গ্রাহী হবার কারণ রচনাগুলিকে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায় ও এর ব্যাখ্যাকারীদেরও অনেক মূল্যবান সুযোগ মেলে। এদিক দিয়ে ব্যাখ্যাকারীদের কাছে মেলভিলের 'মবিডিক' হেন্‌রি জেমসের উপন্যাস ও টি. এস. ইলিয়ট ও এজরা পাউণ্ড-এর কবিতা অধিকতর মূল্যবান। কখনো কখনো এই সময়কে আমেরিকান সাহিত্যের 'ক্রিটিসিস্‌মের যুগ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ত্রিশ কি চল্লিশটি শিক্ষা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক পত্রিকা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাকারী সমালোচনায় নিরত থাকে। রীতিগত পাণ্ডিত্যের উপর এটি একটি সংযোজনা। এ ধরনের সমালোচনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারণ এতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয় ভাষা, কল্পনা, প্রতীক ও আঙ্গিকের সম্বন্ধের উপর। তাছাড়া সামাজিক বিষয়বস্তুও আলোচিত হয় এবং মনঃসমীক্ষণ থেকে অনেক অন্তর্দৃষ্টিও গ্রহণ করা হয়।

অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিরা,—টি. এস্. ইলিয়ট, এজরা পাউণ্ড ও ওয়ালেস-স্টিভেন, এর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ও তাঁদের অনুকরণও করে থাকেন। ডব্লু. বি. ইয়েট্‌স্ ও ডাইলন্ টমাসও প্রচণ্ড প্রভাবশালী। ফলে বলা যায় কবিতাঃ রচনা গঠনের দিক্ দিয়ে নাট্‌কীয় বা বর্ণনাকারী না হয়ে সঙ্গীতধর্মী হয়েছে

ও উপলব্ধির দিকে হয়েছে অস্পষ্ট, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও দুর্বোধ্য। কার্ল স্যাণ্ডবার্গ বা ভ্যাচেল লিণ্ডসের মত কবিরা অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় স্টাইলে আমেরিকার বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয়বস্তুর সুযোগ নিয়েছেন। এই দুই দলের মধ্যে বিরাজ করছেন রবার্ট ফ্রস্ট যিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও জন সাধারণ উভয়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। ইনি হয়ত বিংশ শতাব্দীর সেই কবি আমেরিকার বিশিষ্ট ভাব স্টাইল ও রসবোধকে উপলব্ধি করতে হলে যার রচনা সর্বপ্রথম পড়া প্রয়োজন। আরো দুটি কবি যারা সসম্মানে সাফল্যের সঙ্গে আমেরিকান বাচনভঙ্গি ও বিষয়বস্তু প্রয়োগ করেছেন তাঁরা হলেন ই. ই. কামিংস ও উলিয়াম কারলস উইলিয়ামস্।

কোন্ কোন্ দিক্ দিয়ে স্বদেশের প্রতি আমেরিকাবাসীর যে সুনিশ্চিত আবেগ কাল্পনিক সাহিত্যের চেয়ে তার অধিক পরিচয় পাওয়া যায় জীবনী ও ইতিহাসের মধ্যে। এখানেও আবার এতটা অল্প পরিসরে তার সমালোচনা করা অসম্ভব। আব্রাহাম লিঙ্কনের সম্বন্ধে আক্ষরিক অর্থে সহস্রাধিক গ্রন্থ আছে এর মধ্যে ছয়খণ্ডে কবি কার্ল স্যাণ্ডবর্গ রচিত জীবনীটি সর্বাধিক জনপ্রিয়। ওয়াশিংটন, ফ্র্যাঙ্কলিন ও জেফারসন-এর মতো যাঁরা প্রাচীন কালের জাতির স্থপতি ও জনক তাঁদের সম্বন্ধে নব নব গ্রন্থ রোজই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশকরা গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের জন্য সাধারণের চাহিদার কোন সীমা খুঁজে পান্ না। অতি সমৃদ্ধিশালী আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সাহিত্যেরও প্রচলন আছে। যার অনেক খানি চিত্রে সুশোভিত থাকে। যে কোন বই-এর দোকান দেখলে উপলব্ধি করা যায় যে আমেরিকানরা প্রাচীন ধারার মূল্য সম্পর্কে—বিশেষ করে নিজেদের দেশে তার মুল্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন।

পুরোদস্তুর বই-এর দোকান গ্রামাঞ্চলে বিরল। পুরোদস্তুর শুধু বই-এর দোকানেই অতি উচ্চদরের মূল্যবান আন্তর্জাতিক সাহিত্য মেলে তা নয়। ওষুধের দোকান বা রেলস্টেশনের দোকান যেখানে কাগজের বই কাগজের মলাট দেওয়া গ্রন্থগুলি যে বিক্রি ও পঠিত হয় সেটা খুবই স্পষ্ট। এই সব বইগুলি ব্যবসাদার প্রকাশকরা প্রকাশ করে থাকেন এবং লাভ করবার জন্য এক এক সংস্করণে লক্ষাধিক কপি ছাপতে হয়। নূতন গ্রন্থ সব সময়েই ক্রমাগত প্রকাশিত হচ্ছে। আধুনিক একটি ক্যাটালগে দেখা যায় যে এই ধরনের ৫৪০০ বিভিন্ন প্রকারের অপেক্ষাকৃত ভাল বই প্রকাশিত হয়েছে।

রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলি এর অন্তর্ভুক্ত হয়। তালিকার মধ্যে রয়েছে সমস্ত ক্লাসিক রচনাবলী ও তাছাড়া রয়েছে পূর্বদেশীয় ধর্মগ্রন্থ ও উচ্চ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী।

দর্শনশাস্ত্র—বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছিলেন যে আমেরিকাবাসীরা কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন করে 'সে কি করতে পারে?' বিমূর্ত ধারণা সম্বন্ধেও আমেরিকান দার্শনিকরা একই প্রশ্ন করে থাকেন। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় থেকে প্রধান দর্শনশাস্ত্রধারা বাস্তবধর্মী। অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সেই ধারণাগুলি পাওয়া যায় আমাদের কর্মশক্তিকে চালনা করে ও কর্মের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করে। ধারণার বিচার করা যায় তার ফলাফলের মধ্যে। বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। জীবনের চূড়ান্ত মুল্য নৈতিক অথবা সামাজিক।

আমেরিকার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্ (১৮৪২-১৯১০) রচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে বিভিন্নরূপে পরিচয় দিয়েছেন কখনো 'বাস্তব ধর্মে আস্থাবান' কখনো 'বহুত বাদী' কখনো 'অভিজ্ঞতাই সকল জ্ঞানের উৎস' 'এই মতবাদে বিশ্বাসী'। অনেক মনে করেন যে জেমস্ যিনি উপন্যাসিক হেন্‌রি জেমস্-এর ভাই তাঁকে দার্শনিক অপেক্ষা মনস্তত্ত্ববিদ্ বলাই শ্রেয়। এঁর 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব সাইকলজি' নামে বইটির বিখ্যাত অধ্যায়গুলিতে তিনি সচেতন মানসের ধারা ও অন্তর্নিহিত আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে লিখেছেন। জেমস্ স্বীকার করেছেন যে এই আত্মার রূপ বহু। এর বহুমুখী ও প্রায় পরস্পর বিরোধী উপাদানগুলির সাময়িক মিল দ্বারা প্রায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আত্মা পরিচালিত হচ্ছে। যাইহোক পিউরাটনদের বংশধর হিসাবেও ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা ও সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। 'দা উইল টু বিলিভ' নামে প্রবন্ধটি এ র বিখ্যাত প্রবন্ধগুলির অন্যতম।

জেমসের দার্শনিক মতামত ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে ও কর্তৃত্বের যুক্তিহীন বদ্ধমুল ধারণার বিরোধী। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তিনি মনে করতেন যেন কতগুলি বন্ধনহীন প্রক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র প্রতিক্রিয়াগুলিকে একটি মাত্র শাস্ত্রে (পদ্ধতিতে) ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। 'দা ভেরাইটিজ অব রিলিজিয়াস্ এক্সপিরিয়েন্স' বইটিতে তিনি ধর্ম অভিজ্ঞতার পশ্চাতে সে ব্রহ্ম-বিদ্যাগত সত্য আছে তার চেয়েও তার পরিধি ও প্রকৃতির প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়েছেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিবিশেষের জন্য জেম্‌সের দার্শনিক মতবাদ ছিল— উন্মুক্ত পথ, বিস্তারিত সীমানা ও নবসৃষ্টির স্বর্ণ সুযোগ। জর্জ সন্তায়ন 'ক্যারাক্টার এণ্ড ওপিনিওন ইন্ দ্য ইউনাইটেড স্টেট্স্' বইটিতে জেমস্‌কে অনুরাগের সঙ্গে বিশ্লেষণও করেছেন, আবার সমালোচনাও করেছেন। তিনি জেমস্‌কে ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

জন ডিয়ুই (১৮৫৯-১৯৫২) ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত মতামতে জেমসের অনুগমন করেছিলেন। ধ্যান ধারণাগুলির যে একটি সামাজিক দিক্ আছে, বিশেষত শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে, সে বিষয়ে তিনি জেমস্ অপেক্ষা অধিক মনোযোগী ছিলেন। পরিবর্তনশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে এই মতবাদ সহজগ্রাহ্য ছিল। ডিয়ুইর প্রথমদিকের রচিত একটি বই এর নাম—'দা ইনফ্লুয়েন্স্ অব ডারউইন অন্ ফিলোসফি'। মানুষের বুদ্ধির ক্রমবিকাশকে তিনি বলছেন যেন একটি যন্ত্র যার দ্বারা মানুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না হয় তার উর্ধ্বে উঠতে পারে। এঁর পরবর্তী লেখাগুলির মধ্যে 'ডেমোক্র্যাসি এণ্ড এডুকেশন' (১৯১৬) 'রেকন-স্ট্রাক্‌শন ইন্ ফিলসফি' (১৯২০) 'আর্ট এজ এক্সপিরিয়েন্স' (১৯২৫) ও 'লজিক: দা থিওরি অব এন্‌কোয়ারী' (১৯৩৮) নামে গ্রন্থগুলি আছে। ডিয়ুইকে অনেক সময়ে যন্ত্রতত্ত্ববাদী বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি অধিবিদ্যার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, যেখানে অধিবিদ্যাকে মনে হোত শুধু বাক্যলীলা কিম্বা যেখানে এই অবাস্তব শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে শুধু নিজস্ব কারণে। সামাজিক প্রক্রিয়ার সক্রিয় উপাদান হিসাবেই ভাবধারার আলোচনার সার্থকতা আছে ডিয়ুইর প্রবর্তিত শিক্ষায় জ্ঞানঅর্জন করার অর্থ হোল সামাজিক পরিস্থিতিকে স্বায়ত্তাধীনে আনা ও কার্যকরীভাবে তাকে চর্চা করা। শুধু আমেরিকার নয় বিদেশেরও শিক্ষা-পদ্ধতির উপর এর তত্ত্বগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। এই মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি 'আমেরিকার শিক্ষা' নামে অধ্যায়টিতে আলোচিত হবে।

যদিও ডিয়ুই ও জেমস্ আমেরিকার দুই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তবুও অন্যদের প্রভাব ও প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। স্প্যানীশ জর্জ সান্তায়ন বালকাবস্থায় আমেরিকায় আসেন ও বহুকাল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পান। ইংলণ্ডবাসী আলফ্রেড্ নর্থ হোয়াইট হেড্ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে

শিক্ষক ছিলেন, এবং তাঁর শেষ জীবনের কয়েকটি ফলপ্রদ দিন যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়ে ছিলেন। এঁদের গ্রন্থগুলি নিজেদের দেশ অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রেই অধিক পরিমাণে পঠিত হয়।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শব্দার্থ বিদ্যা, প্রতীকমূলক ন্যায়শাস্ত্র এবং অব্যবহারিক বিজ্ঞান ও গভীর প্রজ্ঞেয় মনোতত্ত্বের সঙ্গে শাস্ত্রের সম্বন্ধের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যায়। এই প্রকার বিশ্লেষণকারী প্রচেষ্টা সাহিত্যিক সমালোচনার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

ভিয়েনিস্ সমাজের অন্যতম নেতা রুডল্ফ্ কারনাপ যিনি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের পর থেকে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকতা করছিলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে নৈয়ায়িক দৃষ্টবাদ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। আমেরিকার অপেক্ষাকৃত তরুণ দার্শনিকরা, জেম্‌সের বাস্তবধর্মী জীবন-ব্যাখ্যা ও ডিয়ুই ন্যায়শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধায় শিক্ষিত হয়েছিলেন, সেইজন্য তাঁদের পক্ষে কারনাপের দর্শনশাস্ত্র ও পদার্থ-বিদ্যাগত বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাবার প্রয়াসে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। কারনাপ ও ইংরেজ সমালোচক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ আই. এ. রিচার্ড হার্ভার্ডে শিক্ষক ছিলেন—উভয়ের প্ররোচনায় শব্দার্থবিদ্যার প্রাতি অনুরাগ অধিকতর উদ্দীপ্ত হয়েছিল। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও জী ইমূর-এর রচনাবলী থেকে যে বিশ্লেষণকারী দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে— ইংরেজজাতির সঙ্গে আমেরিকাবাসীরাও তার অংশ গ্রহণ করেছে। এই ধরনের নৈয়ায়িক ও বিশ্লেষণকারী প্রবণতার জন্য। বর্তমানে আমেরিকান প্রয়োগবাদকে ঋজুতর করে তুলছে।

যদিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা সম্পূর্ণভাবে প্রপঞ্চবাদের উপর আলোচনা করে থাকে, তবুও হুসার্‌ল্ ও হাইডেগার-এর মত অভিজ্ঞতাবাদী জার্মান দার্শনিকরা যুক্তরাষ্ট্রের ব্রহ্মবাদীদের মনঃসমীক্ষকদের এবং সাহিত্যিকদের ওপরই অধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন, পেশাদার দার্শনিকদের ওপরে এদের প্রভাব বেশী নয়।

স্থাপত্য বিদ্যা—আমেরিকার স্থাপত্যশিল্পের যে গুণটি চাইতে না চাইতেই চোখে পড়ে, সেটি হচ্ছে এর বৈচিত্র্য। আমেরিকাবাসীরা প্রত্যেকটি য়ুরোপীয় স্টাইলকে এমনকি কয়েকটি এশিয়াদেশীয় স্টাইলকেও পুনর্গঠিত করে নিয়েছেন কিম্বা তাদের গ্রহণ করেছেন। আমেরিকাবাসী

গ্রীক্ মন্দির, মধ্যযুগের দুর্গ ও রেনেসাঁস যুগের ফরাসী প্রাসাদও তৈরী করেছেন। একই রাস্তার উপর সাধারণ লোকের বিচিত্র ধরনের গৃহ পর পর তৈরী করা হয়েছে। স্থাপত্যশিল্পের মেটালিকত্ব পরিলক্ষিত হয় দেশজ জিনিসের শোভন ব্যবহারে, বিখ্যাত স্কাইক্রেপারের নির্মাণ কাজে ও আধুনিক কারখানাগুলির, অফিস গৃহের সরল ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যে এবং সৌন্দর্যে।

প্রাচীন বসতকারীরা আমেরিকার অব্যবহৃত জঙ্গল থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঠ পেতেন। যেহেতু ক্ষেতে বীজ বপন করবার আগেই বৃক্ষগুলি নির্মূল করতে হোতো। সেইজন্য গৃহ-নির্মাণ ব্যাপারটি কাঠের দ্বারাই সম্পন্ন হোত। যদিও বর্তমানে কাঠের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক, তবুও ছোট ছোট গৃহগুলি কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয়ে থাকে। ব্যবসাদারী গৃহনির্মাণকারীরা একটি একখণ্ড জমি কিনে সেখানে জনপ্রিয় স্টাইল অনুযায়ী অসংখ্য সম্পূর্ণ এক ধরনের গৃহ কাঠ দিয়ে নির্মাণ করেন।

শুষ্ক ও উত্তপ্ত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্প্যানীয়রা হয় নরম শ্বেতপাথর কিংবা গৃহে নির্মিত শুষ্ক আস্তর আচ্ছাদিত সুন্দর ইঁটের দ্বারা গৃহ নির্মাণ করে। এদের গৃহগুলিতে অঙ্গন আছে, কারুকার্য করা কাঠ নির্মিত থাম ও ছাদের কড়িকাঠ আছে। এই স্টাইলটি ক্যালিফোর্নিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম ও ফ্লোরিডার কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ উপনিবেশগুলি যখন সমৃদ্ধিশালী হতে সুরু করলো তখন সরকারী ও প্রতিষ্ঠান গৃহগুলি ক্রমে বৃহত্তর ও শোভনতর হতে লাগলো। নির্মাতারা ব্রিটিশ জর্জিয়ান স্টাইল থেকে অভিযোজনগুলি কাঠ, লালইট ও দেশজ পাথরের উপর চালনা করে দিলেন। অনেক যত্ন ও রুচি সহকারে এঁরা গৃহের মধ্যস্থিত প্রবেশদ্বারটি আর তার উপরকার বৃহত্তর জানালাটিকে তৈরী করে থাকেন। গির্জার ক্রমসূক্ষ্ম চূড়াগুলি দিনে দিনে উচ্চতর হচ্ছে। নিউ ইংলণ্ডের কাষ্ঠ-নির্মিত সাদা গির্জাগুলি বিশেষভাবে সর্বজন প্রশংসিত এই স্থাপত্য শিল্প কোনরূপ অঙ্কনকারী চিত্রকলায় শোভিত নয় কাষ্ঠ দ্বারা নির্মাণ কৌশলের উপায়ই এর সৌন্দর্য নির্ভর করে।

রেপাব্লিক যুগের সুরুতে স্থাপত্যবিদ্যা ও রাজনীতি উভয়ই ছিল রোমান। ফরাসীদেশের নাইমস্র-এ অবস্থিত ও সীসারের আদেশে 'মেই সেঁ৷ কারেএ' নামে মন্দিরটি পরিদর্শন করে টমাস জেফারসন তার প্রেমে পড়ে যান। এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ভার্জিনিয়া প্রদেশের আইনসভা-গৃহে।

ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং জেফারসনের স্বগৃহ 'মন্টিচেলো'তে। সব প্রদেশেই কাঠ বা পাথর নির্মিত সরকারী বা প্রতিজনিক অট্টালিকাগুলিতে ক্ল্যাসিকাল যুগের 'পোর্টিকো' ও গ্রীক-নক্শা অঙ্কনের পূর্ণপ্রবর্তন দেখা যায়। ক্যাপিটোল শহর ওয়াশিংটনে রোমান স্টাইলটি বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। জনৈক ফরাসী অঙ্কিত নক্শা অনুযায়ী তৈরী শহরটি ভার্সাই-এর চমৎকার পরিপ্রেক্ষিতটি মনে আনে।

শতাব্দীর অবশিষ্টাংশে স্থাপত্যবিদ্যা শুধুমাত্র ক্ল্যাসিকাল স্টাইলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। গথিক, রোমানেস্ক্ ও রেনেসাঁস স্টাইলগুলি বহুপ্রকারের অনুপযোগী বস্তুর উপর বা অনুপযোগী উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এর জন্য কোন অপেক্ষাকৃত পুরাতন আমেরিকান শহরের মধ্য দিয়ে মোটর গাড়িতে ভ্রমণ করলে একটি প্রাণবন্ত স্থাপত্যের স্বাদ মেলে।

স্কাইস্ক্রোপারগুলির মধ্যে, আমেরিকার স্থাপত্যবিদ্যার মৌলিকত্য প্রকাশ পেয়েছে। এই ধরনের অট্টালিকার প্রবর্তনের কারণ হ'ল জনকীর্ণ শহরের জমির উচ্চমূল্য, এলিভেটর ও গঠন কার্য্যে ইস্পাত ও লোহার অধিকতর উন্নতি। লুই হেন্‌রি স্লেভান ছিলেন সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞ; ইনি ইস্পাত ও লোহার দ্বারা গঠন কার্য্যের স্বাধীনতার মধ্যে তাঁর সৌন্দর্য্য বোধকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এর শিষ্য ফ্র্যাঙ্ক লয়েডরাইট ছিলেন অধিকতর কল্পনা শক্তি সম্পন্ন। উভয়েই যুক্তরাষ্ট্রের অতি দ্রুত উন্নতিশীল শিকাগো শহরে কাজ করতেন।

ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট্ ছিলেন এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতিদের মধ্যে একজন যিনি আমেরিকার অনেক শহরের বিশৃঙ্খল সমাবেশ ও কুদৃশ্যের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। ষাট বৎসর ব্যাপী সময় কালে তিনি নানা প্রকারের দুঃসাহসিক পরীক্ষায় রত ছিলেন। প্রত্যেকটি প্রয়োগ তার কাছে একটি নূতন ধরনের সৃষ্টি করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে মনে হোত যেখানে তাকে সমন্বয় ঘটাতে হোত অট্টালিকার ক্রিয়ামূলক উদ্দেশ্যের, মাল মশলার বাহ্যিক অবস্থিতির, আরোপকারীদের রুচিবোধ ও ব্যক্তিত্বের এবং সেই অঞ্চলে নির্ম্মাণ কার্য্য হচ্ছে সেই অঞ্চলের প্রচলিত প্রথার।

বর্ত্তমান যুগে, রাইটের ও ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস, এরো সারিয়েন, লুড্‌উইগ মিয়েস্ ভ্যান ডার রোহে এর মত ইউরোপজাতি বিশেষজ্ঞদের নির্দেশে

আমেরিকার স্থাপত্যশিল্পে রোমাঞ্চকর প্রগতি দেখা দিয়েছে। কয়েকটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক কাজ হয়েছে কারখানা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তৈরী অট্টালিকাগুলিতে। উদাহরণ স্বরূপ, নিউ ইয়র্ক শহরের সীগ্রাম ও লেভারের বিরাট জাজ্বল্যমান, কাঁচ আবৃত বাহ্যিক গঠন, সমকোণী চতুর্ভুজ অট্টালিকাগুলির কথা বলা যায়।

ব্যক্তি বিশেষের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য নূতন আকার ও জিনিসপত্র কল্পনার দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু সময়ে সময়ে বিরাট ভূসম্পত্তি উন্নতির জন্য ছোট ছোট সস্তাদরের কাঠের সারিবন্দী বাসগৃহের একঘেয়েমিতে-শোভন প্রতিক্রিয়াটি বিনষ্ট হয়ে যায়।

চিত্রকলা—আমেরিকার বহুসংখ্যক ঔপনিবেশিক নিম্নশ্রেণী ও প্রটেষ্টান্ট বংশ-জাত বলে, চারুকলার প্রগতি ছিল অতি ধীর। গির্জার যাজকরা "খোদাই করা মূর্তির" বিরুদ্ধে ওল্ড টেষ্টামেণ্টর আদেশ অমান্য করতেন না। গির্জাগুলি যদিও সাধারণতঃ কোনো মূর্তি বা চিত্রাঙ্কন দ্বারা শোভিত হোত না তবুও তাদের অন্য ধরনের সৌন্দর্য ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কয়েকটি ধনী ব্যবসাদার ব্রিটিশ জর্জিয়ান স্টাইলে বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাঁরা চাইলেন যে ব্রিটিশ প্রতিকৃতি অঙ্কন নমুনায় তাঁদের নিজেদের ও তাঁদের পরিবারস্থ সকলের প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হোক। একটি দেশজ সমধর্ম শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্ভব হোল, এঁদের নেতা বেঞ্জামিন ওয়েস্ট ও জন সিঙ্গলটন্, য়ুরোপে এবং আমেরিকাতে বিশারদ্ বলে স্বীকৃত হন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, রোমান্টিক যুগে আমেরিকার জমকালো দৃশ্যাবলী, ও প্রত্যন্ত দেশবাসী ও রেড-ইণ্ডিয়ানদের রঙ্গীন জীবন—বহু দেশজ চিত্রকরদের ও য়ুরোপীয় চিত্রকরদের আকৃষ্ট করেছিল। জন জেমস্ ওডুবো নামে একজন ফরাসী ব্যক্তি আমেরিকার পাখীদের অতি চমৎকার চিত্রাঙ্কন প্রকাশ করেছিলেন। কার্ল বোডমার নামে একটি জার্মান রেড-ইণ্ডিয়ানদের জীবন অঙ্কন করেন—এর মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যও ছিল যেটা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অন্যরাও প্রত্যন্তদেশের বৈশিষ্ট্যমূলক দৃশ্যের চিত্রাঙ্কন করেছিলেন যেমন বলা যায় জর্জ সি. বিংহামের 'পশম ব্যবসায়ীদের মিসৌরি অবরোহণ'। এঁরা ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে

দুটি প্রধানতম প্রতিকৃতি অঙ্কনকারী বাস্তববাদী উইন্‌স্লো হোমার ও টমাস ইকিন্‌স এর পথ প্রদর্শক।

১৮৪০ সালের পর থেকে, কুরিয়ের ও ইভস্‌ নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি বহু সংখ্যক জনপ্রিয় লিথোগ্রাফ প্রকাশ করায় আমেরিকানরা স্বদেশের জীবন-যাত্রার চাক্ষুষ পরিচয় পেল। কুরিয়ের ও ইভস্‌-এর প্রাচীন লিথোগ্রাফের পুনর্মুদ্রণগুলি জনপ্রিয় হয়েছে।

আবিষ্কৃত হবার সময় থেকেই আমেরিকার ফোটোগ্রাফির বিশেষ জনপ্রিয়তা দেখা যায়। গৃহযুদ্ধ যখন চলেছিল, তখন ম্যাথু ব্র্যাডি সরকারী সাহায্যে তার ফোটোগ্রাফ তুলেছিলেন। গৃহযুদ্ধের কথা যে আমেরিকান মানসে বার বার উদিত হয় তার অন্যতম কারণ হ'ল এই দুঃখদায়ক কিন্তু সুন্দর ফেটোগ্রাফগুলি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকান ক্রোড়পতিরা তাদের পরিবারের প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কনের জন্য সিঙ্গার সার্জেণ্ট-এর মত কেতা দুরস্ত চিত্রকরদের উপর ভার দিতেন। অধিকন্তু এঁরা সামন্তযুগের য়ুরোপীয় চিত্রাঙ্কন কিনে নিতে সুরু করেছিলেন। এই ধরনের চিত্রাঙ্কনের মালিকানা যেন প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে পরিণত হোল। পরে অবশ্যই ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলি সরকারী মিউজিয়ামে প্রদত্ত হয়েছিল। শুধু নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম অব আর্ট এবং ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল গ্যালারি নয়, আমেরিকার অনেক শহরে যে সমস্ত মিউজিয়াম আছে তারা য়ুরোপীয় ও এশিয়া দেশীয় চিত্রকলা সংগ্রহের দিক্‌ দিয়ে য়ুরোপের অনেক প্রধান প্রধান মিউজিয়ামের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে "আরমরি শো" নামে একটি প্রভাবশালী প্রদর্শনের দ্বারা আমেরিকার জনসাধারণের কাছে পরিচয় দেওয়া হোল সেজানে ও ভ্যানগ্যগ অঙ্কিত নব য়ুরোপীয় চিত্রকলার এবং ঘনাকার মূর্তিসমূহের দ্বারা চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিরও অভিব্যক্তিকারীদের। ইতিপূর্বেই দেশজ চিত্রকরেরা বিস্তারিত-ভাবে পরীক্ষামূলক চিত্রাঙ্কন সুরু করেছিলেন—এবং তাঁরা নিজস্ব কাব্যিক বা বাস্তবধর্মী ষ্টাইল গড়ে তুলেছিলেন। এই দেশজ চিত্রাঙ্কনগুলির মধ্যে বস্তুহীন রীতিনীতি পালনের আতিশয্য থেকে সুরু করে পেশীয় দৃশ্যগুলিকে কাব্যিকভাবে গ্রহণ করা পর্যন্ত দেখা যেত। লেখকদের মত এদেরও প্রধান

প্রচেষ্টাগুলিকে তালিকাভুক্ত করা সম্ভবপর নয় এবং আরো অসম্ভব এদের ব্যাখ্যা করা। এত অল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয় যে কি প্রেরণায় টমাস্ বেণ্টম্ ও গ্রাণ্ট উড্ মধ্য-পশ্চিম গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রাকে অঙ্কন করেছিলেন। কিম্বা কি প্রেরণায় জন্ স্লোন, রেজিনাল্ড মার্শ, জর্জ বেলোজ ও বেন শহ্‌ন্ দেখিয়েছিলেন নগরের প্রাণবন্ত হল জীবন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে আমেরিকার প্রদর্শিত আধুনিক চিত্রাঙ্কনগুলির মধ্যে তথাকথিত অসম্ভব অভিব্যক্তিদের প্রাধান্য দেখা যায়। এদের অধিকাংশ চিত্রাঙ্কনই সম্পূর্ণ

নিজ প্রতিকৃতি
জেমস্ এবোট ম্যাক্‌নিল হুইস্‌লার
ডিট্রোইট্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব আর্টস।

প্রতিরূপ বিহীন, এদের আরোপিত প্রভাবটি নির্ভর করে অমূর্ত নক্‌শার সৌন্দর্য বা তুলিকা ও রং-এর ভাবপ্রবণতা বিকাশকারী আন্দোলনের উপর। এই ধরনের 'বিন্দু বিন্দু ঝরানো' বা 'তুলির কাজ' চিত্রাঙ্কনগুলির কতখানি চিত্রশিল্পজনিত মূল্য আছে সে বিষয়ে বিতর্কটি বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে

পরলোকগত ম্যাকসন্ পোলোকের চিত্রাঙ্কনগুলির উপর পরিদর্শকদের যাওয়া উচিত নিউ ইয়র্কের হুইটনি মিউজিয়াম ও মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট এবং

কুয়াশার সতর্কবাণী উইন্‌স্লো হোমার
মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টসের সৌজন্য।

অন্যান্য শহরের ছোট ছোট চিত্রপ্রদর্শনীগুলি। তাছাড়াও পরিদর্শকের উচিত কয়েকটি আমেরিকার চিত্রশোভিত চিত্রকলার ইতিহাস পড়ে দেখা।

পেশাদারী চিত্রকর ভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে আক্ষরিক ভাবে লক্ষাধিক শখের অপেশাদারী চিত্রকর আছে যারা শিক্ষা পেয়েছে মিউজিয়াম স্কুলে ও অধিকাংশ কলেজে যেখানে "ইলেটিভ-কোর্স" নামে ব্যবহারিক চিত্রকলা শিক্ষার সুযোগ আছে। সাময়িক মাসিক-পত্রিকাগুলি যাদের প্রচার সংখ্যা প্রায় বহু লক্ষাধিক তারা সর্ব যুগের ও সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকলাগুলি প্রায়ই পুনর্মুদ্রন করে থাকে।

সঙ্গীত ঃ আমেরিকার সঙ্গীতের মধ্যে 'জ্যাজ'টি বিদেশে সর্বাধিক পরিচিত। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে নিউ অরলিনস্-এর রাস্তায় নিগ্রোদের

ব্যাণ্ড বাজনার থেকে 'জ্যাজ' সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছে। সমস্ত ঊনবিংশ-শতাব্দীময় নিউ ওরলিনস্ কে একটি সর্বাপেক্ষা বিদেশী ধরনের শহর বলে মনে হোত। এই শহরের অনেক বল নাচে কিম্বা উৎসবে ফরাসী স্প্যানীয়, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান আমেরিকান ও আফ্রিকান প্রভাবের একটা সংমিশ্রণ দেখা যেত। আফ্রিকার থেকে নিগ্রো-আনীত ধর্মাচার সংক্রান্ত নৃত্য বা কর্ম নৃত্য এর কাছে 'জ্যাজ' সঙ্গীতটি যে কতখানি ঋণী সে বিষয়ে সঙ্গীত বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে জ্যাজ সঙ্গীতটি বিশেষভাবে ব্যক্তিগত ও গণতান্ত্রিক। যন্ত্রগুলি একই সঙ্গে মানবকণ্ঠ ও বাক্যের অনুকরণ করে। সঙ্গীতকারীরা কোনো স্বরলিপির দ্বারা সীমাবদ্ধই নয়—প্রত্যেকটি সম্পাদন যেন এক একটি নূতন সৃষ্টি। নিগ্রো সঙ্গীতকারী বা ভেরী বাদকেরা আওয়াজের প্রত্যুত্তর দেয় ক্ল্যারিওনেট বা ট্রম্বোন বাজিয়ে, এরা সকলেই বিনা প্রস্তুতিতেই একটি অভঙ্গ ছন্দের ভিত্তিতে উপস্থিতমত রচনা করে চলেছে।

জ্যাজের অনেকগুলি স্টাইল আছে। নিগ্রো স্পিরিচুয়াল হ'ল এক ধরনের গীত যেটা অস্পষ্টভাবে পশ্চিমী ও ক্রীশ্চানী প্রভাবান্বিত। প্রাচীন পিউরিটান ও প্রটেস্টটেন্টরা অতি উৎসাহের সঙ্গে স্তোত্র গান করতেন। আমেরিকার সর্বপ্রথম যে পুস্তকটি ছাপানো হয় তার মধ্যে ছিল সঙ্গীত করবার জন্য ছন্দে রূপান্তরিত করা 'সাম' গুলি। এই এভাঞ্জেলিকাল সম্প্রদায়দের শিবিরসভায় অত্যন্ত ভাবপ্রবণতার সঙ্গে স্তবগান গাইবার রীতি তৈরী হোল, তাতে কোন কোন দল নিজেদের কখনো সংযত রাখতো আবার কোন কোন দল কখনো যোগ দিত। স্পিরিচুয়ালগুলি হোল নিগ্রো কথকতার মধ্য দিয়ে এই সঙ্গীতের অভিব্যক্তি।

নিগ্রো সঙ্গীতও শ্বেতকায়দের সঙ্গীতকে প্রভাবান্বিত করেছে। আমেরিকাতে গত শতাব্দীতে সে সমস্ত গীত বার বার করে অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার মধ্যে রয়েছে 'ও সুজানা' 'ওল্ড ব্যাক জো' "ওল্ড কোকস্ এট হোম"। সঙ্গীতগুলি শ্বেতকায়দের রচনা বটে কিন্তু এতে দক্ষিণদেশীয় খেতখামারের নিগ্রোদের কথাই বলা হয়েছে।

কেন্টাকি ও আরকানসাস্ অঞ্চলের পর্বতারোহীদের সঙ্গীতাগারগুলি

মৌলিক বা গৃহীত সংস্করণে বারম্বার গাওয়া হয়ে থাকে। আদিতে এগুলি ছিল ইংরাজি বা স্কটিশ সঙ্গীত গাঁথা—বর্তমানে মুখে মুখে চালিত হয়ে খানিকটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পশ্চিমাঞ্চলের কাউবয়রা এই সঙ্গীতগাথার

নৃত্যরত নিগ্রো চিত্রকর অজ্ঞাত
নিউইয়র্ক হিস্টরিকাল এসোসিয়েসান্
কুপারসটাউন নিউ ইয়র্ক।

নমুনায় গান রচনা করে তাদের নিঃসঙ্গ ও বিপদসঙ্কুল জীবন বর্ণনা করেছেন। যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতের আশ্চর্যজনক মিলনে গ্রাম্য স্কোয়ার নাচের উৎপত্তি হয়েছে।

জনপ্রিয়তাহীন আমেরিকার বৈশিষ্ট্যসূচক সঙ্গীতগুলি অতি ধীরে পরিণতি লাভ করেছে। চিত্রকলার মত এরও কারণ ছিল অধিকাংশ বসতি-কারীদের নিম্নশ্রেণীগত উৎপত্তি, সঙ্গীত স্কুলের পৃষ্ঠপোষকের ও কোন অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীতের প্রচলিত প্রথার অভাব।

আমেরিকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারা আন্তর্জাতিক উপাদান দ্বারা রচিত। ঊনবিংশশতাব্দীতে বিখ্যাত বিদেশী গায়করা যুক্তরাষ্ট্রময় জয়যাত্রা করতেন। বিংশ শতাব্দীতে অনেকে এখানে আসতেন বসবাস করবার জন্য এবং অনেকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি এখানেই করে গেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন স্ট্রাভিন্‌স্কি, বারটোক, জোয়েন বার্গ, টোস্কনি ও কুসেভিট্‌স্কি। ফলে আমেরিকায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের মান অত্যন্ত উচ্চদরের।

১৯৪০ থেকে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গম্ভীর সঙ্গীতের ঐক্যতানে লোক সমাগম শতকরা ৮৮ বর্ধিত হয়েছে। এই সময়টিতে অনেক শহরে ধারাবাহিক ঐক্যতানের অনুষ্ঠান দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে ৬৫৯টি সিম্ফোনিক দল ছিল। , অধিকাংশ পাব্লিক স্কুলে সযত্নে শিক্ষিত ব্যাণ্ড ও ঐক্যতানমণ্ডলী থাকে। অধিকাংশ লিবারল আর্ট কলেজগুলিতে ব্যবহারিক সঙ্গীত শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। যুক্তরাষ্ট্রে-'হাই ফাই'তে কৌতূহলী বহুব্যক্তি আছেন তাঁরা নিজেদের সঙ্গীত পূর্ণ নিবেদনের যন্ত্রপাতির "হাই ফাইডালিটি" উপর বিশেষভাবে আস্থাবান। এই সব অপেশাদাররা সঙ্গীত বিচারের দিক্ দিয়ে মনোনয়ন করেন ও রেকর্ডগুলি অতি সযত্নে সংগ্রহ করেন। বর্তমানে গ্রামোফোন রেকর্ডে অতি বিস্ময়কর পরিমাণে সর্বযুগের ও সর্বরকমের সঙ্গীত পাওয়া সম্ভব।

এই রকম রুচি সঙ্গত পরিস্থিতিতে অনেক গভীর সুরকার দেখা দিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন রজার সেসন্স্ ভার্জিল টমসন, রয় হ্যারিস, হাওয়ার্ড হ্যান্সন ও স্যামুয়েল বার্টার। অবশ্য যা আমেরিকার নিজস্ববস্তু তার উপরেও যথেষ্ট পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা হয়েছে, বিশেষতঃ বোহিমিয়ান সুরকার এণ্টানিন্ ড্বোরাক্-এর রচিত 'নিউ ওয়ার্ল্ড সিম্ফোনি' গ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকে। এঁদের মধ্যে পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার জন্য জর্জ গারশুইন্ তাঁর 'র‍্যাপসোডি ইন্ ব্লু' 'পর্জি এণ্ড বেস' ও 'এন আমেরিকান ইন্ প্যারিস্' এবং আরন কোপল্যাণ্ড তাঁর 'বিল দা কিড' ও 'এপেলেশিয়ান স্প্রিং' নামে রঙ্গমঞ্চেও যৌথ নৃত্যগুলির জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

রঙ্গমঞ্চ: 'ওক্লাহোমা' ও 'সাউথ প্যাসিফিক' নামে সঙ্গীতপূর্ণ অভিনয় দুটিতে আমেরিকার সর্বাধিক মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আমেরিকার এই সঙ্গীতপূর্ণ অভিনয়গুলির সঙ্গে য়ুরোপের সঙ্গীতপ্রধান ক্ষুদ্র নাটিকাগুলির

বিশেষতঃ ভিয়েনিজ হাস্তরসাত্মক নাটকগুলির অনেক সাদৃশ্য আছে। অধিকন্তু এদের প্রভাবান্বিত করেছে 'ভোদাভী' ও আমেরিকার মধ্যযুগীয় বীণাবাদকদের অনুষ্ঠানগুলি যেখানে শ্বেতকায়রা নিগ্রোদের অনুকরণে প্রাচীন সঙ্গীত, নৃত্য ও পরিহাস প্রদর্শন করতো।

এদের মধ্যে উৎকৃষ্ট অভিনয়গুলি কোন বিশেষ অঞ্চলের দৃশ্য আচার-ব্যবহার ও লোক সঙ্গীতকে কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করে থাকে। জেরোম কার্ণ ও অস্কার হ্যামারস্ট্যাইনের রচিত "শো বোট" নাটকটিতে মিসিসিপি নদীতে স্টীমার বোট চালাবার রঙীন দিনগুলির প্রতিচ্ছায়া পড়েছে। আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনকে বিদ্রূপ করা হয়েছে জর্জ গারশুইন এর 'স্ট্রাইক আপ দা ব্যাণ্ড' ও "অফ দী আই সিং"। দক্ষিণ কারোলিনার

দা ব্রঙ্কবাস্টার ফ্রেডারিক রমিংটন
দা স্প্রিংফিল্ড মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস্ এর সংগ্রহ হইতে।
স্প্রিং ফিল্ড ম্যাসাচুসেটস্।

চার্লসটন অংশের নিগ্রোঅঞ্চলে কিছুদিন বসবাস করবার পর গারশুইন 'পজি ও বেস' নাটকটির জন্য সঙ্গীত রচনা করেন। এই নাটকটিতে উৎকৃষ্ট গীতিনাট্যের সঙ্গীতের চমৎকারিত্ব ও আবেগের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই নূতন আকারের গীতিনাট্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাট্যগুলি রচিত হয়েছে রিচার্ড রর্জাস ও অস্কার হ্যামারটাইনের দ্বারা। দক্ষিণ-পশ্চিমের বড় বড় খেত-খামারের মালিক ও রাখাল বালকদের জীবন যাত্রা নিয়ে রচিত 'গ্রীন গ্রো দ্য লাইলাক' নাটকটি 'ওক্লাহামা' বইটি থেকে গৃহীত হয়েছে। একই সহযোগী কর্মীরা 'সাউথ প্যাসিফিক' রচনা করেছেন একটি যুদ্ধকালীন নার্সকে নিয়ে এবং 'কিং এণ্ড আই' রচনা করেছেন শ্যামদেশের রাজদরবারের একটি গৃহশিক্ষয়িত্রীকে নিয়ে। কোল পোর্টারের 'কিস্ মি কেট্' গ্রন্থটি শেক্সপিয়ারের "টেমিং অফ দ্য শ্রু" নামে বইটির ভিত্তিতে রচিত এবং লার্ণার ও লোয়ের 'মাই ফেয়ার লেডি" নাটকটির ভিত্তি হোল বার্ণাডশ এর 'পিগ্‌ম্যালিয়ান'। এই সমস্ত সঙ্গীতনাট্যের নবাবিষ্কৃত নৃত্য, সাজ ও সঙ্গীত মুখ্যত জড়িত থাকে আদি বিষয়বস্তুর সঙ্গে এবং সেই বিষয় বস্তুটি সাধারণতঃ গম্ভীর ধরনের হয়ে থাকে। আমেরিকার আধুনিক নৃত্য ধারা ইসাডোরা ডানকান ও রুথ সেণ্ট ডেনিস-এর থেকে সুরু হয়েছিল ও তাকে সঞ্জীবিত রেখেছিল মার্থা গ্রাহাম ও ডোরিস্ হামফ্রে। এই নৃত্যধারাটি জনসাধারণের অধিক চিত্তাকর্ষক আমোদ-প্রমোদ এর নৃত্যশাস্ত্রের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সঙ্গীত নাট্যগুলি বাদ দিলে, মঞ্চে অভিনয় ঋতুতে নিউ ইয়র্কের অভিনয় য়ুরোপের প্রধান প্রধান রাজধানীতে অভিনীত নাটকগুলির মতই নানা জাতীয় নাটকের সমাবেশ আশা করা যায়। ইউ-জিন ওনিল, থর্নটন ওয়াইল্ডার, টেনেসি উইলিয়ামস্ ও আর্থার মিলারের উচ্চতায় যে সমস্ত নাট্যকার আরোহণ করেছেন তাঁরা বিদেশেও বিশেষ পরিচিত। নিউ ইয়র্কের মত আমেরিকার অন্য কোন শহরে এই প্রকার প্রথম শ্রেণী পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ দেখা যায় না। অতীত বহুসংখ্যক শহর স্থায়ী অভিনয়কারী দলগুলিকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, কিন্তু এঁরা চলচ্চিত্র রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফল হতে পারতেন না। এমন কি নিউ ইয়র্কে প্রমাণ হয়েছে যে সুশিক্ষিত স্থায়ী

অভিনয়কারী দলগুলি গুরুত্ব পূর্ণ নাটকে নিযুক্ত হলে তাদের প্রতিপালন করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

নিউ ইয়র্কের প্রধান রঙ্গমঞ্চালয়গুলির ভাড়া ও কর্মচারীদের বেতন এত অধিক যে পেশাদারী প্রযোজকরা একটি বিস্ময়কর সাফল্য, বহুদিনব্যাপী জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করে থাকে। যাই হোক অনেকগুলি 'ব্রডওয়ে মুক্ত রঙ্গমঞ্চ' গড়ে উঠেছে যেখানে অধিক প্রত্যাশিত ও পরীক্ষামূলক নাটক অল্পমূল্যে বিচারকারী দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনয় করা হয়। অধিকাংশ লিবারল আর্ট কলেজে খুব উচ্চশ্রেণীর অভিনয় বিভাগ আছে। অনেক ছোট বা বড় সম্প্রদায় আছে যাদের নিজেদেরই সুপ্রতিষ্ঠিত অপেশাদারী অভিনয়কারী দল আছে। যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীষ্মকালীন আবাসগুলিতে পেশাদারী অভিনয় শিক্ষার্থী ও আপেশদারীদের দ্বারা গঠিত শত শত 'সামার ষ্টক' অভিনয়কারী কোম্পানী আছে। গ্রীষ্মকালীন শেক্সপিরিয়ান উৎসবগুলিতে কয়েকটি অতি উঁচুদরের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চলচ্চিত্র টেলিভিশন ও বেতার—আমেরিকান চলচ্চিত্র সমগ্র পৃথিবীতে এত অধিক পরিচিত যে তার বিশদ্ আলোচনার কোন বিশেষ প্রয়োজন নেই। দুভার্গ্যবশতঃ বিদেশে বেশীরভাগই আমাদের গ্রেড্ বি, ওয়েস্টার্ন বা দুবৃত্তদলের রোমাঞ্চকর উপন্যাস প্রদর্শিত হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন যে এরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত জীবনযাত্রার সম্বন্ধ বিশেষ বিকৃতধারণা এনে দেয়।

যে সমস্ত নাটক ও উপন্যাস আমেরিকাতে সাফল্য লাভ করে স্বভাবতঃই সেগুলি চলচ্চিত্রে অভিনীত হয়ে থাকে। আমেরিকান চলচ্চিত্র যদিও প্রয়াগকৌশলে ও পদক্ষেপে একটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে এবং কয়েকটি আমেরিকান দৃশ্য ও সামাজিক পরিস্থিতিকে নাট্যকার প্রয়োজনে বহুবার ব্যবহার করে থাকে তবুও এর কর্মচারীবৃন্দকে একটি আন্তর্জাতিক দল বলা চলে। অনেক বিখ্যাত প্রয়োজকরা য়ুরোপীয় যেমন লুবিট্স্—তেমনি কয়েকজন অভিনেতা সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে যেমন গ্রেটা গার্বো, চার্লি চাপলিন্ এবং অড্রে হেপবার্ণ। প্রথম দিকে আমেরিকান চলচ্চিত্র যে সুবিধাগুলির অধিকার পেয়েছিল সেগুলি হচ্ছে অর্থের ভাণ্ডার ও ক্যালিফোর্নিয়ার সূর্যালোক।

টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেও রেডিও আশঙ্কানুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অধিকাংশ আমেরিকান পরিবারে টেলিভিশন সেট আছে। অনেক সময়ে শ্রমজীবীদের পরিবারবর্গ তাদের মধ্যবিত্ত প্রতিবেশীদের পূর্বেই টেলিভিশন ক্রয় করে থাকে। অধিকাংশ ব্যয় বহুল জনপ্রিয় আমোদ প্রমোদ টেলিভিশনে দেখতে পাওয়া সম্ভব বলে রেডিও স্টেশনগুলি শুধু অতি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের রেকর্ড ও গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনায় মধ্যে আবদ্ধ রাগে।

বেশীর ভাগ শহরের টেলিভিশনগুলি অতি প্রত্যুষ থেকে সুরু করে অধিক রাত্রি পর্যন্ত চলতে থাকে। শ্রোতাদের সাধারণতঃ একই সময়ে প্রচারিত চারটি থেকে বারোটি প্রোগ্রামের মধ্যে থেকে পছন্দ করতে হয়। সময় সময়ে এদের নির্বাচিত নিবেদনগুলি মর্মস্পর্শী হয়। শীতকালের রবিবারে এরা নিবেদন করে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ব্যালে নৃত্য গীতিনাট্য সেক্সপিয়ায়ের নাটকাভিনয়, তালিকাভুক্ত প্রধান প্রধান কূটনীতিজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের আলোচনা, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনাদির চলচ্চিত্র ও প্রচুর বিভিন্ন জাতীয় ও প্রথম শ্রেণীর যন্ত্র সঙ্গীত।

এদের মান আপাতদৃষ্টিতে উঁচুদরের এবং ঠিকমত বিচার করে বেছে নিতে পারলে, সত্যই উঁচুদরের। সাধারণ মানটি প্রায়ই নৈরাশ্যজনকভাবে নীচু দরের। এতখানি সময় নানা উপায়ে অতিবাহিত করতে হয় বলে প্রযোজকরা কুইজ প্রদর্শন, লোক সঙ্গীত, ওয়েষ্টার্ণ নাটক, রোমাঞ্চকর পাপ কাহিনী এবং পরিবারিক জীবনের মিলনান্তক ও নাটকীয় ঘটনা ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনের ব্যয়ভার সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞাপনকারীদের উপর নির্ভর করে। এঁরা প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের জন্য অত্যাধিক সংখ্যায় শ্রোতা আশা করেন। তাঁরা আরোও আশা করেন যে তাঁদের বিজ্ঞাপনটি প্রাধান্য পাবে এবং ভবিষ্যৎ খরিদ্দারদের কাছে কোন অসন্তোষজনক বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হবে না। এটাই আশ্চর্য যে এতটা চাপ সত্ত্বেও আমেরিকান টেলিভিশনের পক্ষে এতগুলি আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম দেওয়া সম্ভবপর হয়।

সংবাদপত্র ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা—আমেরিকায় সংবাদ পত্রগুলির আয়তন বিপুল। রবিবারের সংখ্যায় পৃষ্ঠা থাকে প্রায় একশোটির উপর। বিজ্ঞাপনই অধিকাংশ স্থান অধিকার করে থাকে। বাকি অংশের

অনেকখানি পূর্ণ থাকে 'বিশেষ আলোচনা বিভাগ' দ্বারা—যার মধ্যে আছে, গৃহকর্ম ও সৌন্দর্যের মালমসলার আলোচনা, রঙ্গরসের টুকরো, খোশখবর ও রাজনৈতিক মন্তব্য। এই বিশেষ আলোচনা বিভাগের অনেকগুলি সংবাদই নিষদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়—অর্থাৎ সমস্ত দেশের বহু সংবাদ-পত্রের কাছে সেগুলিকে বিক্রয় করা হয় ও একই দিনে সমস্ত সংবাদপত্রে সেগুলি প্রকাশিত হয়।

বড়বড় শহরের প্রধান সংবাদ পত্রগুলির রাজনীতিবিদ্‌দের মত নিষদের মাধ্যমে রাজনৈতিক মন্তব্যকারীরাও স্বাধীনভাবে লিখে থাকেন ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। যদিও সংবাদপত্রের মালিকরা সাধারণতঃ রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন তবুও যে সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি তারা আস্থাহীন সে সমস্ত মতামতও তারা নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করে থাকেন। যখন ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুসভেল্ট ও হ্যারি ট্রুম্যান, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রচার কার্য চালাচ্ছিলেন, তখন অধিকাংশ সংবাদপত্রের মালিকরা ও সম্পাদকীয় লেখকরা তাঁদের বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু অধিকাংশ রাজনৈতিক সংবাদদাতারা ছিলেন তাদের স্বপক্ষে। রাজনৈতিক নেতারা সাংবাদিকদের সঙ্গে যথেষ্ট সৌহার্দ্য রাখেন। আমেরিকান রাষ্ট্রপতিরা সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মিলন আহ্বান করেন এবং সেখানে সাংবাদিকরা যে সব মৌখিক প্রশ্ন করেন, তাঁরা তার উত্তর দেন। সংবাদদাতারা টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত প্রোগ্রামে সরকারী কর্মচারীদের সাক্ষাৎ করেন ও তাদের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে থাকেন। তদন্ত কমিটির সামনে প্রদত্ত প্রমাণগুলিকে বিশদ্‌ভাবে প্রকাশিত করে, এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত পার্টির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমালোচনা করে, সংবাদপত্রগুলি দেশের সরকারকে ন্যায়সঙ্গত ও সুচারুরূপে পরিচালিত হতে সাহায্য করে।

সংবাদপত্রগুলির মালিকানা স্বত্ব ব্যক্তিগত হওয়াতে ও সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে পরিচালিত হওয়াতে এদের সাংবাদিকতার উৎকর্ষের এবং শুভ উদ্দেশ্যে প্রচার কার্যের জন্য আগ্রহের মধ্যে প্রচুর তারতম্য দেখা যায়। যে সমস্ত সংবাদপত্র সহজগ্রাহ্য ও সংক্ষিপ্ত আকারে সংবাদ পরিবেশন করে ও যাদের কাটতির পরিমাণ অত্যধিক, তারা অসংকর্ম ও কলঙ্কপূর্ণ ঘটনাগুলি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে থাকে। "নিউ ইয়র্ক টাইমস্" পত্রিকাটি হয়ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি পৃথিবীর যে কোন সংবাদপত্র অপেক্ষা অধিকতর

বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত করে থাকে। সময় সময় এটি, দশ থেকে বিশ হাজার বাক্যের দ্বারা রচিত দীর্ঘ প্রমাণপত্রও প্রকাশ কোরে থাকে।

দৈনিক সংবাদ পত্রের পরে আসে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলি। যেমন টাইমস্ ও নিউ জউইক্। এরা পুরো সপ্তাহের সর্বপ্রকার শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা-সংক্রান্ত সংবাদগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে বিবেচনা করে প্রকাশ করে।

রঙ্গরস সাপ্তাহিকদের মধ্যে 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকাটির একটি বিশিষ্ট স্টাইল আছে। এরা গুরুগম্ভীর উপন্যাস ও সামাজিক সংবাদের সঙ্গে অত্যন্ত হাস্যকর ব্যঙ্গচিত্র ও সম্পাদকীয় মিলিয়ে দেয়। 'টাইম' ও 'নিউ ইয়র্কার' নামে পত্রিকা দুটি নিজেদের স্বতন্ত্র ধরনে আমেরিকার বাচনভঙ্গী, কথার মারপ্যাঁচ, অস্পষ্টতা, পেশাগতবুলি ও আলঙ্কারিক ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন! এঁরা পরিচিত ও অপরিচিত, উচ্চশ্রেণী ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের উৎস থেকে বাক্য সংগ্রহ করে তাদের মিশ্রিত করতে ভালবাসেন। 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পত্রিকাটি যার সর্বাধিক প্রচার সংখ্যা, তার একটি বিভাগ আছে ভাষাকে শোভন করার উদ্দেশ্যে। কয়েকটি জনপ্রিয় পারিবারিক মাসিক পত্র যেমন 'গুড় হাউস্ কিপিং' 'লেডিস্ হোম জার্নাল' 'ম্যাকলস্' এবং 'স্যাটারডে ইভনিং পোষ্ট' প্রণিধানযোগ্য।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে, যুক্তরাষ্ট্রে উনচল্লিশটি সাময়িক পত্রিকা ছিল যাদের প্রত্যেকের প্রচার সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষের উপর। এরা পরিবার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও সামাজিক সমস্যাগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় ছোট ছোট গল্প ও লঘু হাস্য পরিহাস। অনেকগুলি প্রবন্ধের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ও মনোস্তত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞানকে জনসাধারণের বোধগম্য করে ব্যবহার করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের দোকানে পরিদর্শনরত দর্শকের মনে আমেরিকান সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণা জন্মাবে। রোমাঞ্চকর পত্রিকাগুলিকে বিশেষভাবে প্রদর্শিত করা হয় খুব সম্ভবতঃ ধারে কাছে পথচারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য। এর মধ্যে রয়েছে কলঙ্ক ও অপরাধ-স্বীকৃত প্রকাশকারী পত্রিগুলি, 'সত্য অপরাধ' এর রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলি, বৈজ্ঞানিক উপন্যাস, 'পিন আপ' মেয়েদের ছবি ও সারিবদ্ধ কমিক পুস্তকরাশি। এই সমস্ত পত্রিকার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আমেরিকাবাসীরা প্রায়ই তর্কবিতর্ক করে।

থাকেন। কিন্তু প্রেসের বিরুদ্ধে সরকারের নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে তীব্র আপত্তি দেখা যায়। শুধু পুরোদস্তুর ও নির্ভুল অশ্লীলতাই আইন দ্বারা নিষিদ্ধ।

কিন্তু দর্শকটি যদি যে কোন কলেজের বা সর্বসাধারণের একটি ভাল পাঠাগারের সাময়িক পত্রিকাগুলি নিরীক্ষণ করেন, তবে আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁর মনে অনুকূল ধারণাই জন্মাবে। এখানে সে পাবে অতি উচ্চদরের বুদ্ধি-গত বিষয়বস্তু যেগুলি সাধারণ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞ উভয়ের জন্যই রচিত হয়েছে।

যে সমস্ত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি গুরুত্বপূর্ণ মতামত পোষণ করেন, তাদের নাম উল্লেখ করা যায় যেমন 'নেশন' 'দা নিউ রেপাব্লিক' 'দা নিউ লিডার' 'দা ন্যাশানাল রিভিউ' ও 'দা স্যাটারডে রিভিউ'। ধর্ম-সম্প্রদায়-গুলি কয়েকটি এই ধরনের সাপ্তাহিক প্রকাশ করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে 'দা কমনউইল' নামে পত্রিকাটি ক্যাথলিক ; 'দা ক্রিশ্চান সেঞ্চুরি'টি হোল প্রটেস্টান্ট। 'কমেন্টারি' নামে মাসিক পত্রিকাটি জুডাইজম্

মূর্তি জাক্ লিপ্‌শিজ
মিউজিয়াম অব মডার্ণ আর্ট এর সংগ্রহ।

এর উপর বহু প্রবন্ধ ছাপিয়ে থাকে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে মূলগত সামাজিক প্রশ্নগুলি নিয়েও আলাপ আলোচনা করে থাকে।

যে দুইটি প্রাচীনতম ও গুরু মতামত সম্পন্ন মাসিক-পত্রিকার পাঠকমণ্ডলী বহু প্রচারিত পত্রিকার পাঠক মণ্ডলী অপেক্ষা অধিকতর কৃষ্টিবান ; তারা হোল 'এটলান্টিক মান্থলি' ও 'হারপার ম্যাগাজিন'। যে সমস্ত ত্রৈমাসিক পত্রিকা বুদ্ধিগত, সামাজিক ও সংস্কৃতিক সমস্যা নিয়ে অবাধ আলোচনা করে থাকে, 'দা ইয়েল রিভিউ' 'পার্টিজান রিভিউ' এবং 'দা আমেরিকান স্কলার' তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধারণ ও পেশাদারী পাঠকের জন্য 'ফরেন এফেয়ারস্' বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। দশকটির কয়েকটির শিক্ষা-সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ত্রৈমাসিক 'কেনিয়ন রিভিউ ও 'দা হাডসন রিভিউ' 'দা সোয়ানী রিভিউ' নিরীক্ষণ করা কর্তব্য। যদি আরো অধিক পরিমাণে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পন্ন পত্রিকার নাম তালিকা-ভুক্ত করতে হয় তবে অবশ্যই অনেক পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে।

পরিবার—অধিক সংখ্যক আমেরিকাবাসী বন্ধু ভাবাপন্ন, বাহ্যাড়ম্বরহীন ও অতিথি পরায়ণ হওয়াতে এদের পরিবারিক জীবনের পরিচয় ও তার অংশ গ্রহণ করবার প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায়। পারিবারিক সমস্যা ও তার সমাধান যে শুধু তাদের প্রিয় কথোপকথনের বিষয় তা নয়—গল্পে প্রবন্ধে ও টেলিভিশন প্রোগ্রামেও তার আলোচনা চলে।

আমেরিকান শিশুরা তাদের প্রাণবন্ত স্বাধীন মানসের জন্য সুপরিচিত ও কুখ্যাত বলা চলে। অমার্জিত হাবভাব ও শৃঙ্খলার অভাবের জন্য প্রায়ই এদের প্রতি দোষারোপ করা হয়। এক দিক্ দিয়ে একে বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি বলা চলে। আমেরিকান পিতা তার স্ত্রী ও পুত্রকন্যা সম্পর্কে স্বৈরাচারী শাসক হতে একেবারেই চান না। ফলে দেখা যায় যে 'মা'-এর কর্তৃত্ব হয় অনেক বেশী ও পুত্রকন্যারাও পারিবারিক ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে থাকে। কয়েকটি পরিবার স্বেচ্ছায় গণতান্ত্রিক নমুনায় পরিচালিত হয় অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এতে শিশুদের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা বা বয়স হবার আগেই মতামত প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যদিকে আবার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করেও দেওয়া হয়।

আমেরিকাতে প্রগতিকে অনেক মূল্য দেওয়া হয়। শিশুরাও পরিবর্তন প্রবণতাকে অনুভব করতে পারে, যেটা প্রকাশ পেয়েছে কর্মসম্পাদনের উৎকৃষ্টতর উপায় অনুসন্ধানের সদা প্রচেষ্টার মধ্যে। এই ধারণাটাই তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে কোন একটি যুগকে তার পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে অধিকতর উন্নত হতে হবে।

জগতের এই বিক্ষুব্ধ অবস্থায় জন্য পূর্বেকার ব্যক্তিরা যে ভাবে সমস্ত ব্যাপারটা পরিচালনা করেছিলেন তাতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া সম্ভব নয় ও তরুণরাও একথা মনে করতে উৎসাহ বোধ করেন যে তাদের গুরুজনদের অপেক্ষা এ বিষয়ে তারা অধিকতর দক্ষ।

উপনিবেশিকদের অভিজ্ঞতার থেকেই এই আদর্শ রচিত হয়েছে। পিতামাতারা পুরাতন মাতৃভূমির আচার ব্যবহার বজায় রাখতেন, এদিকে শিশুরা আমেরিকার স্কুল থেকে স্থানীয় আচার ব্যবহার ও স্বরসজ্ঘাতহীন

জোসেফ মুররর পরিবার ইরেষ্টস্ স্যালিস্‌বেরী ফিল্ড।
মিউজিয়াম অব ফাইন্ আর্ট'স্ বোস্টন।

যাচন ভঙ্গি রপ্ত করে আসতো। তাদের এই অভিযোজন থেকে নিজেদের তারা বড়ো ভাবতে শিখেছিল। বিদেশী প্রথায় পরিচালিত পিতামাতার কর্তৃত্বে বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছিল।

শিশু পালন-শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বগুলি যদিও ভাগ্যের পরিহাস সরূপ যুরোপেই উদ্ভূত হয়েছে তবুও সেই আদর্শেই আমেরিকানরা তাঁদের শিশুদের প্রতি মনোভাবটি গঠন করেছেন। জাঁ জাক রুসো, প্রমুখ রোমান্টিকরা শিশুদের স্বতস্ফূর্তির মূল্য দান ও তার উৎকর্ষ সাধন করবার জন্য প্রচার-কার্য করেছিলেন। তাদের ধারণাগুলিকেই জন ডিয়ুই শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। বারম্বার অনুশীলন বা যন্ত্রবৎ পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে শিশুদের স্বাভাবিক কৌতুহলকে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। শিশু কেন্দ্রীয় প্রেরণায় পরিবারগুলিতে শিশু কেন্দ্রীকতা জোর পেয়েছে।

মনঃসমীক্ষণকারী তত্ত্বগুলি স্নেহ ও উদাহরণ দিয়ে শিশু শিক্ষা দিতে প্ররোচিত করেছে, কর্তৃত্ব জাহির করে বা শাস্তি দিয়ে নয়। আমেরিকার শিক্ষিত পিতামাতারা মনোস্তাত্ত্বিক উপদেশগুলি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করে থাকেন। শিশু-খাদ্য বা শিশুপালনের উপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দ্বারা প্রকাশিত ক্ষুদ্রকায় পুস্তকগুলির লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রয় হয়। বিশেষজ্ঞদের উপদেশের উপর এই প্রকার নির্ভরতার জন্য পিতামাতাদের নিজের উপর আস্থা কমে যাচ্ছে, ফলে শিশুদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাল্যাপরাধের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাবার জন্য কি ভাবে শিশুদের সংযত করলে তারা সমাজের প্রতি সুষ্ঠু আচরণ করতে পারে—তাই নিয়ে প্রচুর উত্তেজিত বিতর্ক হয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে নারীর সামাজিক মর্যাদা শিশুদের মতই বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক। আদিতে নারী অপেক্ষা পুরুষরাই বেশী এসেছিলেন এবং সেই অল্প সংখ্যক নারীদের মধ্যে অনেকে শিশু-জন্ম ও অন্যান্য বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এই অপ্রাচুর্যের জন্য নারীদের মূল্য এত অধিক ছিল যে প্রত্যন্ত দেশের বহু কষ্ট থাকা সত্বেও তাঁরা পুরুষদের কাছ থেকে তাদের য়ুরোপীয় ভগিনীদের অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিবেচনা পেতেন। ঊনবিংশশতাব্দীতে একটি বিদেশী পরিদর্শক আমেরিকাতে বলেছিলেন যে "পুরুষরা পরিশ্রম করে ও নারীরা রাজত্ব করে"। যখন তাদের প্রায় সমস্ত পুরুষরাই পশু-পালনে, জঙ্গল পরিষ্কার

করে চাষের জমি তৈরী করতে শ্রমশিল্পের উন্নতি বিধান করতে ব্যস্ত তখন কোমলতর জাতি হিসাবে নারীরা মার্জিত রুচি ও সংস্কৃতির অভিভাবক হয়ে উঠলেন। এঁরাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের যাবতীয় শিক্ষা দিতেন সেই জন্য ছাত্রদের কাছে নারীত্বের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিশোর বালকেরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রকলা, ও সাহিত্যের প্রতি, তাদের প্রচ্ছন্ন অনুরাগটিকে পুরুষত্বের পক্ষে হানিকর মনে করে জোর করে বিনষ্ট করবার চেষ্টা করতো। আমেরিকার পুরুষরা এখনও খেলা ধূলার প্রতি অনুরাগের উপর অধিক জোর দিয়ে থাকেন এবং তাদের অবকাশ কাটান এমন সব আমোদ প্রমোদের মধ্যে যে সেখানে নারীর বিশেষ স্থান নেই যেমন, পোকার, মাছধরা ও শিকার।

শহরে জীবন ও কলেজী শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। বড় বড় যৌথ কারবারগুলি তাদের পদস্থ কর্মচারীদের এক বৎসর থেকে ছ'মাস অবধি অনুপস্থিতির অবকাশ দিয়ে থাকেন যাতে তারা লিবারল আর্ট কলেজে (সময়ে সময়ে সস্ত্রীক) শিক্ষা লাভ করতে পারেন। তবুও এখনো পর্যন্ত নারীদের বিশেষতঃ যে সমস্ত নারী বয়সের জন্য পারিবারিক কর্তব্য থেকে মুক্ত হয়েছেন তাদের উদ্যোগেই সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি যেমন কনসার্ট বা বক্তৃতার আয়োজন হয় থাকে। এঁরাই হলেন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান অধ্যায়ে উল্লিখিত সেই ক্লাব মহিলারা যাঁরা আমেরিকান জীবনযাত্রায় অনেক উৎকর্ষ এনেছেন।

দৈনন্দিন কাজের সময় কমে যাওয়াতে ও কাজ লঘু করবার জন্য নূতন নক্শায় গৃহ তৈরী হওয়াতে পরিবারের মধ্যে পরস্পরকে সঙ্গ দেবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্খা দেখা দিয়েছে। যে অনুরাগগুলি সকলের মধ্যেই বর্তমান সেগুলি হোল গৃহকর্ম সংক্রান্ত সৃজনকারী নব-উদ্ভাবন, গির্জা ও সামাজিক কার্যকলাপ এবং টেলিভিশন প্রোগ্রাম (যেখানে বিজ্ঞাপন বা আমোদ প্রমোদ প্রায় সর্বদাই শিশুদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে) কিন্তু পারিবারিক জীবনের সবচেয়ে বড় আমোদের উৎস হোল বহিরাঙ্গনের ক্রিয়া-কলাপ।

শহরতলীতে যেখানে বহু লক্ষ সচ্ছল অবস্থার পরিবারদের বাস, সেখানে 'ফায়ার প্লেস' সমেত বাগানগুলিতে বাহ্যাড়ম্বরহীন পিকনিকের আয়োজন বন্ধুদের আমোদ দেওয়ার পক্ষে প্রশস্ত। বর্তমানের চলতি কায়দা হোল যে

স্বামীরা রন্ধনশালার প্রধান পাচকের পদ গ্রহণ করবেন বিশেষতঃ পিকনিকের খাদ্যগুলি ঝাঁঝরি করে ভজিত করবার জন্য ও পরে নিজস্ব তৈরী বস্তুটি অতিথিদের পরিবেশন করবেন। গ্রীষ্মকালে ভ্রাম্যমাণ আমেরিকান পরিবার সুনিশ্চিতভাবে মোটর ভ্রমণে যাবেন কিম্বা পাহাড় বা সমুদ্রের ধারে গৃহ ভাড়া নিয়ে, অথবা রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় বিরাট পার্কগুলির একটিতে তাঁবু খাটিয়ে অবকাশ কাটাবেন। এমন কি শীতকালেও যে সমস্ত পরিবার সপ্তাহশেষে তুষারাবৃত পাহাড়ে স্কি করতে যান বা দক্ষিণাঞ্চলে দীর্ঘতর অবকাশ কাটাতে যান—তাদের সংখ্যাও ক্রমে বেড়ে চলেছে।

যে পরিবারে সকলে একত্রিত হয়ে কর্ম করে সে পরিবারটি পিতা, মাতা, ও পুত্রকন্যার দ্বারা গঠিত। পিতামহ, পিতামহী, মাতুল, জ্যাঠা ও জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের নিয়ে যে বৃহত্তর পরিবারটি গঠিত—সেইটি সাধারণ দেশের সর্বত্র এমনকি সমুদ্র পারেও ছড়িয়ে থাকে, শুধু খৃষ্টমাস ও থ্যাঙ্কস্‌গিভিং-এর উৎসবে মিলিত হয়।

বর্তমান যুগের নব্য যুবক যুবতীরা পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা তরুণাবস্থায় বিবাহ করেন ও অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন। এর খানিকটা কারণ হোল যে কলেজ থেকে সদ্য বহির্গতদেরও উপার্জন ক্ষমতা প্রচুর এবং খানিকটা কারণ হোল যে গত মহাযুদ্ধের পর থেকে পিতৃমাতৃত্বের জন্য একটি প্রবল বাসনা চলে আসছে। এই ধরনের প্রবণতা থাকা সত্বেও সময়ে সময়ে তরুণাবস্থায় বিবাহ করতে হলে বহু-সংখ্যক স্ত্রীদের কর্ম গ্রহণ করতে হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কর্মে নিরত থাকে বলে পুরুষরা স্বেচ্ছায় অনেক গৃহস্থালী কর্ম করে থাকেন এবং সন্তানরাও অনেক বাস্তবিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। গৃহ পরিবারটি একটি যৌথ-প্রচেষ্টা।

অন্যদিকে আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ-এর সংখ্যা অনেক অধিক হয়েছে। একদিক দিয়ে বলা চলে এ হোল সাধারণ ভ্রাম্যমাণতা, স্বাধীন মনোনয়নের প্রতি আকাঙ্খা ও অবস্থার উন্নতির একটি প্রতিচ্ছায়া মাত্র। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের দশটি বিবাহের মধ্যে একটি বিবাহবিচ্ছেদ ছিল, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সেই আনুপাতিক হার উর্ধ্বে উঠে হোল ৬টির মধ্যে ১টি ও ১৯৪৬খৃষ্টাব্দে ৪টির মধ্যে ২টিরও বেশী সংখ্যক বিবাহবিচ্ছেদ পরিণত হোল। যদিও বর্তমানে কিছুটা কমে গেছে, তবুও বিবাহবিচ্ছেদের হার এখনও পর্যন্ত উচ্চ।

গৃহের অন্দরে পারিবারিক স্বাতন্ত্র য়ুরোপ ও এশিয়া অপেক্ষা কমও বটে, বেশীও বটে। অন্য ধরনের কর্মে অতি উচ্চবেতন ও অন্যান্য আকর্ষণ থাকায় আমেরিকান গৃহস্থালীতে চাকরের সংখ্যা অত্যন্ত কম। গৃহিনীদের নির্ভর করতে হয় শ্রমলঘুকারী যন্ত্রগুলির উপর ; তৈরী ও জমানো খাদ্যের উপর এবং কষ্টসাধ্য পরিষ্কার করার কাজে বেতনভূক সাময়িক সাহায্যকারীদের উপর। কিন্তু আতিথেয়তা চলেছে অবিরাম। আমেরিকাসীরা তাদের গৃহে লোকজনদের আমন্ত্রণ করতে ভালবাসে। সন্তানদের বন্ধুরা বাধাহীনভাবে গৃহমধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে থাকে। এদের লোকরঞ্জন পূর্ব প্রস্তুতি তরুণী মায়েদের কফি-সম্মেলন থেকে সুরু করে সযত্নে প্রস্তুত আট থেকে দশজন অতিথির রাত্রিকালীন ভোজ পর্যন্ত নানা মাপের বসেছে। জনপ্রিয় পত্রিকা-গুলির পৃষ্ঠায় একত্রিত হয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন, চা-পান ও রাত্রিকালীন ভোজনের রঙ্গীন চিত্রগুলি পরিব্যাপ্ত থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে পিউরিটানরা ম্যাসাচুসেটস-এর 'বে কালাপি'তে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, কতকগুলি বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন ল্যাটিন গ্রামার স্কুল এবং ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে হার্বার্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অত্যন্ত উচ্চদরের বুদ্ধিবাদ ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন পিউরিটান ধর্মকে উপলব্ধি করবার জন্য শিক্ষিত জনসাধারণ ও যাজকদেরও প্রয়োজন ছিল। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেটসের শাসনকারী আইন সভা আদেশ জারি করেছিল যে, পঞ্চাশটি পরিবারের বসতি-সম্পন্ন প্রত্যেকটি শহরে একটি করে শিক্ষক প্রতিপালিত হবে এবং একশত পরিবার বসতিসম্পন্ন শহরে একটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবে।

অন্য উপনিবেশগুলিতেও একই ধরনের প্রগতি হচ্ছিল এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বিপ্লব স্থরু হবার সময় পর্যন্ত কিছু একক ব্যক্তিদের বা ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্যোগে নয়টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নিউ হ্যাভেন কেনেটিকাটের ইয়েল কলেজটি যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা মনে করতেন যে হার্বার্ড কলেজের ধর্ম শিক্ষা অত্যন্ত রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিল।

বিপ্লবের পরে উচ্চশিক্ষার স্থযোগ অনেক বৃদ্ধি গেল। শাসনতন্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে একজন বলেছিলেন—"যে জাতি স্বশাসিত হবার ইচ্ছা রাখে তাকে জ্ঞানপ্রসূত শক্তিতে শক্তিশালী হতে হবে……শিক্ষাই নাগরিক স্বাধীনতার প্রকৃত বনিয়াদ।' ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরো তিরিশটি বেসরকারী কলেজ ও আটটি রাষ্ট্রীয় বিশ্বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের সময়ের মধ্যে আরো ও দুশোটি বেসরকারী কলেজ ও তেরটি রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত হয়েছিল।*

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে স্থপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে সমস্ত বে-সরকারী

* আমেরিকার চলিত অভ্যাস অনুযায়ী "কলেজ" ও "বিশ্ববিদ্যালয়" বাক্যদুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে বাক্যদুটির আসল অর্থটি ব্যক্ত করা হবে।

কলেজ সরকারী অর্থ সাহায্যে নির্ভরশীল নয় তার উপর সরকার কোন হস্তক্ষেপ করবেন না। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে ইংলণ্ডের রাজার সনদ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত নিউ হ্যাম্পাশায়রে ডার্টমাউথ কলেজটি বে-সরকারী বলে গণ্য হয়ে আছে। নিউ হ্যাম্পাশায়ারের আইনসভা কলেজটিকে রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট তাতে বাধা দেন।

এই সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যে সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বে-সরকারী অর্থ সাহায্যে গড়ে উঠেছিল, এই সিদ্ধান্তটির দ্বারা তাদের সরকার শাসনাধীনে আনবার প্রচেষ্টার থেকে রক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাদেশিক সরকার নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার উৎসাহও দান করেছে। এই পরিণতির পথে আরোও সহায়তা হোল যখন কংগ্রেস ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে একটি আইন পাস করে সমস্ত প্রদেশগুলিকে জাতিস্বত্বভূমি দিল, 'ল্যাণ্ড গ্রাণ্ট' কলেজ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। সাধারণতঃ এই কলেজগুলি ছিল কৃষিবিদ্যা ও যন্ত্রশিল্প শিক্ষা সংক্রান্ত।

ইতিমধ্যে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগে, মধ্যশিক্ষা বিদ্যালয়গুলি পরির্তিত হয়ে গেল। ইতিপূর্বেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন গ্রামার স্কুল সম্বন্ধে একটি তীব্র অসন্তোষ ছিল, কারণ তাদের ক্লাসিকাল শিক্ষা সীমাবদ্ধ হওয়াতে কলেজ-উপযোগী ছাত্র সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সেকেণ্ডারী বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য একটি পরিকল্পনা দিলেন সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্ররা ব্যবসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শ্রমশিল্প ও অন্যান্য বিদ্যায়-দক্ষতালাভ করতে সক্ষম হোত। তার সঙ্গে ইংরাজি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস যুক্ত করা হোল। যে সমস্ত বেসরকারী শিক্ষালয় বিপ্লবের সময় থেকে দ্রুতগতি পরিণত করছিল, তারা এই পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত করেছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এদের সংখ্যা হোল ৬০০০।

শিক্ষা-পরিষদ্‌গুলি প্রায়ই সর্বসাধারণের সাহায্য পেত ও অনেক যোগ্য ছাত্রকে বিনা বেতনে ভর্তি করতো। যখন এরা ছাত্রদের কলেজোপযোগী করবার জন্য অধিক মনোনিবেশ করেছিল, তখনই বিশেষ করে এদের গণতন্ত্র-বিরোধী বলে সমালোচনা করা হোত। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এরা জনপ্রিয় উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। যখন এই সব

উচ্চ বিদ্যালয়গুলি উন্নত হোল ও অনেক প্রকারের শিক্ষার প্রবর্তন করলো, তখন পূর্বেকার শিক্ষা পরিষদ্‌গুলির মধ্যে অনেকে লোপ পেল ও বাকিরা এই সব উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়ে গেল এদের মধ্যে কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট যেমন এক্সটার আকাদমী, এণ্ডোভার আকাদমী, হচ্‌কিস্‌, গ্রোটন, লরেন্সভী ও সেণ্ট মার্কস্‌ এখনও সম্পূর্ণ বেসরকারী ও স্বাধীন স্কুল হিসাবে বিদ্যমান আছে। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপেক্ষাকৃত নব প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি এবং পুট্‌নী ও ডালটন-এর মত প্রচলিত প্রথাহীন স্কুলও এর মধ্যে ছিল।

এই স্বাধীন স্কুলগুলির মধ্যে অধিকাংশই হোল আবাসিক স্কুল কিন্তু কয়েকটি স্কুল আছে শুধু দিনের জন্য (অর্থাৎ রাত্রিতে ছাত্র থাকবার বন্দোবস্তহীন) বড় বড় শহরের মধ্যে বা নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত এই স্কুলগুলিকে বলা হয় প্রস্তুতকারী স্কুল কারণ এরা ছাত্রদের এমন শিক্ষা দেয় যাতে তারা বেসরকারী কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে। এঁদের আয় প্রদত্ত অর্থে, অর্থাৎ এরা কলেজের পুরোনো ছাত্র বা অন্যদের কাছ থেকে উইল দ্বারা প্রদত্ত অর্থ পান। এঁরা কয়েকটি বৃত্তিধারী ছাত্র গ্রহণ করে থাকেন কিন্তু মোটামুটি ভাবে এঁরা ছাত্রদের বেতনের, যা খুবই উচ্চহারের হয়, তার ওপর নির্ভরশীল। স্বভাবতই ছাত্ররা আসে ধনী পরিবার থেকে—এতে একটি শ্রেণী সৃষ্টির সূচনা হয়। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষরা সেই মনোভাবের প্রশ্রয় দেন না।

যে সমস্ত অঞ্চলের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে সেই সব অঞ্চলের পাব্লিক উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে তারা বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করতে পারে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৭ থেকে ১৭ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকারা শতকরা ১৫ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (সেকেণ্ডারি স্কুলে) যোগ দান করেছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা শতকরা ৭৫ জনে পরিণত হয়েছে এবং আরোও উর্দ্ধে উঠছে। ছাত্রদের মধ্যে একদল হল-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্মে নিয়োজিত হবে আর একদল আছে যারা শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর উচ্চাভিলাষী—কিন্তু এই দুই দলই একসঙ্গে একই স্কুলে শিক্ষা করে থাকে। এটাই হোল আমেরিকার শিক্ষা পদ্ধতিতে "দুইপন্থী" বিরোধী "একপন্থী" পরিকল্পনা। যে সব দেশে "দুই-পন্থী" পরিকল্পনা চলতি, সেই সব দেশে দুই দলীয়

ছাত্রদের মধ্যে অর্থাৎ যে দলটি উচ্চশিক্ষাভিলাষী ও অন্যদলটি যা তা নয়, একটি পূর্ণ বিচ্ছেদ্ হয়ে যায়। সময়ে বিচ্ছেদটি আসে অতি শৈশবে যখন

পশুচারণভূমিতে বালকেরা। উইন্‌স্লো হোমার
মিউজিয়াম অব ফাইন আর্ট'স্ এর সৌজন্যে।

এদের বয়স থাকে দশ কি এগারো। কিন্তু আমেরিকাতে এই দুটি দল একত্রিত থাকে এবং সব ছাত্রদের কাছে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে।

এই ধরনের সাম্যবাদী ও গণতান্ত্রিক প্রণালীর অনেক অসুবিধা আছে। বর্তমান কয়েক বৎসরে পাব্লিক স্কুল কর্তৃপক্ষরা ছাত্রদের, বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের, অকৃতকার্য হলেও শিক্ষা বিষয় বা শিক্ষা বৎসরকে পুর্ণগ্রহণ করতে দিতে অনিচ্ছুক হন্। এর মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাল হয় না। কয়েকটি বিশেষ ব্যতিক্রম ভিন্ন সকলেরই উচ্চ শ্রেণীতে প্রমোশন হয়। স্পষ্ট-ভাবে দেখা যায় যে এতে সুষ্ঠুরূপে কাজ করবার চাপ কমে যায় এবং একই শ্রেণীতে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ছাত্র সমাবেশ হয়, ফলে কার্যকরীভাবে শিক্ষা-

জান প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। কয়েকটি স্কুলে শেষোক্ত বাধাটি দূর করবার জন্ত ছাত্রদের সামর্থ্য অনুসার দুই ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

সর্বাপেক্ষা কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার দিয়ে ও সম্মানী সমিতিগুলিতে মনোনয়ন করে তাদের কার্যের জন্ত প্রত্যভিজ্ঞা দেওয়া হয়। যাই হোক, ছাত্রদের পক্ষে কঠিন পরিশ্রমের প্রধান প্ররোচক হোল—তাদের বিখ্যাত স্কুল বা টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ভর্তি হবার বাসনা। কারণ এই সমস্ত স্কুলগুলি অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর এবং সেখানে গ্রহণ করবার ক্ষমতা অপেক্ষা দরখাস্তকারীদের সংখ্যা অনেক বেশী।

পাব্লিক স্কুলগুলি বা যে সমস্ত প্রগতিশীল বেসরকারী স্কুল আছে উভয়ই ছাত্রদের বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের বুদ্ধিশীল কাজ ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেবার সঙ্গে একই রকম জোরের সঙ্গে নাগরিকতা ও সুষ্ঠুরূপে সমাজে মিশবার ক্ষমতাও শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়া হয় 'সম্পূর্ণ শিশু' টিকে শিক্ষিত করতে এবং শিশুদের স্বাভাবিক কৌতূহল ও প্রয়োজনের ভিত্তিতেই শিক্ষাদান করত। দৃষ্টির সহায়তা, দলবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ এঁরা গ্রহণ করেন। শিক্ষাবিদরা এদের শিক্ষা-পদ্ধতির কার্যকারীতা পরিমাপ করবার জন্ত প্রায়ই মনস্তত্ব-সংক্রান্ত ও শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রমিত করা পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষদের কলেজে-শিক্ষক-মনস্তত্ব ও শিক্ষা পদ্ধতির উপর ততখানি জোর দেয় ঠিক সেই রকম জোর দেওয়া হয় সেই বিষয়গুলির উপর যে বিষয়গুলি শিক্ষাকরা সত্যই শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

এই ধরনের প্রচেষ্টাকে যার সঙ্গে জন ডিয়ুইর তত্বগুলির সর্বাঙ্গীন মিল আছে, অনেক দিক্ দিয়ে কুসংস্কারমুক্ত বলা চলে, কিন্তু সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এইটিকে বিশেষভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। সমালোচকরা বলেন যে এই প্রগতিশীল শিক্ষা বুদ্ধিবাদ-বিরোধী ও এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত ছাত্ররা কোন কঠিন বা শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তা করতে সমর্থ নন। এরা প্রগতিশীল শিক্ষকদের দোষারোপ করেন যে তারা সামাজিক সমন্বয় সাধনে এত অধিক ব্যস্ত থাকেন যে প্রচলিত সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যের যথার্থ মর্যাদা দেন না। তাঁরা মনে করেন যে আমেরিকান স্কুলে অতীত অপেক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর অধিক জোর দেওয়ার ফলে একদল অজ্ঞ-নাগরিকের সৃষ্টি হয়। এঁরা বলেন যে, যে বিষয় শিক্ষা করতে হোলে, একাগ্রচিন্তা স্মরণে রাখবার প্রয়াস ও বারম্বার

পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় সে সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করলে বিদেশী ভাষা, ইতিহাস, উচ্চঅঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষা অবহেলিত হয়। এঁরা যুক্তি দেখান যে স্কুলে বহু ধরনের বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ও বহু ধরনের শিক্ষা বিষয় থাকার জন্য প্রকৃত শিক্ষা হয়েছে ভগ্ন ও অসম্বদ্ধ। পাব্লিক স্কুলের স্বপক্ষে যাঁরা আছেন তাঁরা এই সব দোষারোপকে অস্বীকার করেছেন। এঁরা বলেন যে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিগুলি সাফল্য লাভ করেছে ও তাদের কার্যফলের ক্রমোন্নতি হচ্ছে। এঁরা দেখিয়েছেন যে পূর্বে শিক্ষিত পরিবারের কয়েকটি মাত্র মুষ্টিমেয় বালক মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করতো। বর্তমানে সর্বশ্রেণীর পরিবারস্থ বিভিন্ন ধরনের শিশুদের এমন কি স্বল্প-ইংরাজীজ্ঞান সম্পন্ন নবাগত উপনিবেশিক শিশুদেরও গ্রহণ করতে হয়।

একটি অসুবিধা হল এই যে এত অধিক সংখ্যক ছাত্রের জন্য যোগ্য শিক্ষক পাওয়া দুঃসাধ্য। শিক্ষকদের বেতন বিভিন্ন প্রদেশ ও সমাজ বিভিন্ন রকমের এবং তার পরিমাণ এতো অল্প যে কোন যোগ্য ব্যক্তি তাতে আকৃষ্ট হন্ না।

যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণালীতে শিক্ষা সংক্রান্ত কোন প্রতিবিধান নেই, সেইজন্য শিক্ষা বিষয়টি প্রদেশগুলির দায়িত্ব ভার বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। যদিও পরোক্ষভাবে যুক্তসরকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। প্রাদেশিক সরকাররাও তাদের দিক নিয়ে, অনেকগুলি ছোট বড় আর্থিক ও শাসন সংক্রান্ত দায়িত্বভার ছোট, বড় শহরের উপর ন্যস্ত করে দেয়। যেখানে জনসাধারণ নির্বাচিত অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমিতিগুলি এইসব স্কুলদের পরিচালনা করে। যদিও এই ব্যবস্থাটির সঙ্গে আমেরিকার স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শ-এর মিল আছে, তবুও এই ধারাটি থেকে বিভিন্ন প্রদেশবাসী ছাত্রদের মধ্যে সুযোগ সুবিধার অসাম্যের উৎপত্তি হয়। ১৯৫০ সালে নিউইয়র্ক, নিউজার্সি ও ওরেগন দেশগুলি প্রতিটি ছাত্রের উপর ২৭৫ ডলার ব্যয় করেছে। মিসিসিপি ব্যয় করেছে মাত্র ৮০ ডলার। শিক্ষার উৎকর্ষের তারতম্য শুধু বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে নয়—একই প্রদেশের বিভিন্ন শহরের মধ্যেও দেখা যায়। শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতিসাধনের জন্য জনসাধারণ অতি উদ্বিগ্ন, সেইজন্য তারা শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও বেসরকারী স্কুলগুলির জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে প্রচারকার্য চলিয়ে থাকেন।

উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে পূর্ণশিশুকে শিক্ষা দিয়ে নাগরিকত্বের জন্ম প্রস্তুত করতে হয় বলে ছাত্র ও শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বহির্গত কর্ম্যকলাপ ও বহির্গত বিষয় নিয়ে অনেক শক্তি ও সময় ব্যয় করে থাকেন। উচ্চ-বিদ্যালয়গুলি ছাত্রশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করেন যেমন ছাত্রদের সংবাদপত্র, সাহিত্যিক পত্রিকা, ইয়ারবুক-প্রকাশ করা, নানা জাতীয় ক্লাব গঠন করা যেখানে সঙ্গীত, নাটক বিদেশী ভাষা শিক্ষা, বিতর্ক সভা, শিল্প স্বজনী রচনা, ফোটোগ্রাফি ইত্যাদির প্রচলন আছে। অধ্যাপক-বর্গের তত্ত্বাবধানে ছাত্ররাই এই সমস্ত ক্লাব পরিচালনা করে থাকেন। একে গণতান্ত্রিক উপায়ে বাস্তবিক অভ্যাস দ্বারা দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন শিক্ষা দেবার উপায় বলে মনে করা হয়। সব ছাত্রদেরই দৈহিক-চর্চা শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। যারা পেশাদারী শিক্ষা-প্রাপ্ত দলের সভ্য হন তারা স্থানীয় বিজয়ী নির্বাচন লীগের প্রতিযোগিতাগুলিতে অন্যান্য স্কুলের সেইরূপ খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলেন। এই সব ব্যাপারে ছোট শহরগুলিতে খুবই চাঞ্চল্য দেখা যায়। উচ্চবিদ্যালয়গুলির ব্যাণ্ড বাজনা, নেতাদের উৎসাহ প্রদান ও ঢাকের শব্দে সবই আরো যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

ক্যাথলিক গির্জাগুলিও পাব্লিক স্কুল-ধারার সঙ্গে সাদৃশ্য-সম্পন্ন, নিজস্ব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। যে শাসনতন্ত্র সংশোধনটির দ্বারা রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে ব্যবধান করা হয়েছিল, সুপ্রীম কোর্ট তার ব্যাখ্যা করলেন যে রাষ্ট্র সাহায্য নির্ভর স্কুলে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ক্যাথলিক গির্জাগুলি স্থির করেছিলেন যে প্রত্যেকটি যাজক পল্লীতে তাঁরা একটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। বর্তমানে প্রায় শতকরা ৬০টি যাজক পল্লীতে স্কুল আছে কিন্তু এই যাজক পল্লীদের কয়েকটি অভিভাবক তাদের সন্তানদের পাব্লিক স্কুলেই পাঠাতে ইচ্ছুক। ক্যাথলিক স্কুলগুলি তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য যানবাহনের জন্য বাস ও অন্যান্য কয়েকটি সুবিধা চাওয়াতে অনেক তর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ক্যাথলিকরা মনে করেন যে তারা নিজেদের স্কুলের জন্য অর্থব্যয় করে এবং সেই সঙ্গে করদানের মধ্যে দিয়ে—বেসরকারী স্কুলগুলি সাহায্য করে,—একটি অসমান ভার বহন করে চলেছেন।

প্রথম দৃষ্টিপাতে মনে হয় যে আমেরিকান কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের

বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়ের অনেক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য আছে। ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের সাহায্যনির্ভর তারা বহু সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করতে বাধ্য হতেন, এবং তাদের জন্য মৌমাছি-পালন থেকে সুরু করে হোটেল-চালানো শিক্ষার ন্যায় নানা প্রকার শিক্ষার বন্দোবস্ত রাখতে হতো। ভর্তি হবার জন্য চাপের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের উৎকর্ষের নির্দিষ্টস্তরও ততোধিক উচ্চ করে চলেছে। পাঠক্রমের বহির্ভূত কার্যকলাপ ঐকান্তিকতাপূর্ণ ও অতিশয় সুসংগঠিত।

কিন্তু আমেরিকার শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিজ্ঞান বা প্রাচীন সাহিত্যের মেধাবী অধ্যাপকদের অগ্রগামী ছাত্ররা সুচারুরূপে শিক্ষিত। দেশের সর্বত্র যে অনেকগুলি ক্ষুদ্রকার খ্যাতনামা কলেজ আছে, তাদের সম্বন্ধেও একথা সত্যি। পৃথিবীর সর্বস্থান থেকে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ও বৈজ্ঞানিকরা শিক্ষকতা করার উদ্দেশে আমেরিকায় এসেছেন। পাঠাগারগুলিও টেক্‌নিক্যাল যন্ত্রপাতিগুলিও প্রায়ই অত্যন্ত চমৎকার হয়। একটি প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎকর্ষের নির্দিষ্ট স্তরের প্রভেদটি সময়ে সময়ে অত্যাধিকরূপে দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৯০০টি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পেশা দারী। বিজ্ঞান শিক্ষার্থে বা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (যাদের ইন্‌স্টীটিউট্ বলা হয়) শিক্ষকদের জন্য কলেজ (যাদের নর্মাল স্কুল বলা হয়) ও দুইবৎসর ব্যাপি-জুনিয়ার কলেজ আছে। এদের মধ্যে কয়েকটি বেসরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ও শাসনাধীন, কয়েকটি জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত এবং আর কয়েকটি মিশ্রিত জাতের।

আমেরিকার উচ্চশিক্ষাকে কোন সার্বজনীন আখ্যা দেওয়া চলে না। এটা কোন বিশিষ্ট প্রণালীতে সংগঠিত নয় বা কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে নয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান গুলি, নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতির ও গঠনাকারে পরিণতি লাভ করবার সঙ্গে, নিজেরাও স্বাধীন ভাবে গড়ে উঠেছে। প্রাদেশিক আইন সভা বা গভর্ণরের দ্বারা নিয়োজিত অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বোর্ড-ই রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করে থাকে। রাজ্যস্থিত ছাত্ররা অধ্যয়ন করার জন্য যে পরিমাণ বেতন দেয় বহিরাগত ছাত্ররা তার চেয়ে অধিক

পরিমাণ দিয়ে থাকে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি চালনা করে একটি অনবক্কয় বোর্ড অব ট্রাস্ট্রী যার মধ্যে প্রাক্তন ছাত্রদের কিছুটা প্রতিনিধিত্ব থাকে। এঁরা অত্যন্ত উচ্চহারের বেতন গ্রহণ করেন, কিন্তু উপযুক্ত ছাত্রদের বদান্যহাতে ছাত্রবৃত্তি দান করে থাকেন। কলেজগুলি নিজেরাই কয়েকটি আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কারণ তারা বেসরকারী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে একটি মান নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করে বলে, কিন্তু তবুও প্রচুর তারতম্য দেখা যায়। বিশিষ্ট কলেজগুলিতে প্রবেশ করবার জন্য, দেশের সর্বত্রই ছাত্রদের পক্ষে একই রূপ পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। স্বাধীন পরীক্ষকরা এদের শ্রেণীতে বিভক্ত করবেন।

গ্রামের স্কুল। উইনস্লো হোমার
সিটি আর্ট মিউজিয়াম, সেন্টলুই-এর সৌজন্যে।

পাব্লিক ও বেসরকারী উভয় স্কুলগুলিরই আজকাল গুরুতর আর্থিক সঙ্কট দেখা যাচ্ছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন, কারণ তারা প্রদত্ত অর্থের উপর নির্ভরশীল। এদের অধিকাংশ অর্থ সাহায্য কর্তব্যনিষ্ঠ প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে আসে। এই সব ছাত্রদের নিজ নিজ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি প্রবল নাড়ীর টান। আমেরিকাতে প্রাক্-স্নাতক এবং প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানগুলি 'আমার কলেজ' ভাবটাকে বাড়াতে খুব সাহায্য করে।

নাম দেখে কোন প্রতিষ্ঠান বেসরকারী আর কোনটা পাব্লিক স্থির করা সম্ভব নয়। দর্শককে প্রত্যেকটি ভিন্ন স্থানে ভিন্নভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। বোষ্টন কলেজটি ম্যাসাচুসেট্‌সের বোষ্টন শহরের একটি ক্যাথলিক কলেজ যার সঙ্গে সেই শহরের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে কোন ও সম্পর্ক নেই। পেন্‌সেলভেনিয়ার রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি প্রতিষ্ঠান, কিন্তু প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি বেসরকারী ব্যাপার। আবার নিউ ইয়র্ক প্রদেশের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়টি তার কয়েকটি পেশাদারী স্কুলের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন, সেইজন্য এর বোর্ড অব ট্রাস্টীতে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্ব আছে কিন্তু তবুও এটি এখনও পর্যন্ত বিশেষ ভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। বড় বড় শহরগুলি নিজেরাই তাদের নিজেদের পাব্লিক কলেজ পরিচালনা করে থাকেন। নিউ ইয়র্ক শহরে অন্ততঃপক্ষে পাঁচটি আছে।

এমনকি এই প্রকার নাম-তালিকা টিকেও যেন বিভ্রান্তকারী মনে হয়। উচ্চশিক্ষা বলতে উচ্চ বিদ্যালয় বোঝায় না, বোঝায় সেই শিক্ষাটিকে যার সুরু হয় উচ্চবিদ্যায়ের শিক্ষা ও বেসরকারী প্রিপেরটারি শিক্ষা সমাপ্তির পরে। এই সময়ে ছাত্রের অন্ততঃপক্ষে পক্ষে বারো বৎসর কালের বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। 'কলেজ' ও 'বিশ্ববিদ্যালয়' বাক্য দুটি অত্যন্ত অনির্দিষ্ট ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণ ভাবে কলেজ হোল একটি প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য হোল শিক্ষার্থীদের কলা বা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর উপাধির জন্য তৈরী করে দেওয়া। এই প্রস্তুতির জন্য চার বৎসর সময় প্রয়োজন। যখন তারা উপাধির জন্য অধ্যয়ন করতে থাকে তখন তাদের বলা হয়—প্রাক্‌স্নাতক। কোন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু সংখ্যক স্কুল বা শিক্ষা ব্যবস্থা থাকে এবং স্নাতকোত্তর কাজের সুবিধা দেয়। যে সমস্ত শিক্ষার্থী কলা বা বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক উপাধি পেয়ে গেছেন তারাই উচ্চতর উপাধির জন্য স্নাতকোত্তর কাজ করতে পারেন। এম-এ উপাধি পেতে হলে এক বছরের স্নাতকোত্তর কাজ করা প্রয়োজন। এইটি একটি মাধ্যমিক উপাধি যার কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই শুধু যারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য প্রয়োজনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধির পরে,

'ডক্টর অব ফিলসফি' উপাধির জন্য প্রায় তিন বৎসর সময় প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ 'ডক্টর অব ল' ও 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' উপাধিগুলির জন্য তিন বৎসর ও "ডক্টর অব মেডিসিন" উপাধির জন্য চার বৎসর সময়ের প্রয়োজন হয়।

যেহেতু উচ্চতর উপাধির জন্য অধ্যয়ন করতে হলে, প্রথমে চার বৎসর কাল প্রাক্-স্নাতক শিক্ষা লাভ করতে হয়, সেইজন্য আমেরিকায় ছাত্ররা য়ুরোপীয় ছাত্রদের অনেক পরে তাদের পেশাদারী শিক্ষা সমাপ্ত করে। ব্যবহারিক বা পেশাদারী দিক্ দিয়ে স্নাতক উপাধিটির প্রাথমিক উপাধি হিসাবে কোন প্রত্যক্ষ সার্থকতা নেই। ছাত্ররা কলা বা বিজ্ঞানের বহু প্রকারের সাধারণ কোর্স নিয়ে তাদের অধ্যয়ন সুরু করে। পরে তার মনোনীত কোন বিভাগে একাগ্রচিত্তে কাজ করে বা তাকে 'মেজর' করে যেমন জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, বা ফরাসী সাহিত্য।

আমেরিকার লিবারল্ আর্ট কলেজের প্রথম দুই কি একটি বৎসরের কাজকর্ম য়ুরোপীয় 'জিমন্যাসিয়াম' ও 'লিসে' এর অনুরূপ। অনেক সময়ে আমেরিকার উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রিপেরাটরি স্কুলগুলিকে প্রায়ই একটি মিথ্যা ধারণার উপর সমালোচনা করা হয় যে তারাও য়ুরোপীয় বিদ্যালয়গুলির মত ফলাফল আশা করে সেখানে স্নাতক উপাধি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সোজা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যবহারিক কাজে নিযুক্ত হন।

মোটামুটিভাবে, বিদ্যালয় অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়েরও কলেজের শিক্ষার প্রতি মনোভাবটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক য়ুরোপীয় ও এশিয়াটিক ছাত্ররা প্রায়ই অনুযোগ দেন যে আমেরিকার অধ্যয়ন ব্যবস্থা অত্যন্ত বিশদ্‌ভাবে সংগঠিত ; এর মধ্যে বহু নিয়মকানুন, অত্যধিক সংখ্যক পরীক্ষা ও অসংখ্য নির্দিষ্ট পাঠের জন্য শ্রেণী সম্মিলনের ব্যবস্থা আছে। এর খানিকটা কারণ হোলো যে-যে কলেজে প্রবেশকারী ছাত্ররা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকারী ছাত্রদের অপেক্ষা অপরিণত। এইটি কে একটি প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বলা চলে যদিও সেই প্রচেষ্টা সর্বদা কৃতকার্য হয় না। এই প্রচেষ্টার দ্বারা একই ছাত্রকে বহুসংখ্যক বিষয় থেকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা হয় যে যেসব ছাত্ররা 'ক্রেডিট্' পেয়ে যাচ্ছে তারা যেন একই পরিমান কর্ম সম্পাদন করে। কারণ স্নাত-কোত্তর উপাধি পাবার পর কলেজে কি ধরনের শ্রেণী (গ্রেড্) প্রাপ্ত হয়েছে

তার উপর ছাত্রবৃত্তি ও কর্ম সুযোগ অনেকখানি নির্ভর — · — '...'
উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আমেরিকান ছাত্ররা যে রকম বাহ্যাড়ম্বরহীনভাবে বারম্বার অধ্যাপকদের সংসর্গে আসে বিদেশে সে রকম হয় না। সেমিনার ও স্বাধীন ক্লাশরুম আলোচনার মধ্যে দিয়ে বহু সংখ্যক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত প্রবন্ধ রচনা তার মধ্যে বিষয়বস্তুকে স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ করবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। যদিও আমেরিকান ছাত্ররা বিদেশী ছাত্রদের মত ভাষা ও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে খুব পটু নন তবু ধারণাগুলির আলোচনাতে তারা আশ্চর্যজনক মৌলিকত্ব দেখিয়ে থাকেন। ত্রুটি হোল আমেরিকানদের বুদ্ধিবাদ বিরোধীতা বা 'বুদ্ধিবাদীত্ব সম্বন্ধে ধারণাগুলির বিপরীত। এবং এই শিক্ষাকে একান্তভাবে বস্তুবাদীও বলা চলে না। ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের স্কুলে প্রস্তুতিটি অত্যন্ত বাস্তবতা সংক্রান্ত। কিন্তু কলা সম্বন্ধীয় স্নাতক উপাধির জন্য শিক্ষায় জ্ঞানের প্রয়োজনেই জ্ঞানানুসন্ধান করা হয়।

আমেরিকান কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য হোল একটি আর্ট সংক্রান্ত একটি উদার কর্মতালিকা অনুসরণ করা যার পরিণতি হবে কলা সক্রান্ত স্নাতক উপাধিতে। বি-এ উপাধি যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁরা যে শুধু পেশাদারী স্কুলে যান, তা নয়, ব্যবসাতেও যান। কলা সংক্রান্ত উদার কর্ম তালিকার ছাত্রদের রাজনৈতিক ও দার্শনিক ধারণাগুলির বনিয়াদ খুব শক্ত করে তৈরী করা হয় সাধারণতঃ আশা করে যায় যে তারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের আর্ট সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন হবে।

আমেরিকার প্রাক্-স্নাতক্ শিক্ষাটি আর আমেরিকার বা পশ্চিম য়ুরোপের সংস্কৃতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই। কলেজগুলি ক্রমে এশিয়া দেশীয়, বা মধ্য পূর্বীয়, বা দক্ষিণ আমেরিকান, বা আফ্রিকার বিষয় অধ্যয়নের জন্য অধিক সংখ্যক 'স্থানীয় কর্ম তালিকা' যুক্ত করে চলেছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান—বৈদেশিক ব্যাপারে আমেরিকার বৈশিষ্ট্যসূচক মনোভাবটিকে জটিল ও অনেক সময়ে পরস্পর বিরোধী বলা চলে। একে আন্তর্জাতিকতা ও আমেরিকান বর্ণিত স্বাতন্ত্র্য-বাদের একটি সংমিশ্রণ বলা চলে।

আন্তর্জাতিকতার এই প্রেরণাটি অতি সহজবোধ। যে দেশগুলি থেকে পিতামাতারা অথবা পিতামহরা এসেছিলেন, বহু আমেরিকাবাসীরই সেই দেশগুলির প্রতি একটি আবেগময় সংযোগ অনুভব করে থাকেন। যেমন পোলিশ আমেরিকানরা চান যে স্বাধীন পোলাণ্ড দেশটি সমৃদ্ধ লাভ করুক। আইরিশ আমেরিকানদের আয়ারল্যাণ্ডের প্রতি একই মনোভাব পোষণ করেন। কিন্তু পূর্ব পুরুষদের প্রতি এই অনুরাগটি বাদ দিলেও, আমেরিকা-বাসীরা যথার্থ-ই, পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি আশা করেন। পরিশেষে দুটি মহাযুদ্ধে আমেরিকাবাসীদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, এবং তার পরবর্তী ঘটনাগুলি থেকেও তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে ইচ্ছা থাকলেও তাঁদের পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যাপার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভবপর নয়। একটি প্রধান জাতি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বজাতীয় ঐক্যতানে যোগ দিতে হবে।

আমেরিকান স্বাতন্ত্র্যবাদের মর্মোপলব্ধি করা কঠিন, কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে এর মূল গভীর ভাগে গাঁথা আছে। স্বাতন্ত্র্যবাদীরা জর্জ ওয়াশিংটনের বিদায় অভিভাষণ থেকে তাঁর উপদেশ প্রায়ই উদ্ধৃত করে থাকেন। ওয়াশিংটন বলেছিলেন—"য়ুরোপের কতকগুলি প্রাথমিক স্বার্থ আছে, যা আমাদের নেই বা যার সঙ্গে আমাদের স্বার্থ অতি দূরবর্তী'—এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে—'য়ুরোপের রাজনৈতিক সম্প্রীতি ও দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা'—।

আমেরিকার তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসন্ ধন্যবাদ দিয়েছিলেন যে দেশটিকে 'পৃথিবীর এক অঞ্চলের উচ্ছেদশীল মহামারী থেকে অনুগ্রহ করে প্রকৃতি ও সমুদ্রের দ্বারা পৃথক করা আছে—'। নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সময় তিনি এই কথা বলেছিলেন।

আমেরিকার জাতি গঠনকারীরা ভেবেছিলেন সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলা চলে। য়ুরোপীয় রাজতন্ত্রগুলির কলহের জন্য ঔপনিবেশিকদেরও আমেরিকান মহাদেশের উপর চারটি বিধ্বংসকারী যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এই ধরনের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্খাই ছিল উপনিবেশিকদের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার অন্যতম কারণ। আমেরিকানবাসীরা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ফরাসীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন বটে,

কিন্তু স্বাধীন হবার পর যতদূর সম্ভব ভৌগোলিক দূরত্বের স্বুবিধা গ্রহণ করেছিলেন।

স্বাতন্ত্র্যবাদ খানিকটা ভৌগোলিক বলে, যারা দেশের অভ্যন্তরে বাস করতেন, তাঁরা অতলান্তিক বা প্যাসিফিক তীরস্থ বাসিন্দাদের অপেক্ষা প্রবাহিত ভাবে অধিকতর স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সময় আমেরিকার স্বাতন্ত্র্যবাদটি সংক্ষিপ্ত কালের জন্য ব্যর্থ হয়েছিল। ইংলণ্ড আমেরিকার নৌ-নির্মাণ কাজে বাধা দিয়েছিলো বলে আমেরিকাকে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের জনসাধারণের অপ্রিয় সংক্ষিপ্ত যুদ্ধটি করতে হয়। সেই সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যন্ত য়ুরোপীয় কলহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার নীতি সফল হয়েছে এবং এর অতি গভীর মানসিক প্রভাবও দেখা দিয়েছে। যা 'মনরো ডকট্রিন' নামে খ্যাত সেইটি হোল এই স্বাধীনতার নীতি যাকে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকান প্রজাতন্ত্রগুলিকে রক্ষা করবার কাজে বিস্তৃত করা হয়েছিল।

সর্বোপরি যে সমস্ত দেশ ও জায়গা নিয়ে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে, উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকাবাসীরা, সেইগুলি অধিকার করতে ও একাত্মীভূত করতেই ব্যস্ত ছিলেন।

রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং টেক্সাসের স্বাধীনতার জন্য মেক্সিকোর সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত বিরোধ ঘটেছিল। বিরাট মহাদেশের অধিকাংশ স্থানই ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ চুক্তি দ্বারা আয়ত্তাধীনে আনা হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, আমেরিকার রাজ্য বিস্তার প্রচেষ্টাটি সংক্ষেপে একটি সাম্রাজ্যবাদী রূপ গ্রহণ করেছিল। আমেরিকা তখন পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছিল ও অন্যান্য শক্তিশালী জাতিদের সঙ্গে সাগরপারের রাজ্যগুলির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কিউবা পরিস্থিতির পরিণতি ঘটলো স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে। যুক্তরাষ্ট্র যে শুধু কিউবা নিল তা নয় নিল পর্তুরিকো ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ। সেই সময়ে হাওয়াই ও প্যাসিফিকের কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপও নিল। যখন ফিলিপিনে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ সুরু হোল তখন আমেরিকান সৈন্য বাহুবলে তাকে দমন করলো। প্রভাবশালী লেখকরা নতুন সাম্রাজ্যবাদের তীব্র নিন্দা

করতে লাগলেন। দক্ষিণ আমেরিকার সব রাজ্যগুলিতে প্রচুর আমেরিকান অর্থ খাটানো ছিল, সেই সব দেশে যুক্তরাষ্ট্র বারবার হস্তক্ষেপ করতে সুরু করলো।

এই সাম্রাজ্যবাদী যুগটি সংক্ষিপ্ত। প্রথম মহাযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র শেষের দিকে অনিচ্ছার সহিত যোগ দান করে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধ তাঁর ঘোষণাতে রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন আমেরিকাবাসীরা যে সর্বজাতির গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী সে কথাই পুনরাবৃত্তি করেছেন। 'গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে, পৃথিবীকে নিরাপদ করতে হবে' তিনি বলেছেন 'রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরীক্ষিত ভিত্তিতে গণতন্ত্রের শান্তি স্থাপন করতে হবে। নিজ স্বার্থ সাধনার কোন উদ্দেশ্য আমাদের নেই, আমরা রাজ্য জয় করতেও চাই না, আধিপত্যও করতে চাই না'।

উইলসনের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে নিষ্ঠাবান যুক্তরাষ্ট্র প্রথম মহাযুদ্ধের পর উপনিবেশটির সঙ্গে আর কোন রাজ্য যোগ করেন নি। বরঞ্চ যুদ্ধের বিধ্বস্ততায় যে মানবগণ শাস্তি ভোগ করছিল—যুক্তরাষ্ট্র ত্বরিৎগতিতে তাদের কাছে ওষুধ ও খাদ্যের সরবরাহ পৌঁছে দিয়েছে। যুদ্ধকালে ও পরে আমেরিকার জনগণ রিলিফের কাজে স্বেচ্ছায় প্রচুর পরিমাণে অর্থ দান করেছে। বিশেষ করে প্রচুর পরিমাণে অর্থ পাঠিয়েছে রাশিয়াতে। পরে যখন আমেরিকা মিত্রদের কাছ থেকে যুদ্ধকালীন ঋণ পরিশোধ প্রত্যাশা করেছে তখন য়ুরোপে এক তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল।

চেকোশ্লোভেকিয়া ও ইউগোশ্লাভিয়ার মতো কয়েকটি দেশকে নূতন জাতি হিসাবে পরিগণিত করবার পশ্চাতে উইল্‌সনের সর্বজাতি আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারমূলক নীতির অনেকখানি উদ্যোগ ছিল। লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ আমেরিকার যোগ দান সম্বন্ধে উইলসনের যে পরিকল্পনাটি ছিল, আমেরিকান সেনেট্ অতি সামান্য ভোটের পার্থক্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করে।

যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, আংশিক ভাবে স্বাতন্ত্র্যবাদ পুনরায় দেখা দিল। স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোবৃত্তির আর একটি প্রকাশ চিহ্ন হোলো যে যুক্তরাষ্ট্রে ঔপনিবেশিক আগমনের উপর কঠোর বাধা-নিষেধ জারি হোল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে কোন একটি বৎসর ইচ্ছামত ঠিক করা হোত যখন প্রত্যেক দেশের থেকে নির্ধারিত নির্দিষ্টসংখ্যা অনুসারে ঔপনিবেশিকরা

আসতে পারতেন। এর অর্থ য়ুরোপীয় দেশ থেকে ঔপনিবেশিক আসা বন্ধ হয়ে গেল। এই নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ ব্যাপারটি আমেরিকার শ্রমিকদের
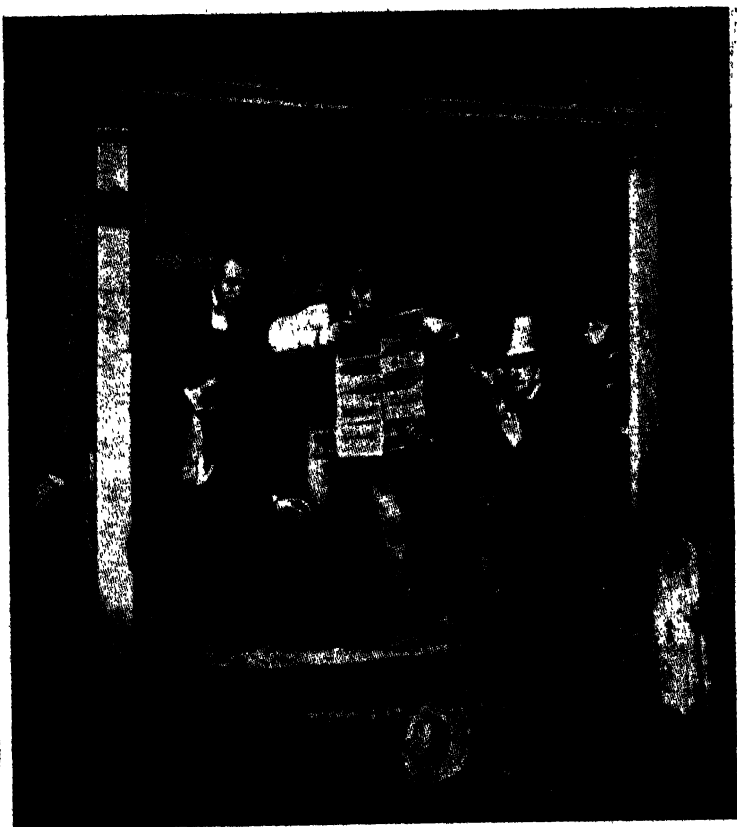
মেক্সিকোর থেকে আগত যুদ্ধ যাত্রী — রিচার্ড সি উড্‌ভী
ন্যাশানাল একাডেমী অব ডিজাইন্‌ নিউইয়র্ক।

মনোমত ছিল কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের থেকে বহু সংখ্যক ঔপনিবেশিক এলে তাদের বেতন হ্রাস পাবার সম্ভাবনা।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ বৎসর পর্যন্ত, যদিও আমেরিকাবাসীরা আন্ত-র্জাতিক সম্মিলনে অংশ গ্রহণ করেছিল এবং ফ্যাসিজমের আক্রমণের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত নিরাপত্তার জন্য কাজ করেছে তবুও স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোবৃত্তির প্রতি-

প্রবণতা ছিল। বুদ্ধিজীবী ও তরুণবয়স্কদের মধ্যে একটি প্রচণ্ড যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, এমন কি যদিও তাঁরা নাৎসিজম্ ও ফ্যাসিজমের বিশেষ বিপক্ষে ছিলেন তবুও তাঁরা চান্‌নি যে যুক্তরাষ্ট্র নূতন একটি যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়।

ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুসভেল্ট তাঁর রাষ্ট্রপতিত্বে প্রথম দফায় নিরপেক্ষ আইন অনুসরণ করেন যার দ্বারা স্প্যানীশ গৃহযুদ্ধরত দুই দলেরই সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড যখন জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হোল, তখন আমেরিকান নেতাদের মনোভাব পরিবর্তিত হোল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার 'লেণ্ড এণ্ড লীজ' ভিত্তিতে অস্ত্র সরবরাহ করতে লাগলেন। যখন জাপানীরা পার্ল-বন্দরে বোমা নিক্ষেপ করলো ও জার্মানী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলো তখন আমেরিকার জনসাধারণ তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ পরিসমাপ্তি ঘটাবার চেষ্টা করলো।

যুদ্ধ শেষে পুনরায় দ্রুতগতিতে আমেরিকা তার সৈন্যদলকে ভেঙে দিলে। এই সময় তাদের স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাব অতটা প্রকট ছিল না। 'এটম্ বম্'-এর বিধ্বংসকারী ক্ষমতা ও হিটলারের মৃত্যু শিবিরের উদ্‌ঘাটিত কাহিনীতে জনসাধারণ আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। তারা মনস্থ করেছিলো যে এই ধরনের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি আর ঘটতে দেওয়া হবে না। আরোও একটি মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল উড্রু উইল্‌সনের বাক্যই সত্য। আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির থেকে আমেরিকা নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারত না। তখন আমেরিকার কর্তব্য ছিল নিজের শক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস ও গণতান্ত্রিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতীয় ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা। সান-ফ্রান্সিস্‌কোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠানটিকে সংগঠিত করবার সময় যুক্তরাষ্ট্র প্রথম অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং নিউ ইয়র্ক শহরে এর স্থায়ী গৃহ নির্মাণ ব্যাপারটিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিলেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যখন দক্ষিণ কোরিয়াকে স্বাধীনতা বিলুপ্তকারী আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে যায়, তখন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে সর্বাধিক জনবাহবলও সরবরাহ দিয়েছিলেন, যাতে তারা আক্রমণকারীদের নিবৃত্ত করে আন্তর্জাতিক চুক্তি-দ্বারা স্থির করা সীমাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র যে শুধু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্য দিয়ে কাজ করেছে তা নয়,

যুদ্ধে নিপীড়িত জাতিগুলিকেও স্বাধীনভাবে সাহায্য করেছে। এ ছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য, এশিয়া ও ভারতবর্ষের নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতিগুলিকেও সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র এই প্রকার সাহায্যের বিশ-শতাংশ মাত্র ঋণ হিসাবে, আর বাকিটা সোজাসুজি উপহার দেওয়া হয়েছে।

যদিও আমেরিকার বৈদেশিক নীতির পিছনে আত্মরক্ষার জন্য সামাজিক বিবেচনা কাজ করেছে তবুও এ নীতির প্রধান জোর দেওয়া পড়েছে অন্যান্য দেশের জন্য স্বাধীনতা আয়ত্ত করার প্রতিও তাদের আর্থিক উন্নতি বিধানের প্রতি। মার্শাল পরিকল্পনাটি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পরিকল্পিত হয়েছিল, এবং পশ্চিম য়ুরোপকে এটি দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধিশালী করে তোলে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সুরু হয় আমেরিকার 'পয়েন্ট ফোর প্রোগ্রাম' যার নাম গ্রহণ করা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর বক্তৃতা থেকে, অন্যান্য নাম নিয়ে এই পয়েন্ট ফোর প্রোগ্রামটি চলতে লাগলো। এঁরা, শ্রমশিল্পপণ্যোৎপাদন পশ্চাৎপদ দেশগুলি যাতে আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ দিতে পারে সেইজন্য সাহায্য দিয়ে থাকেন। কৃষি বিদ্যা জনসাধারণের স্বাস্থ্যবর্ধক কার্যকলাপ। ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য টেক্‌নিকাল বিষয়ে আমেরিকার ব্যয়ে বিশেষজ্ঞদের পাঠানো হয়েছে স্থানীয় নেতাদের সাহায্য করবার জন্য ও নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা স্থানীয় সমস্যা সমাধানের সাহায্য করবার জন্য।

প্রায়ই বলা হয় যে আমেরিকার বৈদেশিক সাহায্যের উদ্দেশ্য স্বার্থজনিত। কথাটি এই হিসাবে সত্য যে বর্তমানে আমেরিকাবাসীরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হয়েছেন যে আমরা সকলেই একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত স্বাধীন জগতে বাস করি, সেখানে প্রত্যেকটি একক দেশের মঙ্গলের উপর সকলের মঙ্গল নির্ভর করছে। আমেরিকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যদেশের সঙ্গে লাভ জনক ব্যবসা করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমেরিকান সরকার আশা করেন না যে তারা অর্থ সাহায্য করেছেন বলে এদের কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। আমেরিকান নীতি কম্যুনিষ্ট বিরোধী কিন্তু এখানেও কারণটি শুধু স্বার্থ বা আত্মরক্ষাজনিত নয়। আমেরিকানরা বিশ্বাস করেন যে শাসন-তন্ত্রের কম্যুনিষ্ট কাঠামোতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয় বটে কিন্তু তার মূল্য দিতে মানুষকে অত্যাধিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় ও স্বাধীনতার বিলুপ্তি

ঘটে। আমেরিকাবাসীরা বিশ্বাস করেন যে মানুষ তার পূর্ণতা লাভ করতে পারে সেই গণতান্ত্রিক সমাজে যেখানে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণকারী নীতি সংগঠনে দায়িত্বপূর্ণ অংশ আছে এবং যেখানে শাসকদের স্বেচ্ছাচারী কাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অধিকারগুলির দ্বারা তাদের জীবন সুরক্ষিত। বলা হয়ে থাকে যে আমেরিকাবাসীরা তাদের বিশ্বাসগুলি অন্য দেশের উপর আরোপিত করতে চায়। এইটি পরস্পর বিরোধী, কারণ অধিকাংশ আমেরিকাবাসী উড্রু উইলসনের মতই বিশ্বাস করেন যে সমস্ত জাতির স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসন সম্পন্ন হওয়া উচিত।

অধিকাংশ দেশগুলির মতই আমেরিকার পক্ষেও এ কথা সত্য যে তার বৈদেশিক নীতি আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের সংমিশ্রণ। কিন্তু যে কেউ আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি পড়বেন ও বৈদেশিক ব্যাপারে কৌতূহলী আমেরিকানদের প্রতিষ্ঠানগুলির বক্তৃতায় উপস্থিত থাকবেন, তিনিই জানবেন যে আমেরিকায় আদর্শবাদী ধারা কতখানি প্রভাব সম্পন্ন ও শক্তিশালী।

আমেরিকার বহু মিত্রও আমেরিকার বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন যে এর ঝোঁক আবেগপ্রবণ কাজের দিকে এবং সে আবেগ ঘন ঘন চেহারা পাল্টায়। স্বাভাবিক গঠনের ব্যাপার। এটা খানিকটা মনের। এবং খানিকটা বৈদেশিক নীতির উপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির মিশ্রিত ধরনের জন্যও বটে। নেতারা বৈদেশিক ব্যাপারে জনসাধারণের সমর্থন ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। একবার সমর্থন পেলে, সমর্থন ক্ষতিপূরণ করবার জন্য তাঁদের কাজ করতে হয় অতি দ্রুতগতিতে। দেশের আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে বৈদেশিক নীতিকেও সমপদক্ষেপে চলতে হয়, এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ও বিভিন্ন মতপন্থী ভোটদাতাদের অনুভূতিকে গ্রাহ্যও করতে হয়।

যদিও রাষ্ট্রপতি ও সেক্রেটারি অব ষ্টেট-এর শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত বিস্তারিত ক্ষমতা আছে তবুও ষ্টেট-ডিপার্টমেন্টের বাজেট নিয়ন্ত্রণকারী কংগ্রেস সেই তাদের কার্যাবলী পুনর্বীক্ষণ করে থাকে। অতিরিক্ত করভার-গ্রস্ত দেশে যখন একটি বিরাট অঙ্কের অর্থ বৈদেশিক সাহায্যে ন্যস্ত করা হয় তখনই স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাব পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবার উপক্রম হয় যাতে আমাদের বৈদেশিক নীতিতে বিপত্তি ঘটে। কয়েকটি আমেরিকাবাসীর প্রশ্ন

করেন 'যে সমস্ত জাতি মুক্তকণ্ঠে আমাদের দোষারোপ করে ও আমাদের একটা অপছন্দ করে, সেই সব জাতিকে কেন আমরা এতখানি অর্থ সাহায্য দেবো ?' এই ধরনের মনোভাবের জন্য অনেক সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের অংশ অতটা হয় না, যতটার জন্য পরিচালকবর্গরা অনুরোধ জানান। যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারকারী দল আছে যারা সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জের প্রতি সহানুভূতি হীন। তাঁরা বলেন যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করা।

আমেরিকাবাসীরা জানেন যে বিদেশে এমনকি যে সব দেশে তাঁরা বহু পরিমাণে জনগণের মঙ্গলার্থে অর্থ দান করেছেন, সেই সব দেশেও, তাঁদের দেশ এবং নীতিগুলির তীব্র সমালোচনা হয়ে থাকে। এই বীতরাগের অনেক-গুলি কারণ আছে, যার কতকগুলি পূর্বেই এই পুস্তিকাটিতে আলোচিত হয়েছে। কম্যুনিস্টরা, পৃথিবীর সর্বত্র, আমেরিকা বিরোধী প্রচার কার্য, যার দ্বারা অবিশ্বাস ও বীতরাগ-এর পরিমাণকে আরো ও অধিক করা যায়, চালাবার জন্য আমেরিকার ভ্রান্তিগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ব্যবহার করেছে।

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশগুলির সম্বন্ধের মধ্যে কতকগুলি অতি গুরুত্ব-পূর্ণ অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা রয়ে গেছে, যার সমাধান করা সহজ নয়। মীমাংসা হয়ত সহজে হতে পারতো, যদি, প্রকৃতিগত পার্থক্যগুলির জন্য ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও ধৈর্যের অভাবের জন্য একটা বিরোধীতার সৃষ্টি না হোত। বুদ্ধিবাদী ও কৃষ্টিসম্পন্ন আমেরিকান নেতারা সেটা উপলব্ধি করেছেন ও এই ভুল বোঝাবুঝি অতিক্রম করবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টাও করেছেন। সেই জন্য এরা শিক্ষা-সংক্রান্ত বিনিময় প্রোগ্রামকে বিশেষভাবে সমর্থন করেছেন। এঁরা চান যে বিদেশী ছাত্ররা আমেরিকাকে দর্শন করুন, আমেরিকান পরিবারকে পরিদর্শন করুক ও আমেরিকান জীবনকে নিরীক্ষণ করুক। সেই সঙ্গে আমাদের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ছাত্র বিদেশে গিয়ে সেখানকার সংস্কৃতি ভাষা শিক্ষা করে জনগণকে জেনে আসুক। এখনই এদের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করা যায় এবং ভবিষ্যতে আরো অধিকতর অনুভব করা যাবে। যখন আমেরিকাবাসীদের সঙ্গে বিদেশী জাতিগুলির সৌহার্দ্য হবে গভীরতর। ও পরস্পরের সম্বন্ধে জ্ঞান ও মূল্যো বৃদ্ধি পাবে ; কারণ এই ছাত্ররাই অদূর ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ মত সম্পন্ন নেতা হয়ে উঠবে।

আমেরিকার উচ্চশিক্ষা পদ্ধতি

আমেরিকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার নির্দিষ্ট সময় বারো বৎসর। এর পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বলা হয় উচ্চশিক্ষা। আমেরিকার শিক্ষা-পদ্ধতি বিকেন্দ্রীয় ও বহুমুখী। এই শিক্ষা প্রণালীর পরিচালক কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার নয়। কতগুলি শিক্ষালয়কে রাষ্ট্র প্রতিপালন করে থাকে, কতকগুলি প্রতিপালন করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও কতকগুলিকে ধর্ম সম্প্রদায়রা প্রতিপালন করে। আমেরিকার প্রত্যেকটি উচ্চ-শিক্ষায়তন একজন আচার্য (চ্যান্সেলার) বা একজন (প্রেসিডেন্ট) সভাপতির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে। তাকে কয়েকজন ডীন সাহায্য করেন, কিন্তু সামগ্রিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে ট্রাস্টী বা রিজেন্ট নামে অভিহিত একটি পরিচালক সমিতির উপর। রাজ্য সরকারের সাহায্য-নির্ভর শিক্ষায়তনগুলি পরিচালক সমিতি রাজ্যের অধিবাসীদের নিয়েই গঠিত হয়। রাজ্যপাল (গভর্ণর) রাজ্য-আইন-পরিষদের মতানুযায়ী পরিচালক সমিতির সভ্য মনোনয়ন করে থাকেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য যদিও অভিন্ন তবুও এদের শিক্ষা-পদ্ধতিতেও মানের অনেক সময়ে তারতম্য দেখা যায়।

উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি দুই প্রকারের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়াও দুই বৎসর ব্যাপী, নিম্নমানের (জুনিয়ার) শিক্ষালয়, ল্যাণ্ডগ্রান্ট কলেজ, টেক্নোলজিকাল ইন্‌স্টিটিউট (শিল্প-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান), আইন, চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যবহারিক বিদ্যালয় আছে।

চলতি কথায়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়—এই দুটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এই দুটির মধ্যে প্রভেদ আছে। কলেজগুলিই আমেরিকান উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থার আদি ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান। এর থেকেই শিক্ষায়তনের ক্রম-বিকাশ হয়েছে। আমেরিকান কলেজ একটি অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান, অন্য কোন দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিতে এর প্রকৃত অনুরূপ মেলে না। যদিও অধিকাংশ আমেরিকান কলেজেই বিজ্ঞানাদি বহু বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তথাপি কলেজগুলিকে সাধারণতঃ বলা হয় 'লিবারল্ আর্টস্ কলেজ'। কলেজগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে অথবা কোন

বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গও হতে পারে। কারণ, অনেকগুলি বিদ্যালয় নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে একটি প্রাক্-স্নাতক কলা-বিদ্যালয়, গ্র্যাজুয়েট বিদ্যালয় ও ব্যবহারিক বিদ্যালয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে, এ ছাড়াও কৃষি ও ব্যবসা প রচালনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রাক্-স্নাতক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। লিবারল্ আর্টস্ কলেজগুলিতে ছাত্ররা বিজ্ঞান বা কলা বিষয়ে চার বৎসর শিক্ষা লাভের পর স্নাতক-উপাধি লাভ করতে পারে। ছাত্ররা সাধারণতঃ আঠারো থেকে বাইশ বৎসর পর্যন্ত কলেজগুলিতে অধ্যয়ন করে থাকে।

প্রতি বৎসর মে বা জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩২ থেকে ৩৬ সপ্তাহ পর্যন্ত শিক্ষার সময় নির্দিষ্ট করা। এই হোল শিক্ষার নির্দিষ্ট সময়। এই নির্দিষ্ট সময় (একাডেমিক ইয়ার বা অধ্যয়ন কালকে অনেক বিদ্যালয়েই দুটি সেমেস্টার বা টার্ম ভাগ করা হয়। আবার কোন কোন বিদ্যালয় বৎসরকে ৪টি ১২ সপ্তাহ ব্যাপী অংশে (কোয়ার্টারে) ভাগ করে সেপ্টেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত ৩৬ সপ্তাহ অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। যে সব বিদ্যালয় সেমেস্টার প্রণালী অনুসরণ করে সেগুলিতে অনেক সময়ে ৬ থেকে ১২ সপ্তাহ ব্যাপি বিশেষ গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা অধিবেশনের ব্যবস্থা থাকে। ছাত্ররা ইচ্ছা করলে এই বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এর জন্যে আলাদা বেতন দিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের ছাত্ররা ইচ্ছা করলে, অন্য বিদ্যালয়েও এই গ্রীষ্মকালীন বিশেষ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এর জন্য কোন "ক্রেডিট্" তারা পায় না।

প্রাক্ স্নাতক ছাত্ররা শিক্ষার কাল হিসাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের বলা হয় 'ফ্রেশেম্যান', দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের বলা হয় "সোফামোরস্"। তৃতীয় শ্রেণীকে বলা হয় 'জুনিয়ারস্ ও চতুর্থ শ্রেণীকে বলা হয় 'সিনিয়ারস্'। বিদেশী ছাত্র যে শুধু ফ্রেশম্যান হয়েই আমেরিকান কলেজে ভর্তি হবে, এরূপ মনে হবার কোন কারণ নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষ ঠিক করে দেন কে কোন্ শ্রেণীতে ভর্তি হবে। যাদের কোন বিষয়ে প্রভূত অভিজ্ঞতা আছে তাদের জুনিয়ার এমনকি সিনিয়ার হিসেবেও ভর্তি করা যেতে পারে। অনেক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা মূলক ভাবে বিশেষ শিক্ষার্থী রূপে গ্রহণ করা হয়। সাধারণতঃ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলির পাঠ্য বিষয়, ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক এবং সেইজন্য কোন বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা লাভের উপর য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা কম জোর দেওয়া হয়।

কলেজের প্রথম দুই বৎসর সাধারণ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট। পাঠ্য তালিকায় বহু বিষয় থাকে এবং সাধারণতঃ শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাপক। কোন কোন বিষয়ে শিক্ষণীয় বস্তু আরো বহু বিস্তৃত। যথা, ললিতকলার ইতিহাস শিক্ষা দিতে গেলে প্রাচীন মিশরীয় ইতিহাস থেকে সুরু করে আধুনিক ললিতকলার বিভিন্ন ধারা ও যুগ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এই প্রকার বহু বিস্তৃত পাঠ্য-বিষয়গুলিকে বলা হয় সার্ভে কোর্স। এই প্রকার সার্ভে-কোর্সে বিষয়বস্তুর সম্যক পর্যালোচনা হয়, সুতরাং কোন বিষয়ে উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট শিক্ষা-লাভ করবার পূর্ব্বে এই সার্ভে কোর্স অবশ্য গ্রহণীয় বলে গণ্য হবে। শিক্ষার্থী যদি কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য আগ্রহান্বিত হয়, অথচ সে বিষয়ে আবশ্যকীয় সার্ভে কোর্স তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভবপর না হয়, তা হলেও তাকে অনেক সময়ে সে বিষয়ে উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। কিন্তু তাকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হয় না বা কোন উপাধি সে পায় না।

কলেজের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ষে ছাত্ররা নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষালাভ করবার জন্য অধ্যয়ন করে থাকে। যে বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় মেজর বা প্রধান বিষয়।

এ ছাড়াও ছাত্রদের কতকগুলি অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয় আছে। পাঠ্য বিষয় বা নিয়মাবলী, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ষপঞ্জীতে উল্লিখিত থাকে। প্রাক্-স্নাতক ছাত্রদের জন্য শারীরিক শিক্ষার এক বা একাধিক কোর্স অধিকাংশ বিদ্যালয়েই অবশ্য গ্রহণীয়। সাধারণতঃ গল্‌ফ্, সাঁতার, টেনিস্ বা দলগঠনের দ্বারা ক্রীড়ার যে কোন একটা বেছে নেওয়া যেতে পারে। কোন কোন বিদ্যালয়ে গ্রন্থপাঠ ও অধ্যয়ন রীতি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এর জন্য ছাত্ররা কোন ক্রেডিট্ পায় না। কিন্তু এইরূপ বিশেষ শিক্ষার ফলে ছাত্ররা ক্লাশে দ্রুত নোট নেওয়া বা বিষয় বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করতে পারদর্শিতা লাভ করে থাকেন।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধ্যাপনার বিষয়-অনুসারে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ হয়ে থাকে। যথা ইংরাজি বিভাগ, ফরাসী বিভাগ, ইতিহাস বিভাগ

ইত্যাদি। ইদানীং কয়েকটি বিষয় সংযুক্ত করে পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করার দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এইরূপ পাঠ্য-তালিকার বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। আপনাকে কোন নির্বাচনে সাহায্য করবার জন্য আপনার মেজর বা প্রধান বিষয়ের বিভাগ থেকে একটি প্রফেসারকে নিযুক্ত করা হবে। তিনিই হবেন আপনার শিক্ষা-উপদেষ্টা বা একাডেমিক এড্ভাইসার।

আমেরিকার শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক সাধারণতঃ বাহ্যাড়ম্বর ও লৌকিকতাশূন্য এবং যথার্থ বন্ধুজনোচিত। শিক্ষকরা ছাত্রদের কল্যাণকামী ও তাদের প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে ও তাদের যথাবিহিত পরিচালনা করতে ক্লাশের বাইরে বহুসময় ব্যয় করে থাকেন। বিদেশাগত ছাত্রেরা আমেরিকান কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বহুসংখ্যক ছাত্রী দেখে আশ্চর্য বোধ করেন।

ক্লাশের বক্তৃতা বা ব্যাখান করা সাধারণতঃ অধ্যাপনার বিশিষ্ট রীতি। এ ছাড়াও ক্লাশের বাইরে অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং ক্লাশের সময়ে শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পর আলোচনা, শিক্ষা পদ্ধতির বিশেষ অঙ্গ। অবশ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ক্লাশের ব্যাখান ও পরীক্ষাগারের কাজ এবং ললিত কলায় বক্তৃতা ও হাতে কলমে কাজ, দুই থাকে। শিক্ষকতা-বিদ্যা-শিক্ষায় ক্লাশে অধ্যাপনার অনুধাবন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কার্যতঃ শিক্ষা দেবার সুযোগ থাকে। পড়বার বিবিধ বই ও প্রবন্ধ, নিজস্ব রচনা, ও বিবরণী প্রভৃতি পাঠ্য বিষয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত থাকে। মৌলিক গবেষণা, ল্যাবোরেটরি এক্সপেরিমেন্ট, ফিল্ড ট্রিপস্ ইত্যাদি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ২৫০০, বা তদূর্ধ্ব শব্দ বিশিষ্ট বিশেষ রচনা বা টার্ম পেপার অবশ্য করণীয় থাকে। এতে কিছুটা প্রাথমিক গবেষণার প্রয়োজন হয়। তথ্য কোথা থেকে সংগৃহীত কোন প্রকার উদ্ধৃত থাকলে তার মূল রচনার উল্লেখ নিশ্চয়ই রাখতে হবে।

অধিকাংশ প্রাক্-স্নাতক্ বিদ্যালয়ও অনেক সময়ে স্নাতকোত্তোর শিক্ষাক্ষেত্রে সেমেস্টারের সুরুতেই পাঠ্য-বিষয়ের তালিকা ছাত্রদের বিতরণ করা হয়। বই, পুস্তিকা, প্রবন্ধ বা কোন বিষয়ের বিশেষ পাঠ্য পরিচ্ছেদ, তালিকায় উল্লেখ করা থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটা পড়ে নিতে হয়। অনেক

তালিকায় অবশ্য পাঠ্য-বিষয় ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত বিষয়ের উল্লেখ থাকে, সেটা ছাত্ররা ইচ্ছে করলে বা সময় থাকলে পড়ে নিতে পারে।

অধিকাংশ পরীক্ষাই লিখিত মৌখিক নয়। এক ধরনের সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়, সেগুলিকে 'কুইজ' বলা হয়। এই পরীক্ষাগুলি কিরূপ বা কতবার হবে সেটা প্রফেসারের ইচ্ছানুসারে স্থির হয়। আগের থেকে এর সময় নির্দিষ্ট হতেও পারে নাও হতে পারে। নিয়মিতভাবে প্রত্যেক সপ্তাহে হোতে পারে, আবার অনির্দিষ্ট সময়েও হতে পারে। সাধারণতঃ এই সংক্ষিপ্ত পরীক্ষাগুলিতে ছোট ছোট প্রশ্ন করা হয়। যার উত্তর একটি মাত্র শব্দে বা কয়েকটি রাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। আবার অনেক সময়ে দু একটি প্রশ্নের উত্তর ছোট রচনার দ্বারা দিতে হয়। 'মাল্টিপল্ চয়েস্ টেস্ট' গুলিতে প্রশ্নে কোন কোন শব্দ বা বাক্যাংশ উহ্য রাখা হয়। দুই বা ততোধিক শব্দ বা বাক্যাংশ থেকে নির্বাচন করে অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করতে বলা হয়। অনেক প্রশ্নে একটি বাক্য উদ্ধৃত করে, সেটা ঠিক কিংবা ভুল নির্ধারিত করতে বলা হয়।

সেমেস্টারের মধ্যবর্তী পরীক্ষা সাধারণতঃ বইগুলির চেয়ে অনেক বড়। টার্ম-এর অন্তে যে পরীক্ষা হয়, তাকে বলা হয় মধ্যবার্ষিক (মিড্ইয়ার) এবং ফাইনাল বা শেষ পরীক্ষা গৃহীত হয়, একেবারে কোর্সের শেষে।

প্রত্যেক কোর্স-এর জন্য কিছু সংখ্যক ক্রেডিট্ বা পয়েন্টস্ নির্দিষ্ট থাকে। এই পয়েন্টস্গুলির প্রকৃত পরিমাণ নির্ভর করে প্রতি সপ্তাহে কতঘণ্টা বক্তৃতা, অধ্যাপনা এবং পরীক্ষাগারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে তার ওপর। এক টার্ম ব্যাপী কোর্সের প্রতি সপ্তাহে তিনটি একঘণ্টার ক্লাস হয়, তবে সেই কোর্সের পয়েন্ট হবে তিন। অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে সন্তোষ জনক ভাবে ১২০ পয়েন্ট অর্জন করলে ডিগ্রি বা উপাধি হতে পারে। শিক্ষার্থী বা সাধারণতঃ প্রতি সেমেস্টারে ১৫ পয়েন্ট অর্জন করে। যদিও বিভিন্ন শিক্ষায়তনের মধ্যে মানের তারতম্য আছে, তাহলেও মোটামুটি বলা চলে, যে কৃতকার্য হতে হলে ছাত্রকে অন্ততঃ 'সি' গ্রেড্ বা তৃতীয় মানের পর্যায়ে থাকতে হবে। এই গ্রেড্ বা মান নির্ণীত হবে পরীক্ষার ফল বা লিখিত রচনার দ্বারা। কখনও বা ক্লাশের আলোচনার গুণাগুনের উপরেও কিছুটা নির্ভর করে।

তৃতীয় বা তদূর্ধ্ব মান সন্তোষজনক শিক্ষালাভের নির্দেশক। 'বি' গ্রেড্ বা দ্বিতীয় মান মোটামুটি উঁচুদরের কাজ এবং 'এ' গ্রেড্ বা প্রথম মান অতীব সন্তোষজনক কাজ বোঝায়। 'ডি গ্রেড্' বা চতুর্থ মান শুধু পাশ করা সূচিত করে কিন্তু গুণানুসারে সাধারণ বা গড়পড়তা নিচে বলে ধার্য হয়। 'ই' বা 'এফ' গ্রেড্ সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক কাজ বলে বিবেচিত হয়। অনেক কলেজে 'ই' বা 'এফ' মানের ছাত্রদের দ্বিতীয় বার শেষ পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এর পর 'ই' বা 'এফ' পর্যায়ে নির্নীত হলে ছাত্রকে একেবারেই অকৃতকার্য হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং অধীত বিষয়ে সে উপাধি পাবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এরূপ ছাত্রকে চলতি কথায় 'ফেলড্' বা 'প্লাক্‌ড্' বলে অভিহিত করা।

অধিকাংশ স্নাতকোত্তর বিদ্যালয়ে 'বিগ্রেড' বা দ্বিতীয় মানকেই সর্বনিম্ন সন্তোষজনক মান বলে গণ্য করে।

অনেক বিদ্যালয়ে যে সব ছাত্ররা কোর্স শেষ করতে পারে না তাদের চিহ্নিত করা হয় এবং কোর্স শেষ করবার জন্য তাদের সময় দেওয়া হয়। কোন ছাত্রের অধ্যয়নের মান যদি অসন্তোষ জনক বিবেচিত হয় কিম্বা তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তাহলে তাকে "প্রবেশনার" বা শিক্ষানবীশ হিসাবে রাখা হয়। অর্থাৎ তাকে এক টার্ম বা নির্দিষ্ট কোন সময়ের মধ্যে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করতে বা শিক্ষার মান উন্নত করতে সুযোগ দেওয়া হয়।

ইদানীং যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকোত্তর বিদ্যালয়গুলির ছাত্র সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকাল শিক্ষকদের সর্বনিম্নতার মান পূর্বাপেক্ষা বেশী করে ধার্য করা হয়। ইহাই স্নাতকোত্তর বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এম্-এ উপাধিকে ন্যূনতম যোগ্যতা বলে ধার্য করেছেন। 'ডক্টরেট' উপাধি কলেজ শিক্ষকদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয়।

সরকারী বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মে বা অন্যান্য অনেক পেশাতেই যোগ্যতার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলারাও আজকাল অধিক সংখ্যায় সর্বসাধারণের কাজে এগিয়ে আসছে। এইসব কারণেই স্নাতকোত্তর বিদ্যালয়-গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এম্-এ বা এম্-এস্-সি, উপাধির অন্যূন এক বা দুই বৎসর স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিল্প-বিজ্ঞান সাংবাদিকতা বা ব্যবসা চালানোর বিদ্যায় এম-এ এম্-এস্-সি উপাধির জন্য অন্ততঃ দুই বৎসর অধ্যয়ন আবশ্যক। সাধারণতঃ এম্-এ, এম্-এস্-সি ডিগ্রি লাভ করতে হলে (১) অন্যূন ৩২ পয়েন্ট বা ক্রেডিট্ সহ সফলতার সঙ্গে শিক্ষার কোর্স সম্পূর্ণ করতে হবে। এর মধ্যে ২০ পয়েন্ট থাকবে ছাত্রদের প্রধান শিক্ষনীয় বিষয় বা মেজর সম্বন্ধে (২) পরীক্ষার অন্ততঃ 'বি' গ্রেড্ বা দ্বিতীয় মনের পর্যায়ে গণ্য হতে হবে (৩) একটি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে হবে (৪) গবেষণীয় বিষয়ে মৌলিক পরীক্ষা দিয়ে এবং পাঠ্য-তালিকার অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। সাধারণতঃ এম্-এ, এম্-এস্-সি ও ডক্টরেট উপাধির জন্য মৌলিক গবেষণার উপর এবং বৃত্তি বা পেশাদারী শিক্ষার কার্যকরী প্রস্তুতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

(Ph.D) পিএইচ্ ডি, (Ed. D.) এড্ ডি ও (D. Sc) ডি-এস্-সি ডিগ্রির জন্য অন্যূন দুই বৎসর একাগ্র অধ্যয়ন প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। যেমন বিজ্ঞান বিষয়ের ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য চার পাঁচ বৎসর সময় প্রয়োজন। ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য অনেক সময়ে এক বা একাধিক বিদেশী ভাষায় কার্যকরী ব্যুৎপত্তি দেখাতে হয়। সাধারণতঃ জার্মান ফরাসী ও স্পানীশ এই তিনটিই বিদেশী ভাষা বলে গণ্য হয়। অবশ্য কোন কোন শিক্ষায়তনে বিদেশী ছাত্রদের পক্ষে তার মাতৃ-ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় বিদেশী ভাষা বলে গণ্য করা হয়।

ক্লাশের বক্তৃতা বা আলোচনা সভায় এবং অধ্যাপকের নিয়ন্ত্রণাধীন মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষ করে ডক্টরেট্ ডিগ্রির জন্য মৌলিক গবেষণার উপর একান্ত জোর দেওয়া হয়। বস্তুতঃ মৌলিক গবেষণা, স্নাতকোত্তর শিক্ষার অন্যতম প্রাধান উদ্দেশ্য বলে গণ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বহুবিধ বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত থাকে এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করবার কাজে, নিজেদের কর্মক্ষেত্রে ক্রমশঃ প্রসারিত করছে।

অনেক স্নাতকোত্তর শিক্ষালয়ে ছাত্রদের সহকারী হিসাবে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এগুলি একরকমের চাকরি নিলে অধ্যয়ন করবার

সময় কম পাওয়া যায়। সুতরাং ডিগ্রি লাভ করবার জন্য আরোও অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। সহকারীদের বহুবিধ ও বিভিন্ন মানের কাজ দেওয়া হয়। ছাত্রদের প্রশ্নোত্তর পরীক্ষাগারে যন্ত্রশিল্পীর কাজ থেকে সুরু করে নূতন ছাত্রদের ক্লাশ নেওয়া বা মৌলিক গবেষণা পর্যন্ত। তাদের যে কোন কাজ দেওয়া হতে পারে।

বিশেষ পারদর্শী সহকারীকে স্বাধীনভাবে গবেষণা করবার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণতঃ বিভাগের বা বিদ্যালয়ের নির্ধারিত বিষয় নিয়েই সহকারীদের কাজ করতে হয়। কাজের সময় সাধারণতঃ সপ্তাহে ১০ থেকে ১৫ ঘণ্টা কিন্তু গবেষণারত সহকারীদের অনেক সময়ে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। স্নাতকোত্তর বৃত্তিগত শিক্ষা সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেওয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়াও শিক্ষকতা-অধ্যয়নের অনেক সরকারী-সাহায্য-নির্ভর বিদ্যালয় আছে এবং বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত, চারুকলা, আইন, শিল্পবিজ্ঞান চিকিৎসা ও শুশ্রূষা বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এইসব পেশাদারী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান সাধারণতঃ পেশাগত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সমাজের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

টিচার্স-কলেজগুলি একধরনের পেশাদারী বিদ্যালয় যেখানে শিক্ষার্থীদের নিম্ন ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে তৈরী করা হয়। এইরূপ কলেজগুলিতে পাঠ্যতালিকা সম্প্রসারিত করবার দিকে আজকাল ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। যাতে পাঠ্য বিষয়-বস্তু ক্রমশঃ সাধারণ কলেজগুলির অনুরূপ হয়ে যাচ্ছে। অনেক সাধারণ কলেজেও শিক্ষকতা বিদ্যা অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। শিল্প-বিদ্যালয়গুলিতে শিল্প ও বিজ্ঞানের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ অনেক শিক্ষায়তনে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ডিগ্রি বা উপাধি দেয়। টেক্‌নিকাল স্কুলে (কারিগরী বিদ্যালয়) আরোও অল্প সময়-সাপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং এরা কোন উপাধি দেয় না।

ল্যাণ্ডগ্রাণ্ট বিদ্যালয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রাদেশিক সরকারের সাহায্যে স্থাপিত হয়েছিল। এগুলিতে বিশেষ করে কৃষি ও কারিগরী বিদ্যা-শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণ শিক্ষা ও কার্যকরী শিক্ষা এই দুটির মধ্যে যেটি ভাল সেটিই এইগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংযুক্ত করবার চেষ্টা হয়েছে।

জুনিয়ার বা নিম্নমানের কলেজগুলিতে। সাধারণ কলেজের প্রথম দুই বৎসরের অনুরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা থাকে দুই বৎসর ব্যাপী কোর্স শেষ হওয়ার পর (এ-এ) বা বিজ্ঞান (এ-এস্) উপাধি দেওয়া হয়। জুনিয়ার কলেজগুলিতে অনেক ধরনের পাঠ্য বিষয় থাকে। একটি লিবারল্ আর্ট কার্যতালিকা থাকে সেই সব ছাত্রদের জন্য যারা তাদের আনুষ্ঠানিক দুবৎসর সমাপ্ত করতে চায় বা চার বৎসর ব্যাপী কলেজে তাদের অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক। তাছাড়া আরোও কার্য তালিকা ভুক্ত শিক্ষা আছে সেটা কর্মে নিয়োজিত হবার জন্য বিশেষ শিক্ষা হিসাবে প্রয়োজনীয়। যেমন দন্তচিকিৎসক আইনজ্ঞ সেক্রেটারি ও পরীক্ষাগারের কারিগর।

কয়েকটি, বিদ্যালয় 'অনার প্রাণালী'তে পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ ছাত্ররা ব্যক্তিগত দায়িত্ব গ্রহণ করে, সেখানে শিক্ষকরা পরিদর্শন করে না যে ছাত্ররা কলেজের অধ্যয়ন-সংক্রান্ত আইন বা সামাজিক আইন মেনে চলছে কিনা। 'অনার প্রণালী'র একটি বিশেষত্ব এই যে লিখিত পরীক্ষাতে ও কোন পরিদর্শন হয় না। সব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে ছাত্ররা কলেজের আইন মান্য করে চলবে। অনেক কলেজের নিয়ম যে ছাত্ররা বিশেষতঃ নবাগত (ফ্রেশমেন) বা কয়েকটি অনুপস্থিতি (কাট্) বাদে সব ক্লাশে উপস্থিত থাকবে। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়াটা বাধ্যতামূলক সে সমস্ত স্কুলের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বহু ছাত্র জানে না যে তাদের অনুপস্থিতিগুলি তাদের জ্ঞান সঞ্চয়নের মধ্যে কতখানি ফাঁক রেখে যাচ্ছে। যে ছাত্র বিদ্যালয়ের আইন অমান্য করে সে ছাত্র হয় শিক্ষা-সংক্রান্ত নয় সামাজিক শাস্তি গ্রহণ যোগ্য।

আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির যে একটি দিক্ আপনার কাছে নূতন বলে মনে হতে পারে, সেইটি হোল 'ওপেনট্রাক' লাইব্রেরী পদ্ধতি। 'ওপেন ট্র্যাক' লাইব্রেরীতে, কোন লিখিত ফর্ম বা লাইব্রেরীয়ানকে জিজ্ঞাসা না করেই আপনি স্তাক থেকে বই নিয়ে লাইব্রেরীতে পাঠ করতে পারেন। যে ঘরে পুস্তক আছে, সেই ঘর থেকে পুস্তক বাইরে নিয়ে যেতে হলেই আপনার স্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে। সাধারণ পাঠাগারগুলিতে, পাঠাগার পরিত্যাগ করবার সময়ে আপনাকে পুস্তকগুলির জন্য স্বাক্ষর করতে হবে। এই ধরনের উন্মুক্ত স্ট্যাক্ প্রণালীতে আপনার স্বাধীনতা আছে—তথ্য সংক্রান্ত

পুস্তকগুলি ও অন্যান্য গ্রন্থগুলি নিরীক্ষণ করে, আপনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পুস্তকটি সংগ্রহ করবার।

অবসর সময় অতিবাহিত করবার, পক্ষে অধ্যয়ন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পন্থা। কলেজ ও পাঠাগার উভয় স্থানেই সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকা-গুলি বিশেষ স্থানে রাখা থাকে। অনেক কলেজে 'ব্রাউসিংরুম' থাকে যেখানে গদ্য ও পদ্য সংগ্রহ করা থাকে। এই সব কক্ষে আরামদায়ক কেদারা থাকে ও সর্বপ্রকার ছাত্রদের জন্য সদা উন্মুক্ত থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনের নিমিত্ত আপনার প্রস্তুতি

পাসপোর্ট ও ভিসা—যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য আপনার দেশের সরকারের কাছ থেকে একটি পাসপোর্ট বা ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। পাসপোর্ট বা যাত্রী-সংক্রান্ত আইন প্রত্যেক দেশেই ভিন্ন রকমের। যুক্তরাষ্ট্রে 'ইমিগ্রেশন' আইন অনুযায়ী আপনার ছাড়পত্রের বৈধতা থাকা প্রয়োজন, যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করবার পরেও ছয় মাস পর্যন্ত। আপনার বাস গৃহের সন্নিকটে যে আমেরিকান কন্‌সোলেট আছে, সেইখানে অনুরোধ জানালে আপনি, 'ইমিগ্রেশন' আইন-সংক্রান্ত সব তথ্য পেয়ে যাবেন।

ছাড়পত্র বা পাসপোর্ট পাবার পর সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ আমেরিকান কনসোলেটে একটি 'ভিসা'র জন্য আবেদন জানাতে হবে। এই 'ভিসা' আবেদন কালে আপনার কাছে থাকা চাই-আপনার পাসপোর্ট ও আপনার আমেরিকান প্রবাসকালে আর্থিক-সাহায্য করবার সঙ্গতির প্রমাণ। ছাত্র ভিসা (এবং) আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি সার্টিফিকেট থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু তাদের প্রমাণ করা দরকার যে ইপ্সিত শিক্ষা প্রোগ্রামকে অনুসরণ করবার জন্য তাদের যথেষ্ট পড়াশুনা করেছে ও ইংরাজি ভাষায় জ্ঞান আছে। অন্যান্য ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা যারা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবেন না তাদের প্রমাণ দেখাতে হবে যে যুক্তরাষ্ট্রের কোন দায়িত্বপূর্ণ জামিনদারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিভ্রমণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ভিসা প্রাপ্তির জন্য চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী কতকগুলি প্রমাণ পত্রের প্রয়োজন হয়। এই প্রমাণ পত্রগুলি বলে দেবে সে আপনার স্বাস্থ্য ঠিক আছে। এবং গত তিন বৎসরের মধ্যে আপনার বসন্তের টিকা নেওয়া আছে। বসন্তের টিকা সার্টিফিকেটটি আমেরিকায় উপনীত হয়ে প্রবেশ বন্দরে প্রদর্শন করতে হবে। আপনার বুকের এক্সরে ছবি তুলে দেখাতে হবে সে আপনি যক্ষারোগাক্রান্ত নন।

আপনার দেশেস্থ যুক্তরাষ্ট্র কন্‌সুলার অফিসার নির্দেশ দেবে আপনাকে কি জাতীয় ভিসার অনুমতি দেওয়া হবে। ছাত্ররা সাধারণতঃ আবেদন জানায় নন্ ইমিগ্রেশন 'এক্স' বিনিময় দর্শক-এর ভিসা। অথবা নন-ইমিগ্রেণ্ট 'এফ্' ছাত্র ভিসা, 'এক্স ও এফ্' উভয় ভিসাই এখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাল একদিন কম একবৎসর এ দেশে অবস্থান করবার অনুমতি দেওয়া হয়।

আপনাকে কি প্রকার "ভিসা"র অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার উপর আপনার ভবিষ্যতের কার্য-তালিকা নির্ভর করবে। যদি আপনি 'এফ' দর্শক বিনিময় পেয়ে থাকেন, তবে যিনি ভিসার জন্য জামিন দাঁড়িয়েছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের 'এমিগ্রেশন ও ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিসে'র কাছে আপনার কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকবেন। জামিনটি হয়ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও হতে পারে, আবার কোন সরকারী বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানও হতে পারে। 'এক্স' ভিসাটি দেওয়া হয় ফর্ম ডি এস্ পি ৬৬ এর ভিত্তিতে যার নাম "সার্টিফিকেট অব এলিজিবিলিটি ফর এক্সচেঞ্জ ভিসিটর স্টেটাস্"। এই ফরম্‌টি এদেশে থাকবার সময় সদা সর্বদা আপনার সঙ্গে রাখতে হবে। 'এফ' ফর্মটি সংগ্রহ করতে হলে ছাত্ররা তাদের ভর্তির অনুমতি দাতা স্কুলের থেকে 'ইমিগ্রেশন্ ফর্ম' ১-২০ (সার্টিফিকেট অব এলিজিবিনিটি) নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যখন ফর্ম ১-২০ আমেরিকান কনসালকে দেওয়া তখন তিনি ছাত্রদের জন্য 'এফ' ভিসার বন্দোবস্ত করেন।

যদি আপনি নন-ইমিগ্রাণ্ট 'এফ' ভিসা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন তবে আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে স্কুলে আপনাকে প্রবেশ অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনি ভর্তি হবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি, ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টর অব ইমিগ্রেশন ও ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিসের— যিনি আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অঞ্চলের কার্যাধ্যক্ষ. তার অনুমতি পান। যে সমস্ত ছাত্ররা নন ইমিগ্রাণ্ট 'এফ' ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে তারা প্রবেশ বন্দরে ইমিগ্রেশন কর্মচারীর কাছ থেকে "ফর্ম" এবং এম্—২৫৭ এ অথবা ১-৯৪ পাবে। এই ফর্মের নাম "এগ্‌জামিনেশন্ রেকর্ড" বা "টেম্পোরারি এণ্ট্রি পারমিট্"। আইনতঃ আপনাকে এই ফর্মটি সর্বদা সঙ্গে রাখতে হবে কারণ আপনি যে সাময়িক ভাবে আইন সঙ্গত উপায়ে এ দেশে প্রবেশ করেছেন, এটা হোল তারই প্রমাণ।

যদিও সাধারণ ভাবে এই আশা করা যায় যে বিদেশী ছাত্ররা 'এফ' বা "এফ" ভিসার জন্ত আবেদন করবে—কিন্তু কোন কোন বিশেষ অস্বাভাবিক অবস্থার জন্ত আপনি বিভিন্ন প্রকারের ভিসাগুলির মধ্যে একটির জন্ত জানাতে পারেন। আপনার বাসগৃহের সর্ব সান্নিধ্যে যে আমেরিকান কন্‌সুলেট্ আছে সেখানে আপনি ভিসা সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য ও উপদেশ পেয়ে যাবেন।

ভ্রমণের আয়োজন—যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের জন্ত আইন সংক্রান্ত সমস্ত আবশ্যকীয় ফর্ম সম্পাদনের পর আপনার পরিবহণটি স্থির করা প্রয়োজন। আপনি যদি ভ্রমণার্থে গ্রাণ্ট প্রাপ্ত না হয়ে থাকেন, তবে আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হোল যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশ বন্দর থেকে আপনার গন্তব্যস্থান পর্যন্ত টিকিট আপনার নিজের দেশেই কিনে নেওয়া। যদি এই ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে টিকিট কেনেন তবে শুধু যে আপনি কর থেকে মুক্তি পাবেন তা নয়, তাছাড়া ও যুক্তরাষ্ট্রে পৌছাবার আগে আপনার নিজস্ব আমেরিকান মুদ্রা খরচ করবার প্রয়োজন হবে না। যাতায়াতের একত্রিত টিকিট ক্রয় করলে কিছু অর্থও হয়ত আপনি বাঁচাতে পারবেন। যাইহোক যাতায়াতের টিকিট কিনবার আগে দেখে নেবেন যে সেই টিকিটের তারিখটি ও আপনার প্রত্যাগমনের সময় মিলছে কিনা।

যদি আপনি বিমান পথে ভ্রমণ করেন তবে কোন্ জাহাজ কোম্পানী বা ফরওয়ার্ড এজেণ্টদের দিয়ে আপনার ভারী মালগুলি জাহাজে করে আপনার প্রবেশ বন্দরে পূর্বেই পাঠিয়ে দিতে পারেন। এই ব্যবস্থা বহু পূর্বেই করা উচিত তাহলে সেখানে পৌছে জাহাজে কাস্টম্‌স্ দপ্তরে গিয়ে আপনার জিনিস দাবী করতে পারবেন।

যদি সম্ভব হয় তবে, কোন হোটেলের বা ওয়াই-এম্-সি-এ বা ওয়াই-ডব্লু-সি-এ-র একটি কক্ষ আপনার নিজের জন্ত ভাড়া করে রাখতে পারেন। এর দ্বারা আপনার গন্তব্য স্থানে পৌছাবার আগেই আপনার বাসস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারবেন ওয়াই-এম্-সি-এ ও ওয়াই-ডব্লু-সি-এ উভয়েরই শাখা দেশের সর্বত্র রয়েছে। এদের ঘর-ভাড়া হোটেল অপেক্ষা অনেক কম। তাছাড়া এদের ধর্ম সংক্রান্ত কোন বাধা নিষেধ নেই। কমিটি অব ফ্রেণ্ডলি রিলেশন প্রমাণ করেন স্টুডেণ্টস্, ২৯১ ব্রডওয়ে নিউ ইয়র্ক অথবা ২৯১ গেয়ারী ষ্ট্রীট্ সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, ক্যালিফোর্ণিয়াতে আপনি যদি পূর্বেই সংবাদ দেন, তবে

তাদের কোন একটি প্রতিনিধি বিনামূল্যে আপনাকে, ইমিগ্রেশন, বসবাস, ও যানবাহন সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করবে।

যদি আমেরিকান কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকেন তবে আপনার পক্ষে দুই সপ্তাহ পূর্বেই যুক্তরাষ্ট্রে পৌছানো প্রয়োজন। এতে আপনার যাবার পথে যে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান আছে সেগুলি ইচ্ছানুযায়ী অপেক্ষাকৃত কম অর্থ ব্যয়ে দেখে যেতে পারবেন। এতে আপনার ক্লাশ সুরু হবার পূর্বেই নূতন পারিপার্শ্বিকতার পরিচয় পাবেন। আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সগুলি একটি নির্দিষ্ট দিনে সুরু হয়। সুতরাং যদি আপনার উপস্থিত হতে বিলম্ব হয় তবে শিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। অনেক স্কুলে উপস্থিত হতে বিলম্ব হলে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আলাদা অর্থ দিতে হয়। অনেক স্কুলে রেজিস্ট্রেশনের পর ভর্তি হতে-ইচ্ছুক ছাত্রদের গ্রহণ করা হয় না। আপনার স্কুল হয়ত কোন একটি নির্দিষ্ট তারিখে আসতে বলবে, যাতে আপনি আপনার রেজিস্ট্রেশন হবার আগেই একটি বিশেষ কোর্স করে নিতে পারেন।

যদি আপনি গ্রীষ্মের ছুটিটি আমেরিকায় অতিবাহিত করতে ইচ্ছুক হন্ তবে আপনার কাজ সুরু হবার আগেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নবাগত বিদেশী ছাত্রদের জন্য যে সব গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা বা কাজের প্রোগ্রাম থাকে সেখানে যোগদান করতে পারেন। এই প্রোগ্রামে আছে শিক্ষা কার্য তালিকা, সেমিনার, ভ্রমণ, কার্য-শিবির, সেবাব্রত, আভ্যন্তরিক কর্ম-পরিকল্পনা, ইংরাজি ভাষা, ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। এদের মধ্যে অনেক প্রোগ্রামের জন্য বিদেশী ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য কিম্বা বৃত্তি দেওয়া হয়। 'হ্যাণ্ডবুক অব ইণ্টারন্যাশানাল স্টাডি' নামে 'ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব ইণ্টারন্যাশানাল এডুকেশন'-এর প্রকাশিত গ্রন্থে এই প্রোগ্রামগুলির তালিকা পাওয়া যায়।

কোন কোন জিনিস নিয়ে আসা প্রয়োজন—কলেজে কিম্বা শহরে আপনার আমেরিকান ধরনে জামা কাপড় পরবার কোন প্রয়োজন নেই। যদিও সুবিধার জন্য আপনার কয়েকটি বিশেষ পোশাক থাকা উচিত যদিও যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়াতে প্রচুর তারতম্য রয়েছে তবুও সব অঞ্চলেই একটি শীত ঋতু আছে। আপনাকে শীতের প্রাধান্য-হীন দক্ষিণাঞ্চলে থাকতে হলেও শীতের সন্ধ্যায় ভ্রমণের জন্য গরম কোট ব্যবহার করতে হবে। যে বিশেষ দেশটিতে আপনি শিক্ষা বা কাজ করতে যাবেন সেই দেশের আব-

হাওয়া সম্বন্ধে পূর্বেই খোঁজ নিলে আপনি জানতে পারবেন যে কি ধরনের পোশাক আপনাকে সঙ্গে আনতে হবে। আমেরিকার গৃহ ও অট্টালিকাগুলি উত্তমরূপে উষ্ণ রাখা হয়, সেইজন্য গৃহের অন্দরে ব্যবহারের জন্য আপনাকে বিশেষ ভারী পোশাক আনবার প্রয়োজন নেই।

সাধারণতঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহ্যিক অনুষ্ঠানে বা আংশিকভাবে বাহ্যিক অনুষ্ঠানে যেমন নাচ বা পার্টি, ভিন্ন অন্য সময়ে কোন বিশিষ্টতাহীন সাজ পোশাক ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত সাজ পোশাক অনবরত ধৌত করতে হয়, সে সব পোশাক আপনার আনা উচিত নয়।

শীত ও হেমন্তকালের মাসগুলিতে মেয়েরা সাধারণতঃ পশমের জামা—যেমন স্যুট, স্কার্ট ও ব্লাউজ এবং সোয়েটার ব্যবহার করে থাকে। বসন্ত ও গ্রীষ্মে মেয়েরা পোশাক বা স্কার্ট ও সুতি ব্লাউজ, লিনেন্ বা বর্তমানে নবাবিষ্কৃত রসায়ন প্রণালীতে তৈরী সুতার তৈরী পোশাক দিনের বেলায় ব্যবহার করে থাকেন। কলেজে ব্যবহার করাবার জন্য এই ধরনের পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে পাওয়া সম্ভব। নিচু হীলের জুতো অধিকাংশ সময়ে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু লৌকিক অনুষ্ঠানে, অথবা সামাজিক ব্যাপারে, পার্টি বা নাচের আসরে উঁচুহীলের জুতো ব্যবহার করে থাকে। খুব সম্ভবতঃ পরিদর্শকদের জন্য একটি সান্ধ্য-পোশাক ও আনুষ্ঠানিক স্বদেশী-পোশাক ও একটি অন্ততঃ টুপীর প্রয়োজন রয়েছে। শীতকালে কলেজে পশমের টুপী ও স্কার্ফ ব্যবহৃত হয়।

পুরুষরা কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণতঃ লম্বাপ্যান্ট ও স্পোর্টস্ শার্ট বা পুরোপুরি শার্ট ও সোয়েটার এবং পশমের কুর্তা ব্যবহার করেন। গলার টাই বা কুর্তা পাব্লিক জায়গাগুলিতে, গির্জায় অধিকাংশ পার্টিতে ও নাচের আসরে কিম্বা গৃহের বা রেস্তোরায় ভোজনকালে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ অধিকাংশ পার্টি, নাচ ও বিশিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির জন্য গাঢ় বর্ণের স্যুটই অধিক উপযোগী।

অনেক কলেজে শয়নগৃহে ও বোর্ডিং হাউসে শয্যার বন্দোবস্ত থাকে। সে সমস্ত স্কুলে শয্যা দেয় না, তারা শয্যা ভাড়া করবার সুযোগ সুবিধা দেয়। সাধারণত হোটেলে ও বোর্ডিং হাউসগুলি শয্যা তোয়ালের বন্দোবস্ত রাখে। আপনাকে শুধু সংগ্রহ করতে হবে চাদর, বালিশের আচ্ছাদন, কম্বল,

তোয়ালে—সেগুলি অবশ্য আপনি যুক্তরাষ্ট্রে কিনে নিতে পারেন। কয়েকটি কলেজে ছাত্রদের নিজে কাপড় ধৌত করবার সুবিধে দেওয়া আছে এবং আমেরিকার অধিকাংশ শহর ও নগরে সামান্য ব্যয়ে পাব্লিক অটোম্যাটিক লণ্ডীর সুবিধা পাওয়া যায়।

আপনার দেশের কৃষ্টি-নির্দেশক ছবি, জাতীয় পোশাক ও অন্যান্য জিনিসের প্রতি কৌতূহলী বহু ব্যক্তি আছেন। যদি আপনাকে ছাত্রদল কিম্বা কোন প্রতিষ্ঠান বক্তৃতা করতে ডাকে; তখন আপনার এই সমস্ত জিনিসগুলি উদাহরণ দেবার জন্য প্রয়োজন হবে। তাছাড়া আমেরিকান বন্ধুদের বা নিমন্ত্রণকারীদের উপহার দেবার জন্য এইসব ক্ষুদ্র স্মৃতিচিহ্নগুলি যেগুলি আপনার দেশের প্রতীক সেগুলি সঙ্গে নিয়ে আসবার জন্য হয়ত আপনার বাসনা হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে উপনীত

প্রবেশের নিয়মাবলী—যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত হবার পর আপনার কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে, 'ট্র্যাভ্‌লার'স এড্‌ সোসাইটি'র কাছে অনুরোধ জানাতে পারেন। প্রতি বন্দরে, রেলওয়ে স্টেশনে, বাসের শেষ গন্তব্য স্থানে এই সোসাইটির প্রতিনিধি আছেন। এই কাজের জন্ত তাঁরা কোন মূল্য আশা করেন না। যদি আপনি 'কমিটি অব ফ্রেণ্ড্‌লি রিলেশন এম্নাং ফরেন স্টুডেণ্টস্' (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১৩৩-৪) সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন তবে তাদের জাহাজ-ঘাটায় তাদের প্রতিনিধিকে পাবেন। এই সমস্ত নারী বা পুরুষের হাতে নীল কাপড়ের টুক্‌রোয় সাদা অক্ষরে লিখিত 'বিদেশী ছাত্রদের উপদেষ্টা'-টি দেখে আপনি চিনে নিতে পারবেন।

ভূমিতে পদার্পণ করবার আগেই বেশীর ভাগ জাহাজ ও বিমান কোম্পানিগুলি যাত্রীদের মধ্যে ব্যাখ্যাকারী নির্দেশগুলি বিতরণ করে থাকেন—যাতে তাদের বিদেশী দর্শক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার জটিল নিয়ম-কানুনগুলি বোধগম্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রে উপনীত হবার পর আপনার সর্ব প্রথম কর্তব্য হোল পরীক্ষা করে দেখা যে আপনার প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সব ঠিক আছে কিনা। এই সব কাগজ-পত্র বাক্সে বন্ধ করে পাঠিয়ে দেবেন না। কারণ সর্বদাই এদের প্রয়োজন হতে পারে সেই জন্ত সহজলভ্য হওয়া দরকার। জন-স্বাস্থ্যবিভাগই আপনার সঙ্গে সর্বাগ্রে সাক্ষাৎ করবে, এরা দেখবে আপনার বুকের এক্সরে রিপোর্ট, বসন্ত-টিকার সার্টিফিকেট্‌ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সার্টিফিকেট্‌। যে ব্যক্তির এই সমস্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র সংক্রান্ত সার্টিফিকেট নেই অথবা যার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না, তাকে হয়ত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী হাসপাতাল পরীক্ষা বা চিকিৎসার জন্ত যেতে হতে পারে। আপনার সবই সমুচিত আছায় থাকলে, এর পরে ইমিগ্রেশন আপনাকে নিরীক্ষণ করবে।

ইমিগ্রেশন কর্মচারীরা আপনার পাসপোর্ট, ভিসা, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের গ্রহণ-পত্র ও যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন আপনার ব্যয়ভার গ্রহণকারীর

দলিলটি পরীক্ষা করবে। আপনার স্বদেশে প্রত্যাগমন সম্বন্ধেও হয়ত প্রশ্ন করতে পারে। যদি আপনি বিমানযোগে উপস্থিত হ'ন তবে হয়ত একটি আট ডলার 'এলিয়েন ট্যাক্স' দিতে হতে পারে। এই পাওনাটি সাধারণতঃ জাহাজের ভাড়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে, বিমানের ভাড়ার সঙ্গে থাকে না। যদি ইমিগ্রেশন ইন্সপেক্টর মনে করেন যে আপনার কাগজপত্রে গোলমাল আছে তবে পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদের বিলম্ব হবে। দু-এক সময়ে এই বিলম্বটি কয়েক দিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে। আপনাকে যদি এই ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, তবে আপনি অবিলম্বে আপনাকে যিনি পাঠিয়েছেন অথবা যে কলেজে আপনি ভর্তি হয়েছেন সেখানে সংবাদ দেবেন। যখন এই সমস্তগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন ইমিগেশন ইন্সপেক্টার আপনার ল্যাণ্ডিং কার্ড ও পাসপোর্ট-এ তারিখ ছাপ মেরে দেবে—এবং এই ভাবে আপনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ অনুমতি পাবেন।

এর পর আপনাকে কাস্টম্‌সের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। জাহাজে বা বিমানে থাকার সময় আপনাকে একটি 'কাস্টম্ ডিক্লেয়ারেশন' পত্র পূর্ণ করতে হবে। যদি আপনি শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে এনে থাকেন তবে এই বিবৃতি পত্রটিতে 'পার্সোনাল এফেক্ট' বলে লিখে দিলেই চলে যাবে। যে সমস্ত জিনিস উপহার বলে আনা হয়েছে বিবৃতিতে সেগুলি উল্লেখ করা অতি আবশ্যকীয়। কারণ প্রতিটি উপহারের উপর কর দিতে হবে। মাইক্রোস্কোপ, ওষুধ বা দন্তসংক্রান্ত ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সেগুলি আমেরিকার বাইরে নির্মিত ও যেগুলি আপনার শিক্ষার জন্য অপরিহার্য—সেগুলিকে এক বৎসর বণ্ড স্বাক্ষর করে আনা চলে। এ ধরনের 'বণ্ড'-এর জন্য কাস্টমস্ কর্মচারীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা চলে। আপনি যদি জাহাজে আসেন তবে জিনিসপত্রে আপনার নামের আদ্যাক্ষরটি চিহ্নিত করা থাকবে। যখন আপনার জিনিসপত্র খুঁজে পাবেন তখন সারির মধ্যে দাঁড়াতে হবে যাতে কাস্টাম ইন্সপেক্টার আপনার বাক্সের অভ্যন্তরটি নিরীক্ষণ করতে পারেন। ইন্সপেক্টার আপনার সব মালে চিহ্ন করে দিলে ও সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কর দেওয়া হয়ে গেলে আপনি জাহাজঘাটা বা বিমান বন্দর ত্যাগ করতে পারবেন।

আমেরিকায় পদার্পণ করবার পরে আপনার কাছে অন্ততঃ পঞ্চাশটি ডলার

থাকা প্রয়োজন। এই অর্থটি প্রয়োজন হবে আপনার বখশিশ দেবার জন্যে এবং আপনার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এ পৌঁছবার পূর্বে আনুসঙ্গিক ব্যয়গুলি বহন করবার জন্যে। এই মুদ্রার কতকগুলি হওয়া দরকার ১ ডলার ও ৫ ডলারের বিল এবং ক্ষুদ্র পরিমাণের ছোট ছোট ভাঙতি মুদ্রায় ২৫ সেণ্ট (কোয়াটারস্) ১০ সেণ্ট (ডাইমস্) ৫ সেণ্ট (নিকেলস্)।

যুক্তরাষ্ট্রে আপনার গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পরিভ্রমণ—কাস্টমসের ব্যাপারের সাঙ্গ হলে, আপনি যখন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পাবেন, তখন হয়ত আপনাকে চিন্তা করতে হবে একটি সাময়িক বাসস্থান স্থির করবার জন্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কি উপায়ে ভ্রমণ করবেন সেটার ব্যবস্থা করবার জন্য। পৌঁছাবার পূর্বে যদি আপনি যদি কোন ঘর ভাড়া না গিয়ে থাকেন তবে ট্র্যাভ্‌লারস্ এড্ সোসাইটিকে সংবাদ দিলে তাদের সাহায্য তৎক্ষণাৎ পাবেন। যদি আপনি বিদেশী ছাত্র উপদেষ্টার সাক্ষাৎ পান তবে সে আপনাকে সুনিশ্চিত একটি ঘর সংগ্রহ করে দেব।

যদি আপনি বিমানপথে আসেন, তবে বোধহয় বিমানবন্দর পরিত্যাগ করবার সময়, আপনার এয়ার লাইনস্‌গুলির বিরাট মোটর সার্ভিসের সুযোগ নেওয়াই সুবিধাজনক হবে। এই মোটর সার্ভিস ১ ডলার থেকে ১ ডলার ৩০ সেণ্টে একেবারে শহরের মধ্যে পৌঁছে দেবে। জাহাজঘাটা থেকে রেলরাস্তা বাসস্টেশন বা হোটেলে যেতে হলে, আপনার পক্ষে ট্যাক্সি ব্যবহার করাই শ্রেয়। শহরের অধিকাংশ স্থানেই ট্যাক্সি ভাড়া মিটারে প্রদর্শিত হয়। দূরত্বঅনুসারে ট্যাক্সি ভাড়া নির্দিষ্ট করা থাকে। যদিও ট্রাঙ্ক জাতীয় জিনিসের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়।

অধিকাংশ হোটেলই 'য়ুরোপীয় পরিকল্পনা'য় পরিচালিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ হোটেল 'রেটের' মধ্যে শুধু ঘরের মূল্য ধার্য করা থাকে খাদ্যের নয়। কিন্তু 'আমেরিকান পরিকল্পনা'তে সে রেট দেওয়া থাকে সেটা খাদ্যের মূল্য সমেত। অধিকাংশ হোটেলের সঙ্গে রেস্তরা ও কফির দোকান থাকে সেখানে থেকে আপনি ভোজনসামগ্রী কিনে নিতে পারেন। হোটেলের ডেস্কে যে কেরানি থাকে সেই আপনাকে নির্দেশ দিতে পারবে।

হোটেলে পৌঁছে আপনি 'রিজার্ভেশন ডেস্ক'-এ নাম লিখবেন, অথবা অথবা যদি রিজার্ভেশন না পাওয়া যায়, তবে রুম ক্লার্কের কাছে একটি ঘর

চাইবেন। আপনার হোটেলে ঘরে দেখবেন কোন্ সময়ে আপনি ঘর পরিত্যাগ করতে পারেন তার নোটিস দেওয়া আছে সেই সময়ের মধ্যে ঘর পরিত্যাগ করে না গেলে আপনাকে পুরো দিনের ভাড়া দিতে হবে।

আপনার জিনিস-পত্র জমা দিয়ে, যখন আপনি দ্রষ্টব্যবস্তু পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত হবেন। তখন হয়ত আপনার ট্যাক্সির জন্য ব্যয় করতে ইচ্ছা হবে না। শহরের মধ্যে সাধারণত বাস, সাবওয়ে ও স্ট্রীটকারগুলি যাত্রী বহন করে থাকে। ভাড়াটা-মুদ্রা দিয়েও দেওয়া যায়, কিন্তু কয়েকটি পরিবহণ যেমন নিউইয়র্ক সাবওয়ে 'টোকেন' ব্যবহার করে থাকে—, এই 'টোকেন'-গুলি সাবওয়ে স্টেশনে কিনতে পাওয়া যায়। যদি আপনার গন্তব্যস্থানে যেতে হলে একাধিক যানবাহন ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয় তবে ট্রান্সফার বিষয়ে অনুসন্ধান করে নেবেন। ট্রান্সফার দ্বারা আপনি এক গাড়ী থেকে অন্য গাড়ীতে, কোন ভাড়াধিক্য ব্যতীত কিম্বা দ্বিতীয় ভাড়ার অংশ মাত্র দিয়ে যেতে পারবেন।

যদি কি উপায়ে আপনাকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন তার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে চান তবে টেলিফোন করতে পারেন অথবা রেলরোড, এয়ার লাইন অফিস্ বা বাসস্টেশনের 'ইন্‌ফরমেশন ডেস্ক'-এ খোঁজ নিতে পারেন অবশ্য সেটা নির্ভর করছে আপনি কি উপায়ে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক তার উপর। 'ট্র্যাভ্‌লারস্ এড্ সোসাইটি'র থেকেও হোটেল বা যান বাহন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। স্থানীয় ট্র্যাভেল এজেন্সিগুলি শুধু যে আপনার ভ্রমণ পরিকল্পনা করে দেবে তা নয় তারা যদি আপনি স্বদেশে টিকিট না কিনে থাকেন তবে তারা আপনার টিকিটও কিনে দেবে।

যদিও ট্রেনে ভ্রমণ বাস অপেক্ষা অধিকতর ও আরামদায়ক, তবুও বাসট্রিপ্ অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল এ উপরন্তু এতে দেশগুলিতে বিশেষভাবে পরিদর্শন করবার সুযোগ মেলে। বাসগুলি যে শুধু আন্তর্প্রাদেশিক পথ (হাইওয়ে) দিয়েই যাতায়াত করে তা নয়, এরা শহরের মধ্যে দিয়ে যায়, আপনারা যাতে প্রাকৃতিক দৃশ্য ব্যবসাবাণিজ্য ও জন বসতিগুলি দেখতে পান। এরোপ্লেনই অবশ্য সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী যানবাহন আর সেটাই যে সর্বাধিক ব্যয়বহুল পন্থা তাও নয়।

ট্রেনের স্থানটি কোচ, পুলম্যান ও পার্লার কার ব্যবস্থায় বিভক্ত করা।

'কোচ' বন্দোবস্তটি সর্বাপেক্ষা মিতব্যয়ী পন্থা। 'কোচ'-এ বসবার স্থান রিজার্ভ করা সম্ভব নয় কয়েকটি বিশেষ ট্রেন ভিন্ন। অনেক কোচ 'এয়ার-কণ্ডিশন' করা থাকে ও বসবার সিটগুলি হেলিয়ে দেওয়া যায়। রাত্রিতে ভ্রমণের জন্ম বালিশ ভাড়া নেওয়া যায়।

পুলম্যান পার্লার কার (উভয়েই প্রথম শ্রেণী) ও বিশেষ কোচ রিজার্ভেশন অগ্রিম করা দরকার। পুলম্যানের শয়ন ব্যবস্থা থাকে। পুলম্যানের ভাড়া কোচের ভাড়ার শতকরা ৫০ ভাগ বেশী।

নিয়মিত পুলম্যান গাড়ীতে দুটো মুখোমুখী বসবার জায়গা থাকে। রাত্রিতে পোর্টার এই বসবার জায়গাগুলিকে শোবার জায়গায় পরিবর্তিত করে দেয় এবং পর্দাচ্ছন্ন করে দেয়। চাদর কম্বল ও বালিশ সরবরাহ করে। পুলম্যানে আপনার শয়নকালে পোর্টারকে শয্যা তৈরীকরে দিতে বলবেন। যদি উপরকার বার্থ আপনার হয়ে থাকে তবে ঘণ্টা বাজিয়ে পোর্টারকে ডেকে মই নিয়ে আসতে বলবেন এবং সকালে নিদ্রাভঙ্গের পরও তাই করবেন। এ অপেক্ষাও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা হোল একক ব্যক্তির জন্ম ক্ষুদ্র কামরা—শয়ন কামরা ও বসবার কামরা।

প্রত্যেকটি ট্রেনের গাড়ীতে দুটি করে সজ্জা করবার জন্য কামরা আছে একটি মহিলাদের জন্ম অপরটি পুরুষদের জন্য। যাই হোক নিজের বার্থে জামা কাপড় বদ্‌লী করাই বাঞ্ছনীয় কারণ সাজঘরে একেবারেই নির্জনতা বা জায়গা নেই বললেই চলে। 'ডব্লু. সি' গুলিতে মহিলা বা পুরুষ চিহ্নিত করা থাকে।

পুলম্যান যাত্রীরা লাউঞ্জকার ব্যবহার করতে পারেন সেখানে আরাম-দায়ক চেয়ার, পড়বার পুস্তক ও পানীয় কিনতে পাওয়া যায়।

কয়েক ঘণ্টা বা অধিকতর সময় সাপেক্ষ যাত্রার জন্ম ভোজন-কামরা থাকে সেখানে দিতে তিনবার খাদ্য পরিবেশন করা হয়। ভোজন কামরার খাদ্য মূল্য অধিক। কয়েকটি ট্রেনে 'গ্রিলকার' আছে তারা কাউন্টারে খাদ্য বিক্রয় করে ও সেগুলি ভোজন কামরার খাদ্য অপেক্ষা মূল্য কম। কোচ গাড়ীগুলিতে বিক্রয় ওয়ালা স্যাণ্ডউইচ কফিদুধ, ফলের রস, লজেন্স, ফল ও মাসিক পত্রিকা নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে বিক্রয় করে বেড়ায়।

বাস বা ট্রেন উভয় ভ্রমণেই যদি আপনার দ্রষ্টব্যবস্তু দর্শন করবার মত অবকাশ থাকে তবে পথে জায়গায় জায়গায় আপনি যাত্রাভঙ্গ করে পরবর্তী

বাস বা ট্রেনে পুনরায় যাত্রা করতে পারেন। সেইজন্য কোন উপরন্ত ভাড়া দিতে হবে না।

যাত্রা আরম্ভ করবার পর একঘণ্টা পুর্বেই বাসের টিকিট কিনে রাখবেন। বাসগুলি দিনরাত চলে, যে সমস্ত স্থানে বিশ্রামের জন্য থামে, সে সমস্ত স্থানে খাদ্য বিক্রয় হয়।

যদি বিমান যোগে ভ্রমণ করে করেন তবে অবশ্য কিছু দর্শন করা সম্ভবপর হবে না, তবে আপনি অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন যে আপনার বিমানটি যে সব স্থানে থামে সে সব স্থানে কয়েক ঘণ্টার জন্য বিরাট মোটরে শহরটির দ্রষ্টব্যবস্তু দেখে কয়েকদিনের জন্য থেকে, পরবর্তী কোন বিমান যোগে গন্তব্য স্থানে যাওয়া সম্ভব কিনা।

যুক্তরাষ্ট্রের বন্দর-নগরগুলির সঙ্গে ও অন্যান্য বড় বড় শহরগুলির সঙ্গে বিমান যোগ-সূত্র আছে। আপনার 'ফ্লাইট্ রিজার্ভেশন' যতদুর সম্ভব অগ্রিম করা দরকার এবং 'ফ্লাইটে'র পুর্বেই বিভিন্ন এয়ারকোম্পানীর নিয়মানুসারে টিকিটের মূল্য দেওয়া, নিয়ে আসা ও পুনরনুমোদন সম্পন্ন করা প্রয়োজন। যদি আপনার ফ্লাইট্ নাকচ্ বা পরিবর্তন করেন তবে এয়ার লাইন্‌্‌কে জানিয়ে দেবেন। যদি আপনি নাকচ্ করতে সক্ষম না হন্ তবে আপনাকে সামান্য অর্থদণ্ড দিতে হবে।

অন্তর-দেশীয় বিমান ভ্রমণের দুটি শ্রেণী আছে প্রথম ও টুরিস্ট। দিনের বেলার 'ফ্লাইট'-এর জন্য সব এয়ার লাইনস্ এর ভাড়া একই। কতকগুলি এয়ার লাইনস্ রাত্রে শয়ন ব্যবস্থা রেখেছেন। রাত্রের শয়ন ব্যবস্থা যুক্ত বিমানগুলির পৌছানো ও গমন নিয়মিত ফ্লাইট্গুলির মত সুবিধাজনক নয় যদিও এদের টিকিট মূল্য অনেক কম।

সাধারণ ফ্লাইট্গুলিতে খাদ্যের জন্য আলাদা মূল্য দিতে হয় না কিন্তু রাত্রি কালীন শয়নব্যবস্থাযুক্ত ফ্লাইট্গুলিতে ভোজন ব্যবস্থা নেই।

বিমান-রিজার্ভেশন কোন একটি বিশিষ্ট সিটের জন্য করা সম্ভব নয়। যখন আপনি বিমানে উঠবেন তখন নিজের পছন্দমত সিট্ নিতে পারেন। শূন্য সিটের উপর 'অধিকৃত' কথাটা দেওয়া থাকলে বুঝতে হবে যে সিটের অধিকারী সাময়িকভাবে বিমান পরিত্যাগ করেছেন।

যদি আপনি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাসে বা ট্রেনে ভ্রমণ করেন

তবে দেড়শ পাউণ্ড ওজনের মালপত্র আপনার টিকিট অনুযায়ী বিনামূল্যে আপনার গন্তব্যস্থানে পাঠাতে পারেন। এই মালপত্রের জন্য আপনা থেকেই একশো ডলারের বীমাযুক্ত হয়ে যায়। উপরন্তু একশো ডলারের জন্য ২৫ সেণ্ট দিয়ে বীমাকেনা যায়। কয়েকটি বিমানবন্দরে ফ্লাইটের জন্য জীবন বীমাও ক্রয় করা যায়। অন্তরদেশীয় ফ্লাইট্গুলির জন্য অধিকাংশ বিমান-বন্দরের কাউণ্টারে বা স্লট্-যন্ত্রে জীবন-বীমা বিক্রয় করা হয়। অন্তরদেশীয় ফ্লাইটে জীবন-বীমার মূল্য প্রতি ১২৫০০০ ডলারের জন্য ৫০ সেণ্ট। যতখানি মূল্যের জীবন-বীমা আপনি ক্রয় করবেন ততখানি পরিমাণ অনুযায়ী মূল্যের মুদ্রাটি যন্ত্রে নিক্ষেপ করলে আপনি জীবন-বীমাটি ক্রয় করতে পারবেন। আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য জীবন-বীমা কাউণ্টারে বিক্রয় করা হয়। মূল্য দিতে হয় ১২৫০০ ডলার মূল্যের জীবন-বীমার জন্য এক ডলার।

মালপত্রগুলিকে জাহাজঘাঁটি বা বিমান-বন্দরে পরিত্যাগ করে যাওয়া উচিত নয়। যে সমস্ত ভারী মালপত্রের গন্তব্য স্থানে পৌছবার পূর্বে আপনার প্রয়োজন নেই, সেগুলিকে ট্রান্সফার কোম্পানীর দ্বারা কোন রেল বা বাস স্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তখন আপনি মালের জন্য অতিরিক্ত কোন মূল্য না দিয়ে আপনার টিকিটটি প্রদর্শন করে 'চেক্ ইট্ থ্রু' হিসাবে পাঠিয়ে দিতে পারেন। যখন আপনার টিকিট অনুযায়ী আপনার মালপত্র পরীক্ষা করা হবে তখন একটি মাল-পত্র পরীক্ষা করা কাগজ আপনাকে দেবে সেটাকে আপনি রসিদ হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। এই সমস্ত 'চেক্'-গুলি সাবধানে রাখা প্রয়োজন। কারণ গন্তব্যস্থানে পৌছে মালপত্র দাবী করবার জন্য এগুলির প্রয়োজন হবে। আপনার ভারী মালপত্রগুলি যত শীগগির সম্ভব পাঠিয়ে দেবেন। কারণ সাধারণতঃ যাত্রী ও মালপত্র একই যানবাহনে নেওয়া হয় না। যদি আপনার মালপত্র গন্তব্যস্থানে আপনার পূর্বেই পৌছে যায়, তবে সেগুলিকে গুদামে রাখা হবে ও প্রতিদিনের জন্য আপনাকে একটা সামান্য মূল্য দিতে হবে। আপনি গন্তব্যস্থানে পৌছে, আপনার স্থায়ী বাসগৃহে মালপত্রগুলি ট্রান্সফার কোম্পানীর পৌছে দেবার জন্য বন্দোবস্ত করতে পারেন। আপনার ছোট স্যুটকেশ বা ট্রাঙ্কটি ট্যাক্সি করে নিয়ে যেতে পারেন। নিজে যতটুকু বহন করতে পারেন ততটুকুই সঙ্গে নেওয়া শ্রেয় কারণ সব জায়গায় পোর্টার পাওয়া যায় না।

অধিকাংশ স্টেশনে মাল-পরীক্ষা-ঘর আছে, সেখানে কয়েক ঘণ্টার জন্য আপনার মালপত্র রেখে যেতে পারেন—সেজন্য ২৪ ঘণ্টার জন্য ১৫ সেণ্ট করে দিতে হবে। প্রত্যেকটি মালের জন্য আপনাকে একটি করে পুনরুদ্ধার টিকেট দেওয়া হবে। অধিকাংশ রেলপথ, বাসস্টেশন ও বিমান বন্দরে 'লকার' থাকে সেখানে আপনি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য মালপত্র রেখে যেতে পারেন। শূন্য 'লকার'গুলির উপর চাবি থাকে। আপনার জিনিসটি লকারের মধ্যে রেখে দিয়ে একটি মুদ্রা সাধারণতঃ একটি ডাইম্ 'স্লট্' যন্ত্রে নিক্ষেপ করে চাবিটা নিয়ে নিন্। মালটা পুনরায় দাবী করা পর্যন্ত চাবিটি আপনার কাছে রেখে দিন। আপনার লকারের নম্বর অনুসারে আপনার চাবির নম্বর দেওয়া আছে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার মালপত্র না নিয়ে যান তবে হয়ত সেগুলি মাল-পরীক্ষা-ঘরে পাঠিয়ে দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের এক শহর থেকে আর এক শহরে বিমানযোগে ভ্রমণ কালে ৪০ পাউণ্ড মাল আপনাকে বিনামূল্যে নিয়ে যেতে অনুমতি দেবে। আপনি যে প্লেন ব্যবহার করবেন সেই প্লেনেই আপনার মাল পাঠানো হবে। ৪০ পাউণ্ড ওপরে মালের জন্য প্রচুর ভাড়া দিতে হয়। এই জন্য আপনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত উপদেশ হোল যে আপনি কোন ট্রান্সফার কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে মালগুলি কলেজের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। প্রত্যেকটি ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেশের সঙ্গে একটি টুকরো কাগজে আপনার নাম ও ঠিকানা লিখে রাখবেন—যদি যুক্তরাষ্ট্রে আপনার থাকবার কোন স্থিরতা না থাকে তবে কলেজের নাম লিখে রাখবেন।

যখন আপনি ভ্রমণ করতে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য পারে যাবেন, তখন সময়ের পরিবর্তনটি লক্ষ্য করবেন। দেশকে সময় অনুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে পূর্বীয়, মধ্যেয়, পার্বত্য ও প্যাসিফিক, স্ট্যাণ্ডার্ড। যদি আপনি পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে যান, তখন প্রত্যেকটি সময় বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে একঘণ্টা করে সময় এগিয়ে দেবেন। গ্রীষ্মকালের মাসগুলিতে অনেক শহর দিনের আলো বাঁচাবার জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড সময়ের একঘণ্টা অগ্রবর্তী সময় ব্যবহার করে থাকেন।

আপনার যদি টেলিফোন ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয় তবে জনসাধারণের জন্য যে টেলিফোন আছে সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন।

সে টেলিফোন পাওয়া যায় রেলপথ, বাসস্টেশন, বিমান বন্দর, হোটেল, রেঁস্তোরা, ওষুধের দোকান। ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর ও অফিস-অট্টালিকাগুলিতে, সাধারণতঃ প্রথম তিন মিনিটের জন্ম টেলিফোন কলের মূল্য দশ সেণ্ট। অধিকাংশ জায়গায় আপনি যে নম্বরটি চান সেইটি ডায়াল করলেই নম্বরটি পেয়ে যাবেন কিন্তু ছোট ছোট গ্রামে আপনাকে প্রথমে '•' ডায়াল করতে হবে এবং অপারেটারদের কাছে আসল নম্বরটি বলতে হবে। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্ম যে সমস্ত টেলিফোন থাকে সে সমস্ত টেলিফোনের সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া থাকে যে কিভাবে টেলিফোন ব্যবহার করতে হবে।

সমুদ্রপারের বা অন্তর্দেশীয় (দূরগামী কল) কলগুলি দুইটি পদ্ধতিতে করা যায়। যদি এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে কল্ করেন তবে সেই নম্বরে যেই উত্তর দিন না কেন আপনাকে মূল্য দিতে হবে। যদি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিকে কল্ দেন তবে সেই ব্যক্তির নাম অপারেটারকে বলতে হবে, এবং সেই বিশেষ ব্যক্তিটি না পাওয়া গেলে আপনাকে কোন মূল্য দিতে হবে না। এক ব্যক্তির থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে কলটি অধিক মূল্যবান—এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনের অপেক্ষা। কতকগুলি সমুদ্রপারের দেশের কল্ ভিন্ন সাধারণতঃ দূরগামী কলগুলি অপেক্ষাকৃত কমমূল্যের। যে দূরের ব্যক্তিটিকে আপনি কল্ করেছেন তার কাছ থেকেও মূল্য আদায় করা সম্ভব। আপনি যদি এই ধরনের কল্ করতে চান তবে অপারেটারকে বলবেন যে আপনি 'কল কালেক্ট' বা 'রিসার্ভ দা চার্জ' চাইবেন। সে তখন আপনি যাকে কল্ করতে চান তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে যে সে কি পয়সা দিতে রাজী কিনা।

টেলিফোন ডিরেক্টারি সব সাধারণ জায়গাতেই পাওয়া যায়। শ্রেণী বিভক্ত তালিকা সমেত ডিরেক্টারিকে সময়ে সময়ে বলা হয় "ইয়োলো পেজেস্"। এই ডিরেক্টারির তালিকাতে ব্যবসা ও কর্মানুসারে প্রতিষ্ঠানগুলির বা লোকের নাম দেওয়া আছে। আপনি 'ইণ্টার প্রিটারস্' নামের নিচে দোভাষীদের ও অনুবাদকদের অনুসন্ধান করতে পারেন এবং 'ট্রান্সফার কোম্পানী'র, 'এক্সপ্রেসিং এণ্ড ব্যাগেজ ট্রান্সফার' কোম্পানীগুলির অনুসন্ধান করতে পারেন। টেলিফোনের ইন্‌ফরমেশন-সার্ভিস থেকে আপনি সময় ও আবহাওয়ার সংবাদ পাবেন। সংকটের সময় আপনি অপারেটরকে ডায়াল করে পুলিশ বা অগ্নি বিভাগকে খবর দিতে বলবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রেরিত টেলিগ্রামগুলির বন্দোবস্ত ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানী করে থাকেন। টেলিগ্রামটি টেলিফোন যোগে বলে দেওয়া যায়—ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়নের অপারেটারকে ডেকে বললেই চলে। যদি ব্যক্তি বিশেষের টেলিফোন যোগে এইটি করা হয় তবে তার টেলিফোন বিলে-এর মূল্য সংযুক্ত করা হয়। তবে টেলিফোনের স্লট যন্ত্রে তৎক্ষণাৎ মূল্যটি দিতে হবে। দূরগামী টেলিফোনের মত টেলিগ্রামগুলিও একত্রে পাঠানো যায়। ১৫টি শব্দের উপর টেলিগ্রামের সর্বনিম্ন মূল্য ধার্য করা হয়ে থাকে। এই ১৫টি শব্দের মধ্যে প্রেরক বা প্রেরিতের নাম ঠিকানা ধরা হয় না। কিন্তু সমুদ্রপারে যে সমস্ত বার্তা কেবল্‌গ্রাম্‌ বা রেডিওগ্রামে পাঠানো হয়, তার মধ্যে নামগুলিরও মূল্য ধরা হয়।

তিন প্রকারের টেলিগ্রাম আছে। সোজাসুজি টেলিগ্রাম ১৫টি শব্দের উপর ভিত্তি করা—যেটা তৎক্ষণাৎ বিলি করা হয়। একটি 'ডে লেটার' বেতার যোগে পাঠাতে ১ ঘণ্টা লাগে ও তার পরে বিলি করা হয়। ডে লেটারের সর্বনিম্ন চার্জ ৫০টি শব্দের উপর। একটি 'নাইট লেটার'' হোল সর্বাধিক কম মূল্যের টেলিগ্রাম। নাইট লেটারটিকে একটি রাতের পর দিন পাঠানো হয়ে থাকে। সবাপেক্ষা কম মূল্য ধার্য করা হয় ৫০টি শব্দের উপর। ঠিকানার জন্য কোন প্রকার টেলিগ্রামেরই কোন মূল্য দিতে হয় না। রেডিওগ্রাম্‌ বা কেবলগ্রামের দর নানা প্রকারের কারণ সেটা নির্ভর করে কি শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে ও গন্তব্য স্থানটি কোথায়। দুই প্রকারের কেবলগ্রাম আছে—নিয়মিত কেবল্‌ গ্রামটি তৎক্ষণাৎ বিলি করা হয়ে থাকে। লেটার কেবল্‌গ্রামটি পাঠাবার পর দিন বিলি করা হয়। লেটার কেবল্-গ্রামের ২২টি শব্দ হোল সর্বনিম্ন সংখ্যা, যার পর থেকে মূল্য নির্ধারণ সুরু হয়।

কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন

কার সাহায্য আপনি পাবেন—আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, ছাত্রদের কলেজ-জীবনের সর্বপ্রকার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। প্রায় সমস্ত কলেজেই শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজনকে নির্দিষ্ট করা থাকে, যাঁরা ছাত্রদের পেশাদারী সাহায্য বা উপদেশ দিতে সম্মত হন। কলেজে পৌঁছে দেখবেন যে বহু ব্যক্তি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়ে আছেন।

পৌঁছবার পর যতশীঘ্র সম্ভব আপনি ছাত্র-উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। মহিলা বা পুরুষ যিনিই হোন, তিনি আপনার কলেজ-জীবনের সর্বপ্রকার সমস্যায় সাহায্য করতে প্রস্তুত। যখন আপনি আপনার বিদেশী ছাত্র-উপদেষ্টার সঙ্গে প্রথম বারের জন্য দেখা করতে যাবেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার পাসপোর্ট ও ভিসা ১—২৪ অথবা যে সব দলিল আপনার যুক্তরাষ্ট্রের কলেজে ভর্তি হবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল—সেগুলি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এইটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কারণ আপনার উপদেষ্টার কর্তব্য আপনার উপস্থিতি ও স্কুলে ভর্তি হবার ব্যাপারগুলি "ইমিগ্রেশন ও ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিস'কে জানানো, আপনার এদেশে মর্যাদা যাতে আইনসঙ্গত হয়। বিদেশী-ছাত্র-উপদেষ্টাকে আপনার ঠিকানার পরিবর্তন, পাসপোর্টের দিন অতিক্রম ও আপনার শিক্ষা ও বিদেশগমন সংক্রান্ত ব্যাপারগুলির পরিণতির সম্বন্ধে জ্ঞাত রাখবেন।

অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, বিদেশাগত ছাত্রদের সাহায্য করবার জন্য দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে। আপনার বিদেশী ছাত্র উপদেষ্টা শিক্ষা-কোর্স স্থির করবার জন্য যে উপদেষ্টা আছেন ও আপনার প্রফেসরদের মধ্যে এবং এদের উপরন্তু কলেজের মধ্যে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা আপনাকে পেশাদারী উপদেশ দিতে সক্ষম। অনেক স্কুলে পথ-নির্দেশক উপদেষ্টা আছেন, যাঁরা আপনার কলেজ বা কলেজের নিকটবর্তী মন্দিরে অবস্থান করবেন, তাঁদের উপদেশ সর্বদাই গ্রহণ করবেন।

বাসগৃহ কোথায় হবে—আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশরুম গৃহ এবং বাসগৃহ যে জায়গায় একত্রিত থাকে তাকে বলা হয় ক্যাম্পস্। অনেক কলেজে ছাত্রদের ক্যাম্পসের শয়নগৃহে বাস করতে হয়। অন্য কয়েকটি কলেজে অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির একটিতে পছন্দ করে নিতে হয়। যেমন—কলেজে বৃহৎ শয়নকক্ষ, সমবায় সমিতি, ভ্রাতৃ বা ভগিনী সম্বন্ধের গৃহ, অথবা ক্যাম্পাসের বাইরে অন্য কোন গৃহে।

কলেজের শয়নকক্ষগুলির মালিক ও পরিচালক হোল স্কুল কর্তৃপক্ষ। এদের প্রদত্ত সুবিধাগুলি, একটি পৃথক ঘর থেকে সুরু করে ঘরের সমষ্টি পর্যন্ত আছে, সেগুলিতে অনেকগুলি ছাত্র মিলিত হয়ে বাস করে। এই শয়নকক্ষ ব্যবস্থাগুলিতে সাধারণতঃ বসবাস ঘর, ধূমপান ঘর ও অন্যান্য পাঠ বা সামাজিকতার জন্য ঘর থাকে। অনেকগুলিতে ভোজনকক্ষও থাকে সেখানে তিনবার ভোজন পরিবেশিত হয়।

কয়েকটি শয়নকক্ষ ব্যবস্থায় বাসিন্দাদের মধ্যে মধ্যে কাজ করতে হয় যেমন সপ্তাহে একদিন টেবিলে ভোজ্য পরিবেশন করতে হয় অথবা প্রত্যেকটি সেমেস্টারে কয়েক ঘণ্টার জন্য রিসেপশন ডেস্কে কাজ করতে হয়। স্কুলগুলিতে এ সব কাজের জন্য বেতন দেওয়া হয়ে থাকে।

সমবায় সমিতিগুলিও শয়নকক্ষব্যবস্থা, যেখানে ছাত্ররা সব কর্ম চালনা করে, যেমন রন্ধন ও গৃহপরিষ্কারের কাজ। সেইজন্য সমবায় গৃহের বাসিন্দারা খুব অল্প অর্থ দেয় তাদের ভোজন ও বসবাসের জন্য। সাধারণতঃ সমবায় সমিতিগুলিতে ছাত্রবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ভিন্ন অন্য ছাত্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে।

কোন কোন স্কুলে আন্তর্জাতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সব কেন্দ্রগুলি বিদেশী ছাত্রদের সামাজিক সমন্বয়ের সাহায্য করে যেমন নানা প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানের ও সম্মিলনের আয়োজন করে ও অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ করে দেয়। আন্তর্জাতিক গৃহগুলিতে পৃথিবীর সমস্ত জাতির ছাত্র ও যুক্তরাষ্ট্রেও অনেক ছাত্র বসবাস করে। তিনটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক গৃহ অবস্থিত বার্কলে। ক্যালিফোর্নিয়া, শিকাগো, ইলিনয় ও নিউ ইয়র্ক সিটিতে। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র অন্যান্য শহরগুলিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আন্তর্জাতিক গৃহ আছে। এই সমস্ত আন্তর্জাতিক গৃহ (ইণ্টার ন্যাশানাল

হাউস) গুলি অনেক প্রকার কার্যকলাপের আয়োজন করে যেমন বক্তৃতা ভাষা শিক্ষার ক্লাশ, খেলাধুলা, রবিবাসরীয় রাত্রিকালীন ভোজ, চা-পান ও আমেরিকান পরিবারের পরিচয় প্রদান। এদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করতে হলে অনুরোধ জানাতে হবে—ইণ্টারন্যাশানাল হাউস ৫০০ রিভার সাইড ড্রাইভ নিউ ইয়র্ক ২৭ নিউ ইয়র্ক।

আপনার বাসস্থান স্থির করতে না পারলে, আপনি আপনার কলেজের কক্ষ বা গৃহ ব্যবস্থাকারী দপ্তরে যাবেন। সেখানে কক্ষ সম্পর্কীয় সব তথ্য জানতে পারবেন। হোটেলের আসবাবপূর্ণ কক্ষ ভাড়া নেওয়া সম্ভব কিন্তু এই ধরনের কক্ষগুলি বোর্ডিং হাউস বা ব্যক্তি বিশেষের গৃহ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। সাধারণতঃ এই ধরনের ভাড়াটে-ঘরগুলিতে কোন রন্ধন ব্যবস্থা থাকে না। এগুলি আসবাব পূর্ণ বা শূন্য হতে পারে। এক একটি তিনটি কক্ষ সমেত ভাড়া করা গৃহে শয়নকক্ষ, বৈঠকখানা, রন্ধনশালা ও স্নান-ঘর সমেত থাকে। গৃহগুলিকে সাধারণতঃ রেফ্রিজারেটর, উনান ও টয়লেটের সুবিধা থাকে। ভাড়ার মধ্যে জল ও বিজলীর মূল্য সংযুক্ত করা থাকে। কারণ কয়েকটি গৃহের ভাড়ার মধ্যে গ্যাসের বা বিজলী কিম্বা উভয়ের মূল্য ধার্য করা থাকে। গৃহ ভাড়া করবার সময় গৃহ-স্বামীকে এক বা একাধিক মাসের ভাড়া দিতে ও প্রায়ই এক বা একাধিক বৎসর এর জন্য 'লীজ' স্বাক্ষর করতে হয়। 'লীজের শেষে ভাড়াটেকে সংরক্ষিত অর্থটি প্রত্যার্পণ করা হয়, যদি অবশ্য গৃহের কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে। যদি আপনি 'লীজের' পুরো সময়টিতে গৃহটিতে বাস না করতে চান, তবে 'লীজে' স্বাক্ষর করবেন না। স্বাক্ষর করবার পূর্বে লীজটি ভালভাবে পড়ে ও বুঝে দেখবেন। যদি লীজের কোন অংশ বোধগম্য না হয় তবে আপনার বিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্র উপদেষ্টা বা গৃহ সংক্রান্ত কর্মচারীদের পরামর্শ নেবেন।

যদি আপনার বাসস্থান-ব্যবস্থায় খাদ্যের বা রন্ধনের সুবিধা না থাকে, তখন আপনি সেই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকারের ভোজনশালার সন্ধান নেবেন। নিয়মিত রেঁস্তোরা ছাড়াও কফির দোকান, ড্রাগ স্টোরের কাউণ্টার এবং দিবা-ভোজনের কাউণ্টার আছে। সেখানে আপনি চা, কফি বা পুরো ভোজনের আদেশ দিতে পারেন। এই কাউণ্টারগুলিকে বলা হয় 'সোডা কাউণ্টেন' এই সব কাউণ্টারে খুব শীঘ্র খাদ্য পরিবেশিত হয় ও সাধারণ রেঁস্তোরা

অপেক্ষা মূল্য অনেক কম। আমেরিকার ভোজন শালার বিলকে বলে 'চেক'। যে সমস্ত কাফেটেরিয়াতে স্বাবলম্বন প্রথা প্রচলিত সেখানেও আপনি অল্প মূল্য গ্রহণ করতে পারেন।

যদি আপনার বাসস্থানে খাদ্য সংস্থান না থাকে কিন্তু রন্ধন সুযোগ আছে তবে দেখবেন যে আমেরিকায় খাদ্য ক্রয় করা একটি সরল ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। মূল্য তালিকা হয় খাদ্য প্যাকেটের উপর চিহ্নিত থাকে না হয় তাজা ফল, সব্জি, মাংস ইত্যাদির উপর প্রদর্শিত হয়। সুপার-মার্কেট হোল দেশের অতি সাধারণ নিয়ম মাফিক খাদ্য ভাণ্ডার। এইটি বিভাগে বিভক্ত ও সুপরিবেশিত বিরাট বাজার। এই ভাণ্ডারগুলিতে চাকা বসানো জালের টুকরি থাকে, আপনি আপনার ক্রীত জিনিসগুলি তার মধ্যে ভর্তি করে নিতে পারেন। জিনিস নির্বাচনের পর বহির্গমনের দ্বারের কাছে ক্যাশিয়ারের কাউণ্টারে আপনার টুকরিটি ঠেলে নিয়ে যান। আপনার ক্রয় করা জিনিসগুলি একটি যন্ত্রে উঠিয়ে দেবে এবং আপনার মূল্য দিতে হবে। কয়েকটি স্থানে স্থানীয় উৎপাদিত ফল ও শবজি বিক্রয়ের ছোট দোকান আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা কলেজে ক্যাম্পাসের বাইরে থাকেন, তাঁরা প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে গৃহ বা কক্ষ ভাগ করে বাস করে। আপনি যার সঙ্গে ভাগ করে নেবেন তাকে বলা হবে আপনার 'রুমমেট'। বিশেষ করে এক বা একাধিক "রুমমেট" থাকবার বহু সুবিধা আছে। রুমমেট্রা আপনাকে সন্ধান করবেন ও আপনার খাদ্য, বাসগৃহ-এর দায়িত্ব ও ব্যয়ভারের অংশ নেবে।

যদি আপনার 'রুমমেট' নেবার কোন পরিকল্পনা থাকে তবে কোন আমেরিকান ছাত্রকে নেবার কথা চিন্তা করবেন। অনেক বিদেশাগত ছাত্র তাদের স্বদেশের ছাত্রদের সঙ্গে বসবাস করতে চান। এতে কিছুটা সুবিধা আছে বটে; কিন্তু আমেরিকান ছাত্রদের সঙ্গে থাকলে আপনার ইংরাজি-জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে জানবার ও তাদের জীবনে অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

কলেজ ক্যাম্পাসে বাস করবার সময়, আপনাকে কয়েকটি শান্তিপূর্ণ সময় বা কারফিউ নিয়ম মেনে চলতে হবে। অধিকাংশ পুরুষদের কলেজে কোন বাধা নিষেধ নেই; কিন্তু মহিলা-কলেজগুলিতে আছে। সহশিক্ষা সমেত

কলেজগুলিতে পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদের পক্ষে নিয়মগুলি অধিকতর বাধাপূর্ণ। শান্তিপূর্ণ সময়টি আরোপিত হয়েছে অধ্যয়ন ও নিদ্রাকে ব্যাঘাতহীন করবার উদ্দেশে। এই নিয়ম ভঙ্গ করা অত্যন্ত অবিবেচকের কাজ।

যে সব ছাত্ররা ক্যাম্পাসের বাইরে বা বিদ্যালয়ের বহুদূরে বোর্ডিং হাউসে বাস করে, তারা সাধারণতঃ সাইকেল ক্রয় করে ক্লাশে যাতায়াতের জন্য। যদি আপনি প্রয়োজন বোধ করেন তবে কমমূল্যে পুরানো সাইকেল ক্রয় করতে পারেন।

রেজিস্ট্রেশন—শিক্ষালয়ে উপস্থিত হয়ে আপনার সর্বপ্রথম কাজ হোল, যে ক্লাশে আপনি অধ্যয়ন করবেন, সেখানে আপনার নাম রেজিস্ট্রী করে নেওয়া। প্রত্যেক সেমেস্টারের প্রারম্ভে রেজিস্টেশন করা হয়। অধিকাংশ কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে ভর্তি হবার বা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সবতথ্য বিতরণ করা হয়। কলেজ ক্যাটালগেও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যগুলি তালিকা-ভুক্ত করা থাকে। আপনার রেজিস্ট্রেশনের প্রথম ধাপ হোল—শিক্ষা-উপদেষ্টার সাহায্যে আপনার শিক্ষাবিষয় স্থির করা। আপনার প্রত্যেকটি প্রফেসরকে যে ফর্মগুলি দেওয়া হবে, সেগুলি আপনাকে অতি অবশ্যই সম্পূর্ণ করে দিতে হবে। যদি ক্লাশ সুরু হবার পর আপনি শিক্ষা বিষয় বদ্‌লী করতে চান তবে আপনার শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। যদি পরিবর্তনটি অনুমোদিত হয়, তবে আপনাকে নিশ্চয়ই কতকগুলি ফর্ম পূর্ণ করে রেজিস্ট্রেশন অফিসে দিয়ে আসতে হবে। সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট দিনের পর আর পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। অধিকাংশ বিদ্যালয় সেমেস্টারের প্রথম বা প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত কার্যতালিকার পরিবর্তন অনুমোদন করে।

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন—বিদ্যালয় খোলবার প্রথম দিন এবং নিয়মিত ভাবে ক্লাশ সুরু হবার মধ্যে যে কয়েকটি দিন থেকে সপ্তাহ খানিক সময় থাকে—সেই সময়টি ব্যয় করা হয় নবাগত ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে। আপনি এই সময়ে বিশেষ ব্যস্ত থাকবেন বলে মনে হয়। নিজ বাস গৃহ স্থির করা ভিন্ন পরীক্ষা দিতে নিজের মান স্থির করে নেবেন যাতে আপনার উপযুক্ত ক্লাশে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। আপনি সূচনাকারী

বক্তৃতাগুলিতে উপস্থিত থাকবেন, এবং বিভিন্ন প্রকারের গৃহ ও ক্যাম্পাসের অংশগুলি পরিদর্শন করে আসবেন।

এই ধরনের প্রচেষ্টাগুলি থেকে আপনি যথেষ্ট উপকার পাবেন। এই সব কার্যকলাপের দ্বারা আপনার নূতন পারিপার্শ্বিকতা ও আমেরিকান উচ্চ-শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় হবে। এর মধ্যে দিয়েই আপনি আপনার সহকর্মীদের চিনে নিতে পারবেন।

আর্থিক ব্যাপার

আমেরিকান মুদ্রাগুলি দশমিক প্রণালী অনুসরণ করে। ডলারটি হোল আমাদের মুদ্রা ধারার মূলগত সর্বনিম্ন পূর্ণসংখ্যা যাকে ১০০টি সেণ্টে বিভক্ত করা যায়। $ হোল ডলারের প্রতীক বা চিহ্ন। $১, $৫, $১০ ও $২০ ডলার-এর বিলগুলি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

নিম্নলিখিত তালিকা থেকে ডলারের মূল্য সম্বন্ধে আপনার একটি জ্ঞান হবে।

এক পেয়ালা কফি······	$ ·১০ থেকে $ ·১৫
সন্তোষজনক ভোজন······	$ ১·৫০ থেকে $ ২·৫০
হোটেল কক্ষ······	$ ৩·০০ থেকে $ ৬·০০
	(প্রতি রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন মূল্যহার)
সাবওয়ে স্ট্রীটকার বা শহরের বাসভাড়া	$ ·১৫ থেকে $ ·২৫
সিগারেট প্যাকেট··· ··	$ ·২৩ থেকে $ ৩০
	(দশ প্যাকেট কর্টন একত্রে ক্রয় করলে)
পুরুষের চুলকাটা······	$ ১·০০ থেকে $ ১·৭৫
মহিলাদের চুলকাটা	$ ২·০০ থেকে $ ৪ ০০

মুদ্রাগুলি সুপরিচালিত যন্ত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়। সরবৎ, দুধ, কফি, মিষ্টি সিগারেট, ডাকটিকিট ইত্যাদি অনেক সরকারী অট্টালিকার বিক্রয়কারী যন্ত্রে মুদ্রা ফেলে দিয়ে ক্রয় করা যায়। মুদ্রাগুলিকে আরোও বড় করা হয় টেলিফোনের জন্য, মালপত্র রাখার জন্য লকারে জনসাধারণের স্নানগৃহের জন্য শহরের পথপাশে গাড়ী রাখবার জন্য। বাসগৃহ বা ছাত্রদের বোর্ডিং-এ কাপড় ধৌত করা শুরু করবার জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রে বিলের সঙ্গে বখশিশটা যুক্ত থাকে না। পরিবেশক ও ট্যাক্সিচালকদের বিলের শতকরা ১৫ ভাগ অধিক দেওয়া হয় বকশিশ হিসাবে। কুলি ও বেয়ারারকে প্রত্যেকটি মালের জন্য ৩৫ সেণ্ট ও ১০ সেণ্ট বকশিশ

দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ পুরুষের চুল কাটার জন্য বকশিশ হোল ২৫ সেণ্ট। মহিলাদের মাথা-ঘষা ও চুল ফাঁপানো ও কাটার জন্য ২৫ সেণ্ট থেকে এক ডলার পর্যন্ত। অবশ্য সেটা নির্ভর করে কতগুলি ব্যক্তি আপনার কাজ করেছে তার উপর। থিয়েটারের পথ-নির্দেশক, গ্যাস স্টেশন সহকারী বা বিমানপথ কর্মচারীদের কোন বখশিশের প্রয়োজন নেই।

ব্যাঙ্কের ব্যবহার—ভ্রমণকালে অধিক পরিমাণে অর্থ 'ট্রাভ্‌লারস্ চেক' এ বহন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই চেকগুলি ব্যাঙ্ক এবং আমেরিকান এক্সপ্রেসেও বিক্রয় করা হয়। এক একটি বিভিন্ন পরিমাণের যেমন $১০, $২০, $৫০ ও $১০০ ডলারের চেক্ বিক্রয় করা হয়। প্রত্যেকটি $১০০ ডলারের ট্যাভ্‌লারস্ চেকের জন্য ৭৫ সেণ্ট থেকে ১ ডলার পর্যন্ত মূল্য (চার্জ) দিতে হয়। আপনার অভিন্নতা প্রমাণ করবার জন্য প্রত্যেকটি 'চেক্' ভাঙাবার সময়ে আপনাকে সেটিকে দ্বিতীয়বার স্বাক্ষরিত করতে হবে।

আপনি ব্যাঙ্কে সেভিংস্ একাউণ্ট বা চেকিং একাউণ্ট অথবা উভয় একাউণ্টই ব্যাঙ্কে একত্রে খুলতে পারেন। ব্যাঙ্কে সেভিংস একাউণ্টে টাকা রাখলে শতকরা ২ থেকে ৩½ সুদ পাওয়া যায়—সেটা অবশ্য ব্যাঙ্কের নীতির উপর নির্ভর করে। আপনি সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্টে জমা করলেও পারেন বা ইচ্ছানুযারী উঠিয়ে নিতে পারেন।

দু-প্রকার চেকিং একাউণ্ট আছে। নিয়মিত চেকিং একাউণ্ট। এর জন্য একটি উদ্বৃত্ত অংশ সর্বদাই থাকা প্রয়োজন। এই ধরনের একাউণ্টের জন্য কোন চার্জ দিতে হয় না। একটি বিশেষ চেকিং একাউণ্টের জন্য প্রত্যেকটি চেক প্রতি ১০ সেণ্ট করে ও তাছাড়া কাজ সম্পন্ন করবার জন্য ৫০ সেণ্ট প্রায় প্রতি মাসেই দিতে হয়। চেকিং একাউণ্টে কোন সুদ পাওয়া যায় না।

চেক্ দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে আপনি যে টাকাটা ওঠাবেন তার একটি হিসাব রাখা আপনার প্রয়োজন। কারণ যত পরিমাণ অর্থ আপনার আছে তার অপেক্ষা অধিক উদ্ধৃত হয়ে না যায়। যথেষ্ট পরিমাণে টাকা গচ্ছিত না থাকলে আমেরিকান ব্যাঙ্কগুলি সাময়িক ভাবেও সে চেক্‌গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় না।

কলেজের ব্যয়সমূহ—আপনার আমেরিকা ভ্রমণের পরিকল্পনা করার

পূর্বেই আমেরিকা থাকাকালীন আপনার সম্ভাব্য ব্যয় সম্বন্ধে হিসাব-নিকাশ করা প্রয়োজন। আপনার প্রধান ব্যয়গুলি হবে যান-বাহন, কলেজ শিক্ষা বাসগৃহ ও খাদ্যের উপর। কলেজের ক্যাটালগে শিক্ষা বা বসবাস সংক্রান্ত ব্যয়গুলির সম্বন্ধে সব তথ্য প্রকাশ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-মধ্য অংশের বিদ্যালয়গুলি দক্ষিণ ও পশ্চিম রাজ্যের বিদ্যালয়গুলি অপেক্ষা ব্যয়বহুল। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মূল্য সাধারণতঃ জনসাধারণের অর্থ-সাহায্য-নির্ভরশীল বিদ্যালয়গুলি অপেক্ষা উচ্চতর। পুরুষদের অপেক্ষা মহিলাদের কলেজগুলি সাধারণতঃ অধিক ব্যয়বহুল।

জনসাধারণের নির্ভরশীল বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে বেপ্রাবেশিক ও বিদেশী ছাত্রদের একটি অতিরিক্ত বেতন দিতে হয়। যে প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালটি অবস্থিত সেই প্রদেশবাসীর জন্য বাৎসরিক বেতন $৬০ থেকে $৪২০ ডলার পর্যন্ত, কিন্তু সাধারণ বেতন $১৫৬। যে সব ছাত্র সেই প্রদেশের অধিবাসী নন তাঁদের বেতনের হার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকারের। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেতনের হার $৭৫০ থেকে $১০০০ পর্যন্ত, এবং শিক্ষা ও গৃহ এবং খাদ্য সমেত বেতন হার বেসরকারী কলেজগুলিতে হোল $১৭৫ থেকে $২০০০ পর্যন্ত। কিন্তু কতকগুলি বেসরকারী কলেজ আছে যারা উপরোক্ত মূল্য অপেক্ষা অধিক কিম্বা কম মূল্য গ্রহণ করে থাকে।

আপনার যানবাহন, কক্ষ ও খাদ্য ভিন্ন 'ছুটির জন্য ব্যয়' আপনাকে করতে হবে। হয়ত আরোও কিছু ব্যয় করতে হবে। আসবাব পত্রের জন্য কতকগুলি ব্যক্তিগত ব্যয় করতে হবে। যেমন পোশাক, কাপড় ধৌত করা, ডাকটিকিট ও আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি। তাছাড়া পাঠ্য-পুস্তক, স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনার জন্য জীবন-বীমা।

পুরাতন পাঠ্যপুস্তক সাধারণতঃ মৌলিক দামের অনেক কমে বিক্রয় হয়। ছাত্র কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ব্যবহৃত পুস্তক ক্রয় করা সম্ভব। আপনার শিক্ষার জন্য যা পুস্তক প্রয়োজনীয়, তার তালিকা পাবার পূর্বেই পুস্তক ক্রয় করা উচিত হবে না। প্রতি বৎসরেই পুস্তক পরিবর্তিত হয়ে যায় সুতরাং আপনার কোর্সে পূর্ব বৎসরে যে ছাত্র শিক্ষা করেছে—তার থেকে পুস্তক ক্রয় করবার আগে কোন পুস্তক পাঠ্য করা হয়েছে সেটা দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

অবশ্য আশা করা যায় যে আপনি সুস্থ অবস্থায় থাকবেন। কোন

আকস্মিক দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার জন্য, তবুও আপনি যুক্তরাষ্ট্রে থাকা কালে নিজেকে আর্থিক দুর্গতি থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। কলেজে একটি হাসপাতাল ফী দিয়ে, কিম্বা চিকিৎসা বা দুর্ঘটনা-বীমা কিনে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। এই ধরনের বীমার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করতে হলে বিদেশী ছাত্রদের (পরে উল্লিখিত) কোম্পানীগুলির সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে—ইউ. এস্. লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এবং হেলথ্ আণ্ডাররাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, ৮৪ উইলিয়ম স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক ৩৮ নিউ ইয়র্ক। এই পলিসিগুলির দ্বারা $৭৫০ অসুস্থতায়, ও দুর্ঘটনা বা মৃত্যুতে $১০০০ পর্যন্ত উপকার পাওয়া যায়। এই বীমার মূল্য বৎসরে $২৫.২০ বা ছ'মাসে $১৩.৫০ কোন পুরাতন অসুস্থতার জন্য এরা ব্যয়ভার গ্রহণ করে না।

শিক্ষার্থীদের জন্য চাকরি—আমেরিকাতে বহুসংখ্যক ছাত্র বিদ্যালয়ের বৎসরগুলিতে খণ্ড-কাল চাকরি গ্রহণ করে থাকেন। গ্রীষ্মকালীন অবকাশেও বহুছাত্র কর্ম গ্রহণ করে থাকেন। কর্মে-নিয়োজিত ছাত্ররা বিভিন্ন ধরনের কর্ম করে থাকেন। ছাত্রদের কর্মগুলির মধ্যে আছে—খানা-টেবিলে পরিবেশন, শিশু-পাহারা, লাইব্রেরীর কাজ, বিক্রয় ও টাইপ্ করা। যদি আপনার মাতৃভাষা ইংরাজি না হয় তবে যিনি আপনার মাতৃ-ভাষা শিখতে ইচ্ছুক, তাঁকেও সেই ভাষা শিক্ষা দিতে পারেন।

ছাত্রদের ভিসা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিদেশী ছাত্রদের কর্ম-গ্রহণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিবর্তিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী ছাত্রদের পক্ষে কর্মের অনুমতি পাওয়া দুষ্কর। যদি যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণ করার পর আপনার আর্থিক দুর্গতি ঘটে ও আপনার পক্ষে রোজগার করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে অথবা ব্যবহারিক দক্ষতার জন্য আপনার কর্ম করা প্রয়োজন তাহলে আপনার প্রেরণকারীর বা স্থানীয় ইমিগ্রেশন ও নগচারালাইজেশন সার্ভিসের কাছে দরখাস্ত করতে হবে। এই ধরনের দরখাস্ত-পত্র বিদেশী ছাত্র উপদেষ্টা বা কলেজের ডীন-এর কাছ থেকে নিতে হয়। গ্রীষ্মকালীন কর্মের জন্য ছাত্র-উপদেষ্টার অনুমতি প্রয়োজন। কারণ ইমিগ্রেশন-দপ্তর তার উপরেই এই ভার ন্যস্ত করেছেন। গ্রীষ্মকালীন কর্মগুলি পুরোদিনের জন্যও হতে পারে।

কলেজের পেশাগত (সময় সময়ে যাকে বলা হয় প্লেসমেণ্ট) দপ্তর বা বৃত্তিদানকারী দপ্তর থেকে খণ্ড-কাল বা গ্রীষ্মকালীন কর্মের সর্বপ্রকার তথ্য

জানা যায়। সর্বপ্রকারের ক্যাম্পাস বহির্ভূত, খণ্ড-কালীন বা গ্রীষ্মকালীন কর্মগুলির জন্য শ্রেণী বিভক্ত বিজ্ঞাপন বা স্থানীয় সংবাদপত্রের সাহায্য-প্রার্থী অংশটি নিরীক্ষণ করা ভাল। এ সমস্ত উল্লিখিত কর্ম ভিন্ন, বহুছাত্র গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের উপদেষ্টা, অফিসের সহকারী ও কারখানা বা নির্মাণকার্যে শ্রমিক হিসাবেও কাজ করে।

যদি আপনি $৬০০ ডলারের অধিক এক বৎসরে আয় করেন, তবে আপনাকে "ফেডারল্ ইনকাম ট্যাক্স-ফর্ম" পুর্তি করতে হবে ও আপনাকে কর দিতে হবে কিম্বা আপনার আংশিক বেতন যেটা আট্‌কে রাখা হয়েছে সেটা মীমাংসা হলে ফেরত পাবেন। এ সবই নির্ভর করছে আপনি কতখানি আয় করবেন তার উপর। আয়-করটি বেতন থেকে কেটে নেওয়া হয়। যদি না কেটে রাখে তবে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন বিভাগে কিম্বা নিকটস্থ কোন ব্যাঙ্কে আপনি আয়কর ফর্ম পাবেন। যে সমস্ত ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারীর পদ পায় তারা নিয়মিত বেতন-ভোগী। তাদের উচিত আমেরিকান নাগরিকদের সঙ্গে কর-দাতা হিসাবে সম-মর্যাদা পাবার জন্য বিদেশী ছাত্র উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শ করা। যদি কোন ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রে অনির্দিষ্টকাল জন্য এমনকি দুই বৎসর সময়ের জন্যও আসেন তবে তিনি ইচ্ছা করলে ট্যাক্সের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র নাগরিক মর্যাদা লাভের জন্য একটি 'ইণ্টারনাল রেভেন্যু ফর্ম'-এ স্বাক্ষর করতে পারেন। এতে তার "ইমিগ্রেশন" মর্যাদা পরিবর্তিত হবে না।

ঋণ—আমাদের অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঋণদানের জন্য বিশেষ অর্থ-তহবিল আছে। সাধারণতঃ ঋণ দেওয়া হয় শিক্ষা বিষয়কে বেতন দেবার জন্য। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর, ছাত্ররা টাকাটি কলেজে প্রত্যর্পণ করে সে সমস্ত ছাত্ররা কলেজে টাকা ধার করেন, তাদের সেই ঋণ-পরিশোধের জন্য পুরো একবৎসর বা অধিক সময় দেওয়া হয়। সময় সময়ে একটি নিম্নহারের সুদ নেওয়া হয়। কিন্তু প্রায়ই কিছু নেওয়া হয় না।

যদি আপনার পক্ষে ঋণ নেবার প্রয়োজন হয়—তবে কলেজ বা ব্যাঙ্ক থেকেই নেওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু খুব জরুরী অবস্থাতে বন্ধুর কাছ থেকে নেওয়া যায়। কিন্তু সেটা খুব সত্বর ফেরত দেওয়া প্রয়োজন। কোন মূল্যবান বস্তু ধার না করাটাই বুদ্ধিমানের পরিচয়।

আচার ব্যবহার ও রাজনীতি—বাহ্যাড়ম্বরহীন ভদ্রতা ও বন্ধুত্বের সংমিশ্রণই আমেরিকান আচার ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য। আমেরিকান জীবনধারায় বিদেশীয় বহু প্রথা ও রীতি মিলিত হয়ে আছে বলে—সামাজিকতার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের আচার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিদেশে যে সমস্ত সামাজিক রীতি সৌজন্যতার পরিচায়ক বলে মনে করা হয়, সেগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রে সম্মান দেওয়া হয়। এটা আশা করা হয় না যে একটি বিদেশী পরিদর্শক যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রকার আচার ব্যবহার মানিয়ে চলতে পারবে।

প্রথম দিকে আমাদের আচার ব্যবহারের 'ঢিলেঢালা' ভাব দেখে হয়ত অনেকের আশ্চর্য বোধ হবে। ঢিলেঢালা রাজত্বের ভাব আমেরিকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, এর সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব, যার পরিণতি সময় সাপেক্ষ তাকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। অন্যদেশের তুলনায় আমেরিকান অনেকে চট করে লোকেদের প্রথম নামে অনেক বেশি ডেকে থাকে। আমেরিকান আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির বিশেষ ভাবটি ধরতে বা কয়েকটি ভঙ্গী, ব্যক্তভাষা ও গলারস্বরের অর্থ বুঝতে আপনার কিছুকাল সময় লাগবে। প্রত্যেকটি কলেজের নিজস্ব ব্যবহৃত শব্দাবলী আছে, যেগুলি দল অনুসারে আবার খানিক বদলে যায়।

করমর্দন ব্যাপারে আমেরিকানদের লৌকিকতা নেই। সাধারণতঃ পুরুষরা সাক্ষাৎ হলে করমর্দন করে থাকেন কিন্তু মহিলার ব্যাপারে তিনি নিজে হস্ত প্রদান না করলে, সেটা করা হয় না।

পরিচয় প্রদান অতি সহজ ব্যাপার—মিস্টার স্মিথ্ মিস্টার জোনস্, ববস্মিথ, জন জোনস্ অথবা বব, জন। অপেক্ষাকৃত লৌকিকতাপূর্ণ পরিচয় দিতে হলে আপনি বলতে পারেন—"মিস্টার স্মিথ্, আসুন মিস্টার জোনসের সঙ্গে পরিচয় করে দিই?' কোন ব্যক্তির ডক্টরেট উপাধিধারী ব্যক্তির স্ত্রীকে তাঁর স্বামীর উপাধির দ্বারা সম্বোধন করা হয় না যদিও অন্য কোন দেশে সেটা হওয়া সম্ভবপর। কোন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হলে সাধারণতঃ বলা হয়—'কেমন আছেন?' অথবা 'আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুখী হলাম।' লৌকিকতাহীন পরিচয়ের প্রত্যুত্তরে শুধু 'হ্যালো' বললেও চলে। যখন পুরুষকে একটি নারীর সঙ্গে পরিচয় করাতে হয়, তখন সেই নারীর নাম প্রথমে উল্লেখ করা দরকার।

এদেশের সমস্ত দিনের প্রধান ভোজনটিকে বলা হয় 'ডিনার'। সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলায় সেটা পরিবেশিত হয়। শুধু রবিবার বা ছুটির দিনে মধ্যাহ্ন ভোজন হিসাবেই 'ডিনার' দেবার রীতি। খাঁটি আমেরিকান প্রাতঃরাশ য়ুরোপীয়-মহাদেশীয় প্রাতরাশের তুলনায় পরিমাণে বেশী। প্রাতঃরাশে থাকে ফলের রস। খাদ্য-শস্য দ্বারা প্রস্তুত খাবার বা ডিম, সেঁকারুটি, দুধ চা' বা কফি।

কোন গৃহস্থের বাড়ি খেতে গিয়ে যদি মনে হয় মার্কিনী টেবিল-রীতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান আপনার নেই,—আপনার নিমন্ত্রণকারিণী যা করবেন আপনিও তাঁর অনুসরণ করবেন। যদি কোন খাদ্য আপনার ধর্ম-বিরুদ্ধ বলে মনে হয়, তবে সেটা আপনি আপনার নিমন্ত্রণকারিণীকে জানাবেন। যদি সম্ভব হয়, তবে যে সময়ে আপনি নিমন্ত্রণ পেলেন, তখনি আপনার খাদ্য সংক্রান্ত বাধানিষেধগুলি উল্লেখ করবেন।

ভোজনকালে আপনি ধূমপান করতে পারেন, যদি অন্যে করেন এবং টেবিলের উপর ছাই-দান থাকে। প্রথমে যে ব্যক্তি ধূমপান করিতে ইচ্ছুক সেই নিমন্ত্রণ কর্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করবেন।

লৌকিকতাপ্রসূত বা লৌকিকতাবিহীন উভয়শ্রেণীর লিখিত নিমন্ত্রণপত্রই উত্তর প্রত্যাশী হলে সত্বর উত্তর দেওয়া উচিত। লৌকিকতাপূর্ণ নিমন্ত্রণে উত্তরের প্রত্যাশা থাকে না, যদি না লেখা থাকে 'আর. এস্. ভি. পি.' বা 'অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন'। যদি লিখিত নিমন্ত্রণপত্রে টেলিফোন নম্বর দেওয়া থাকে, তবে টেলিফোনের দ্বারা উত্তর দিতে পারেন। সাধারণতঃ যদি কোন বন্ধু বা চলনদার সঙ্গে আনতে চান তবে নিমন্ত্রণকর্ত্রী বা নিমন্ত্রণ-কর্তার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

সময়ানুযায়ী উপস্থিত হওয়াটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ যারা ক্রমাগত দেরি করে নিমন্ত্রণ রাখতে আসেন তাদের সাধারণতঃ অবিবেচক বলে মনে করা হয়। যদি কয়েক মিনিটের বেশী দেরী করাটা আবশ্যকীয় হয়, তবে যার সঙ্গে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত আছে তাকে টেলিফোন করে জানানো প্রয়োজন। যদি এমন কোন নিমন্ত্রণ পত্র পান যেখানে কোন বিশেষ সময় উল্লেখ করা নেই যেমন ৮ ঘটিকা রাত্রি, বরং লেখা আছে ৪ ঘটিকা থেকে ৭ ঘটিকা পর্যন্ত তবে আপনি শুধু শেষ-আধঘণ্টা ভিন্ন যে কোন সময়ে উপস্থিত হতে পারেন।

আপনার নিমন্ত্রণকর্ত্রীকে একটা ধন্যবাদলিপি পাঠানো খুবই সুবিবেচনার কাজ হবে। কোন গৃহে আপনি অতিথি হিসাবে রাত্রি অতিবাহিত করেন, তবে আপনার তাদের প্রশংসা করে একটি পত্র প্রেরণ করা দরকার। জন্মদিন, বিবাহতারিখ বা খৃষ্টমাস না হলে, আপনার নিমন্ত্রণকারিণীর জন্য কোন উপহার নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। অতি মূল্যবান কোনও উপহার দেবারও কখনোই প্রয়োজন হয় না। কারণ আপনার নিমন্ত্রণকর্ত্রীর পক্ষে এইটা মনে করাই স্বাভাবিক যে 'উপহারটাই বড়ো কথা নয়, উপহার যে মনে করে এনে দিলেন এইটাই সবচেয়ে বড় কথা।'

ডেটিং—পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই 'ডেটি' প্রথার-প্রচলন নেই কিন্তু যে কয়টি দেশে প্রথাটি প্রচলন আছে—সেখানেও সাধারণতঃ 'ডেটিং' প্রথাটি আমেরিকার মত অতটা জলভাতের ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। যখন কোন ব্যক্তি কোন একটি মহিলাকে সামাজিক ব্যাপারে যেমন ডিনার, মুভি, ঐক্যতান, মিউজিয়াম প্রদর্শনী ইত্যাদিতে আহ্বান করেন, তখন যারা অংশ গ্রহণ করেন এবং যে ঘটনাটিতে অংশ গ্রহণ করা হয়, সকলকেই বলা হয় 'ডেট্'। সময়ে সময়ে কোন মহিলা একটি পুরুষকেও সামাজিক আমোদপ্রমোদে যেমন ডিনার ও নৃত্য আমন্ত্রণ করতে পারেন। একটিকেও ডেট্ বলেই বিবেচনা করা হয়।

কারুকে 'ডেট্-এ' বাইরে নিমন্ত্রণ করতে হলে সর্বদাই লৌকিকতাপূর্ণ পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। কারণ ক্যাম্পাসের মধ্যে কোন কোন অবস্থায় যে সমস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলাটা যথেষ্ট রীতিসঙ্গত। পরিচিত না হয়েও সহপাঠী বা অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা চলতি হয়ে গেছে। কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে বা ভিতরে একটি বিশেষ ধরনের ডেট করাকে বলে 'ব্লাইণ্ড ডেট্'। এই ব্লাইণ্ড ডেট অনুসারে ডেটের আগে পুরুষ ও মহিলা পরস্পরকে দেখেন না। টম্ হয়ত তার প্রতিবেশিনী বার্বারাকে ডন্-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। ডন বার্বারাকে টেলিফোন করে জানায় যে সে টমের বন্ধু, সে তার সঙ্গে একটা ডেট্ করতে চায়। সেই সাক্ষাৎ-নির্দিষ্ট দিনটির বিকাল বা সন্ধ্যায় পূর্বে তাদের সত্যিই সাক্ষাৎ হয় না।

কলেজের 'ডেটিং'-কে, বিশেষতঃ মেয়ে ও পুরুষের কলেজে, বলা হয়

সপ্তাহান্ত-ডেটিং। আমেরিকার বিভালয়গুলিতে সমস্ত বৎসরব্যাপী নানারকম সপ্তাহান্ত-অনুষ্ঠান লেগেই রয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি হোল সপ্তাহ শেষের ফুটবল ও সপ্তাহ শেষের গৃহপার্টি, যখন প্রত্যেকটি ভ্রাতৃসঙ্ঘ পুরুষের কলেজগুলিতে গৃহ-পার্টির আয়োজন করে ও মেয়েদের বিভালয়গুলিতে খৃষ্টমাস-নৃত্য ও চ্যারিটিবল-নৃত্য সংঘটিত হয়। সে সপ্তাহ শেষগুলিতে বিশেষ কিছু থাকে না, সেইগুলিতেও 'ডেটিং' বলে। যদি আপনি আপনার কলেজে সপ্তাহ শেষ কাটাবার জন্য কারুকে আহ্বান করেন তবে অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বেই জানিয়ে দেবেন। সম্ভব হলে দু-সপ্তাহ আগে জানাবেন। যেই জানতে পারবেন যে আপনার ডেট্ সপ্তাহ-শেষে হয়ে আসবে তখনি আপনি কাছাকাছি হোটেলে বা বাসায় ঘর ভাড়া করে রাখবেন। তাকে জানিয়ে দেবেন যে সপ্তাহ শেষের জন্য কি পরিকল্পনা করেছেন, যাতে সে সেই অনুযায়ী পোশাক নিয়ে আসতে পারে।

মহিলা কলেজের সপ্তাহ-শেষগুলিতে একটি মহিলা একটি পুরুষকে ডেট্ করতে আহ্বান জানাতে পারেন। এই সময় মহিলাটি পুরুষটির টিকিট, নাচ ও অন্যান্য পরিকল্পিত আমোদ-প্রমোদ, তার বোর্ডিং কিম্বা ভগিনী সঙ্ঘে ভোজন সংক্রান্ত সব ব্যয় বহন করবেন। কিন্তু পুরুষটি যদি মহিলাকে বাইরের ভোজনে আমন্ত্রণ করেন তবে তিনিই তখন খাবার দাবারের দাম দেন। সাধারণতঃ অন্য সকল প্রকার ডেট্-এ পুরুষের ব্যয় করাই রীতি।

আমেরিকান ডেটিং-এর এই রকম সহজ সরল ঢালাও ব্যবস্থা থাকার ফলে একজনের পক্ষে বিভিন্ন জনকে একের পর এক ডেট্ করে যাওয়া সম্ভবপর। যদি কোন পুরুষ কোন একটি বিশেষ মহিলাকে অনেকগুলি ডেট্-এ বাইরে নিয়ে যান ও মহিলাটি তাতে স্বীকৃত থাকেন—তার সহজ সরল অর্থ হল এই যে তাঁরা পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করছেন; এ রকম ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে তাঁরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। এ রকম দেখা সাক্ষাৎকে দীর্ঘস্থায়ী গভীর অনুরাগের নিশ্চিত প্রমাণ বলে মনে করা ভুল।

বিভালয়ের পাঠক্রমের বহির্গত কার্যকলাপ—শিক্ষাকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে তোলবার আশায়, আমেরিকান কলেজ ও বিশ্ববিভালয়গুলি ছাত্রদের ক্লাশরুমের বাইরে বহুপ্রকার কার্যকলাপ করবার সুযোগ দান করে। আপনি যদি আপনার পড়ার সবচেয়ে ক্ষতি না করে সময়কে ভাগ করে নিতে

পারেন তবে এই সমস্ত কার্যকলাপে আপনি আপনার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন এই সমস্ত পাঠক্রমের বহির্গত কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে. আপনার জানবার সুযোগ হবে যে আমেরিকানরা তাদের অবকাশ কিভাবে অতিবাহিত করে এবং তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবে। সহপাঠীদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তাদের সঙ্গেও পরিচয় করে নিতে পারবেন।

ক্যাম্পাসের কার্যকলাপের বিজ্ঞপ্তিগুলি সাধারণতঃ বোর্ডিং হাউস্, ভ্রাতৃসঙ্ঘ ও ভগিনীসঙ্ঘ ও ক্লাশরুম-গৃহের 'বুলেটিন বোর্ড'-এ টাঙানো থাকে। কলেজ সংবাদপত্রেও সেগুলি প্রকাশিত হয়। ক্লাশরুমের বাইরে ছাত্র-জীবনে রয়েছে ধর্মসংক্রান্ত, পাণ্ডিত্য ও সামাজিক ব্যাপার সংক্রান্ত ক্লাব, খেলাধুলা ডেটিং ও অন্যান্য আনন্দদায়ক কার্যকলাপ।

কলেজ ক্লাব—এই দেশে অসংখ্য ধরনের ছাত্রসঙ্ঘ আছে। কয়েকটি সঙ্ঘ সম্পূর্ণ ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হয় ও কয়েকটি শিক্ষকরা চালনা করে থাকেন।

ছাত্র সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্গত বহু প্রকারের কার্যকলাপের সুযোগ প্রদান করে। ছাত্র সরকার সঙ্ঘ কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে, শিক্ষা সংক্রান্ত ও সামাজিক নিয়মাবলী উত্তমরূপে তৈরী করার জন্য। প্রত্যেকটি কলেজ-কর্তৃপক্ষের একটি করে শাসনপ্রণালী আছে—এবং বিভিন্ন প্রকারের কাউন্সিল বা কমিটির উপর ন্যস্ত আছে। এই কমিটিগুলির একটি করে সভাপতি (মেয়ে বা পুরুষ) আছেন. তার কয়েকটি সাহায্যকারী সহকারীও আছে। প্রত্যেকটি ছাত্রসঙ্ঘ ছাত্রসরকারের সদস্য। অনেক ছাত্র-সরকার সঙ্ঘ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ছাত্রসংঘের সঙ্গে সংযুক্ত। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ধর্মপ্রতিষ্ঠান আছে যারা উপাসনা করেন ও কয়েকটি ধর্ম-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ ছুটির দিনে উৎসবও করে থাকেন। এই সব ক্লাবগুলি বক্তৃতা আলোচনা ও সামাজিক কার্যকলাপ চা-পান বা নৃত্য ইত্যাদির আয়োজন করে থাকেন। অনেকগুলি প্রটেস্টাণ্ট প্রতিষ্ঠানও আছে। ইহুদী-ছাত্রদের জন্য 'হিলেল্ ফাউণ্ডেশন' ও রোমান ক্যাথলিকদের জন্য 'নিউম্যান্ ক্লাব' আছে।

সমস্ত কলেজ ক্যাম্পাসগুলিতে বহু প্রকারের বিষয়বস্তু সম্পর্কীয় পাণ্ডিত্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্লাব, অঙ্কশাস্ত্র ক্লাব,

বিজ্ঞান ক্লাব, মনোবিজ্ঞান ক্লাব, ফোটোগ্রাফি ক্লাব ইত্যাদি। প্রত্যেক কলেজে বহু সংখ্যক পত্রিকা আছে; সংবাদ-পত্র, সাহিত্য-পত্রিকা, একটি করে ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত বর্ষপত্রিকা। অনেক প্রকার সঙ্গীত শিক্ষালয় আছে—তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হোল যৌথ সঙ্গীত ক্লাব। অনেকগুলি যৌথ সঙ্গীত ক্লাব ও কলেজ গায়কদল জনসাধারণের সমুখে অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ একটি অর্কেস্ট্রা ও একটি করে ব্যাণ্ড থাকে। কতকগুলি নাটক সমিতি ও নৃত্যকার দল আছে, তারা প্রায়ই ছাত্র-লিখিত নাটিকাগুলি অভিনয় করে থাকেন। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধীয় ক্লাব বা রাজনৈতিক দলগুলি বক্তৃতা ও আলোচনার আয়োজন করেন এবং সময়ে সময়ে জাতীয় ও বৃহৎ সভা সমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র পরিচালিত বেতার প্রচারকেন্দ্র আছে। সেইগুলি প্রত্যেকটি কলেজ ক্যাম্পাসে শোনা যায়।

আপনি যদি এইসব প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার কথা ভাবেন, তাহলে আপনার পরিচিত বিষয়গুলির মধ্যেই আপনার মনোনয়ন সীমাবদ্ধ করবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এই ক্লাবগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য হোল আপনাকে নূতন অজানা ক্ষেত্রের প্রতি আকৃষ্ট করা। আপনি যদি সংবাদপত্র পরিচালনা ও উৎপাদন প্রণালীতে কৌতূহলী হয়ে থাকেন তবে আপনার অভিজ্ঞতা হীনতার জন্য বিষয়টিকে পরীক্ষা করে দেখতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না। আপনি অভিজ্ঞ ছাত্রদের কাছ থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করবেন এবং তাদের আপনি যা কিছু নূতন পরিকল্পনা দেন সেটাই সাদরে গৃহীত হবে।

বিভিন্ন সম্মানী সংস্থা আছে যেমন 'ফাই বিটা কাপ্পা'। সেখানে সভ্য হবার জন্য আবেদন করা যায় না। উচ্চাঙ্গের বিদ্যা-সংক্রান্ত কার্যকলাপের ভিত্তি সেখানে মনোনীত হতে হয়।

কয়েকটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ফ্রেটার্নিটি ও (ভ্রাতৃসঙ্ঘ) সোরোরিটি (ভগিনীসঙ্ঘ) আছে। এরাও সামাজিক ক্লাব যারা ছাত্র জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকে। সেখানকার মতবাদ পেতে হলে আমন্ত্রিত হতে হয়। একটি সময়কে বলা হয় 'রাশিং' যখন কোন সম্মিলন উপলক্ষে সভ্য হবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করা হয়। এই সম্মিলনের পর সভ্যরা একত্রিত হয়ে বিবেচনা করে কোন কোন ছাত্রকে সভ্য হবার জন্য আহ্বান

করা হবে। কোন কোন বিদ্যালয়ে 'রাশিং' হয় ফ্রেশম্যান বটে, আবার অন্যত্র ছাত্ররা সোফোমোর হবার পূর্বে কোন ক্লাব সম্মিলনে যোগ দেয় না। কোন ছাত্রকে ভ্রাতৃ বা ভগিনী সঙ্ঘের সভ্য হতে আহ্বান করলে শুরু হয় তার 'প্লিজিং ও হেজিং'-এর কাল। এই সময় ছাত্রীটিকে প্লেজী বা হেজী বলা হয়। ছাত্রটিকে (মেয়ে বা পুরুষ) নানা প্রকারের কর্ম করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই কর্মগুলি গঠনমূলক বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে সেগুলি শুধু লোক দেখানো কঠিন কর্ম প্রচেষ্টা মাত্র। এই 'প্লজ' সময়কালটি সাফল্যের সঙ্গে গত হলে, ব্রতী করানোর জন্য একটি অনুষ্ঠান করা হয় সেখানে ছাত্রটি সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হয়—কোন একটি ভ্রাতৃসঙ্ঘের ভ্রাতা বা ভগিনী সঙ্ঘের ভগিনী হিসাবে।

ভ্রাতৃসঙ্ঘ বা ভগিনী সঙ্ঘগুলি সভ্যদের এক ধরনের জামিন স্বরূপ। এরা সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এরা যে সব উৎসব পরিচালনা সেগুলি প্রতিষ্ঠিত প্রথাগুলির অঙ্গ বলা চলে। এরা তাদের সভ্যদের বাধ্য করে শিক্ষার গ্রহণযোগ্য মান বজায় রাখতে এবং ছাত্রদের জন্য বাসস্থান ও খাদ্যের সুযোগ সংগ্রহ করে দেয়। অনেক ছাত্র ও শিক্ষক ভ্রাতৃসঙ্ঘ বা ভগিনীসঙ্ঘগুলিকে অপছন্দ করেন। কারণ এইগুলি মাত্র কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য তৈরী সুতরাং এইগুলি অ-গণতান্ত্রিক। যদিও এই ভ্রাতৃসঙ্ঘগুলিতে বাধাবাধি রয়েছে তবুও তার অর্থ এই নয় যে ভ্রাতৃ ও ভগিনী সঙ্ঘগুলি সব গোঁড়া যার নাক উঁচু। এদের মধ্যে কয়েকটি বিদেশী ছাত্রদের প্রতি আতিথ্য দেখিয়ে থাকে এবং প্রতি বৎসর কয়েকটি বিদেশী ছাত্রকে অতিথি সভ্য পদ দিয়ে থাকে। যদি আপনার কোন ভ্রাতৃসঙ্ঘ বা ভগিনীসঙ্ঘের সভ্য হবার বাসনা হয় তবে তাদের সভ্যদের দেখে তাদের বিচার করে নেবেন।

মল্লক্রীড়া—এদেশে ক্রীড়া-কৌতুক, বিদ্যালয়ের বহির্গত-জীবনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কার্যকলাপগুলির অন্যতম। কলেজ মল্লক্রীড়াতে যোগদান করলে—সামাজিক মেলামেশা, দলগঠন ভিত্তিতে ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে আপনি অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হবেন। অধিকাংশ কলেজে অনেক প্রকার দল গঠনকারী ক্রীড়া বা একক ক্রীড়া হোল, ট্র্যাক্, টেনিস্, সাঁতার, গলফ, মল্লযুদ্ধ, কুস্তি, স্কোয়াশ, ফেংসিং, তীরধনুক, স্কিং, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক

ছোঁড়া। দলবদ্ধ ক্রীড়া হোল—ফুটবল, বাস্কেট বল, বেসবল, হকি, সকার, ল্যাক্রোস্ এবং ব্রত। বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। একই বিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন দলগুলির ভিতরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে যেমন ভ্রাতৃসঙ্ঘ বনাম হস্টেলদল।

আপনি যদি ক্রীড়া-কৌতুকে যোগ নাও দেন, তবুও আমেরিকান মল্ল-ক্রীড়া ব্যাপারটি আপনার হয়ত দেখতে ইচ্ছা হতে পারে। 'বেসবল' হোল আমেরিকার প্রচলিত জাতীয় ক্রীড়া। বেসবলের জন্ম সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখা যায় সেপ্টম্বর মাসে যখন ওয়ার্ল্ড সিরিজে—অর্থাৎ এই সিরিজগুলিতে দুটি পেশাদারী লীগের মধ্যে ক্রমান্বয়ে অনেক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়। এই লীগের দলগুলি যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরের মুখপাত্র হয়ে আসে। কয়েকটি ছোট ছোট লীগ আছে, আধা পেসাদারী লীগ আছে, বিদ্যালয়ের ও কলেজ লীগ আছে। ছোট শিশুরা মার্কিন শহরে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত 'ছোট লীগে' খেলতে শেখে। বেসবল বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া।

ফুটবলটি হোল শরৎ-হেমন্তের খেলা কলেজের ফুটবল খেলা বহু দর্শকের আকৃষ্ট করে—সেই ভাবে আকৃষ্ট করে বাস্কেটবল খেলা, টেনিস্ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ফুটবল খেলায় কলেজ দলগুলি যখন লীগে বিভক্ত হয় তখন পেশাদার লীগ থাকা সত্ত্বেও তারা আকর্ষণীয় হয়। জন দলভুক্ত হয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, একটি বলকে ছুড়ে পদাঘাত করে ও বহন করে নিয়ে যায় বলে ফুটবল খেলাটি রীতিমতো খানদানী বৈজ্ঞানিক খেলা। কলেজের পেসাদারী শিক্ষকরা সামরিক বাহিনী চালনা করবার মত করে খেলাটির পরিকল্পনা করে দেন। জানুয়ারী মাসে প্রচুর উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিযোগিতাগুলিতে বিভিন্ন কলেজের লীগ বিজয়ীরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

শীতকালের দল গঠন করে খেলা হল বাস্কেটবল ও বরফের উপর হকি খেলা। এই খেলাটি পেশাদারী দল, কলেজের দল ও স্কুলের দলরা খেলে থাকে। সকার ক্রীড়াটি য়ুরোপের মত অত অধিক পরিমাণে হয় না যদিও বিদ্যালয়গুলিতে খেলাটি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরে, বিশেষ করে কলেজের ছাত্রদের 'স্কীং'-এর প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেখা

গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমে, বহু সংখ্যক স্কীং লিফ্‌ট্‌ নির্মিত হচ্ছে। গলফ্‌ খেলা ব্যবসায়ীদের খেলা বলেই চিরকাল গণ্য, বর্তমানে সাপ্তাহিক শ্রম-পরিমাণ কমে যাওয়াতে খেলাটি সাধারণতান্ত্রিক রূপ নিয়েছে। তরুণ বয়স্করা প্রচুর পরিমাণে টেনিস্‌ খেলা করে থাকেন,। যুক্তরাষ্ট্রে বহুবিস্তৃত সমুদ্র-সৈকত ও বহু লোক থাকাতে সর্ব প্রকার জলক্রীড়া অতিশয় জনপ্রিয়।

য়ুরোপের সকারস্‌ দলের প্রতিযোগিতাগুলির মত যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতাগুলি অতটা আন্তর্জাতিক নয়, কিন্তু সব অলিম্পিক প্রতি-যোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করে থাকে।

এদেশে ক্রীড়া-কলাপের সময় প্রচুর চিৎকার ও বাহবা দেওয়া হতে থাকে। অনেক দেশে শিষ দেওয়াটা অপছন্দের চিহ্ন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এর অর্থ হোলো গুণগ্রাহীতা।

অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ—কলেজ ক্লাব, খেলাধূলা ও ডেটিং-এ অনেকখানি সময় অতিবাহিত হলেও, অন্য প্রকার আমোদ-প্রমোদ-এর জন্যও আপনার কিছুটা সময় রাখা প্রয়োজন। অধিকাংশ কলেজে অনেক প্রকারের আমোদ-প্রমোদ ও মনোরঞ্জনকারী কার্যকলাপ দেখা যায়। যেমন বিশিষ্ট বক্তৃতা, অভিনয়, মুভি, ঐক্যতান, চিত্রকলা-প্রদর্শনী ও ক্রীড়াকৌতুক। যে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নগরের আন্তর্জাতিক অংশে অবস্থিত, সেগুলিতে, ঐক্যতান ও বক্তৃতা পর্যায়ে আহুত বক্তা ও শিল্পীরা অংশ নিয়ে থাকেন।

অনেক ছাত্রের ফোনোগ্রাফ ও রেডিও তাদের ঘরে থাকে। তাছাড়া হস্টেলে, ভ্রাতৃসঙ্ঘের ও ভগিনীসঙ্ঘের গৃহের বৈঠকখানাতে রেডিও টেলিভিশন থাকে। সংবাদপত্রে প্রতিদিনকার রেডিও ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানলিপি প্রকাশ করা হয়। আপনার হয়ত ঐক্যতান, রেডিওতে প্রচারিত গীতিনাট্য অভিনয় ও অন্যান্য প্রোগ্রাম শুনবার ইচ্ছা হতে পারে।

অনেক বিদ্যালয়ে তৈরী বন বা পাহাড় আছে যেখানে ছাত্ররা পিকনিকে যায় বা পদব্রজে বেড়াতে যায়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র জাতীয় সংরক্ষিত-বন বা পার্ক আছে, যেখানে পিকনিক করা, তাঁবু খাটানো, মোটরে ভ্রমণ, মাছ-ধরা, নৌকা-চালনা সাঁতার কাটা ইত্যাদি করা চলে। আমেরিকার জাতীয় পার্কে শিকার-করা নিষিদ্ধ কিন্তু জাতীয় বনে নয়। জাতীয় বনে

ও অধিকাংশ পার্কে মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হয়। মাছ-ধরা বা শিকার করবার জন্ম পার্ক ও বন উভয়স্থানেই সাধারণতঃ লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় এবং রাষ্ট্রীয় শিকার আইন দ্বারা শাসিত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকগুলি রেজিস্ট্রি করা দরকার। জাতীয় বনগুলিতে শিকার, ঘোড়াদৌড়ানো পদব্রজে হাঁটার জন্ম প্রসারিত পথ করা থাকে। কতগুলিতে স্কী লিফট্ এবং বিশ্রামস্থান আছে। 'এপেলেশিয়ান পথ'টি প্রায় ২০৫০ মাইল পর্যন্ত প্রসারিত এবং সেইটি আটটি জাতীয় বন ও দুটি পার্কের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার কতকগুলি স্মৃতিস্তম্ভ ও ঐতিহাসিক স্থান রক্ষা করে থাকেন। আপনি কলেজে নিকটস্থ স্থানগুলি বাসে বা ট্রেনে করে পরিদর্শন করে আসতে পারেন।

সে সমস্ত ছাড়া ছাড়া আমোদ-প্রমোদ দৃশ্য আমেরিকান কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়,—সেগুলি হোল ব্রিজ খেলা, রেডিও শোনা ও ফোনোগ্রাফ শোনা—কয়েকটি ক্যাম্পাসে টেলিভিশন-দর্শন। কলেজে কণ্ট্র্যাক্ট্ ব্রিজ তাস-খেলাটি অতি জনপ্রিয়। ডিনারের পরে ও অধ্যয়ন স্থুরু করবার আগে ছাত্ররা সাধারণতঃ এই খেলা করে থাকে।

বহু সংখ্যক ছাত্র নাটক, গীতাভিনয় ও মিউজিয়াম পরিদর্শন, অবকাশ বিনোদনের প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে উপভোগ করে থাকে। জনপ্রিয় ব্রডওয়ের অভিনয়গুলি প্রত্যেকটি শহরে দু-তিন সপ্তাহের জন্ম ভ্রমণে বেরোয়। আমেরিকার পেশাদারী থিয়েটারগুলি নিউ ইয়র্ক শহরের 'ব্রড্ওয়ে' কেন্দ্রীভূত। নিউ ইয়র্কে 'ব্রড্ওয়ের বহির্ভূত' থিয়েটারগুলি গত কয়েক বৎসরে সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হলে কয়েক বৎসর পর্যন্ত চলতে থাকে। ব্রড্ওয়ের বহির্ভূত থিয়েটারগুলি সাধারণতঃ অত্যন্ত ছোট ও প্রায়ই অস্থায়ী গৃহে অবস্থিত হয় এবং সেগুলি থিয়েটার-ব্যবসা অঞ্চল থেকেও বহু দূরে। এদের অভিনয়গুলি অল্প-বেতন প্রাপ্ত অভিনেতাদের দিয়ে করানো হয়, যাদের উদ্দেশ্য হোল সূক্ষ্ম-শিল্প রচনা করা। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র বড় শহরগুলিতে অব্যবসায়ী থিয়েটার আছে।

প্রায় সমস্ত বড় শহরগুলিতে সিম্ফোনি অর্কেস্ট্রা আছে যারা হেমন্তকালের থেকে বসন্তকালের স্থুরু পর্যন্ত সংযোজনা করে চলে। যদিও এদের মধ্যে

অনেকে অল্পকালের জন্য অনুষ্ঠান করেন। অনেক শহরে গীতিনাট্য কোম্পানী থাকে, এদের মধ্যে বড় কোম্পানী শিকাগো, নিউ ইয়র্ক ও সানফ্রান্সিসকোতে আছেন। যে সমস্ত ছোটখাট সমাজ নিজেদের অর্কেষ্ট্রা বা গীতিনাট্য কোম্পানী প্রতিপালন করতে অক্ষম—তাদের সুবিধার জন্য এই সব গীতিনাট্য কোম্পানীগুলি সমস্ত দেশময় ভ্রমণ করে বেড়ায়। দেশের সর্বত্র কয়েকটি অর্ধ-পেশাদারী গায়কদল আছে, গ্রীষ্মকালে গৃহের বাইরে মুক্ত অঙ্গনে বহু প্রকার সঙ্গীতোৎসব হয়ে থাকে। অনেক শহরে ও পার্কে বিনামূল্যে মুক্ত-বাতাস ঐক্যতান পরিচালিত হয়। অনেক মিউজিয়াম বা আর্ট গ্যালারী প্রদর্শনী তাদের আর্ট-সংগ্রহ সমেত ভ্রমণ করে। তাদের আর্ট-সংগ্রহকে ক্ষুদ্রতর শহর বা নগরে সমুখে প্রদর্শিত করে। এদেশে কয়েকটি মিউজিয়ামে বা গ্যালারীতে শুধু আমেরিকান আর্টিষ্টদের কাজ প্রদর্শিত হয়—অন্যেরা পৃথিবীর সর্বস্থানের আর্ট প্রদর্শন করে থাকে।

আপনার অবকাশের কার্যকলাপের মধ্যে একটি হয়ত হবে আমেরিকার ছুটির উৎসবগুলিতে যোগদান করা। কয়েকটি ছুটির দিনে যেমন থ্যাঙ্কস্ গিভিং ও খৃষ্টমাসে বিদ্যালয়গুলি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা করে ও বিদেশী ছাত্রদের নিয়েও উৎসব করে। আপনাকে কোন আমেরিকান বন্ধু হয়ত তার গৃহে একটি ছুটির দিন কাটাতে ডাক্‌তে পারে। এই ধরনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করবেন না। কারণ এতে যে শুধু তাকে আপনি নিমন্ত্রণ করার ও আপনার সঙ্গে থাকবার ও পরিবারকে পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ দিয়ে আনন্দ দিচ্ছেন তা নয়। তাছাড়াও আপনিও একটি আমেরিকান পরিবারের সঙ্গে মিলিত সম্বন্ধে প্রকৃত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন।

যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন কালে আপনার দেশের কয়েকটি দিক্ সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হবেন হয়ত আপনার দেশীয় কৃষ্টির নমুনাও দেখাতে বলতে পারে। যদি অধ্যয়নের ক্ষতি না করে এই অনুরোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হন, তবে সুনিশ্চিত যে আপনিও একটি আগ্রহান্বিত শ্রোতামণ্ডলী পাবেন।

দেশ পরিদর্শন

ভ্রমণ করবার সময়, এটাই বিধেয় যে পূর্বেই 'গাইড-বুক'-টি দেখে যেতে হয়, সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছেই যাতে পরিদর্শন সুরু করতে পারেন। পেট্রোল বা রেল স্টেশনে বিনামূল্যে—স্থানীয় বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য স্থানের তালিকা সমেত মানচিত্র পাওয়া যায়। অনেক শহরের 'চেম্বার অব কমার্স' দ্রষ্টব্য স্থানগুলির উপর বিনামূল্যে ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করে থাকে। খাতা পেন্সিলের দোকানগুলি এবং কয়েকটি সংবাদপত্রে ষ্ট্যাণ্ড, কতকগুলি শহরের মানচিত্র বিক্রয় করে তার মধ্যে গৃহ সংখ্যা সহ পথ প্রদর্শক, ডাক বিভাগ ও সাবওয়ে, মোটর ও বাসের রাস্তা দেওয়া আছে।

শহর দেখবার জন্য আপনি হয়ত ব্যক্তি বিশেষের মোটর গাড়ি, ট্রেন, বাস বা সাইকেল ব্যবহার করবেন। যে সমস্ত ছাত্রদের মোটর গাড়ি আছে তারা পেট্রোল ব্যয়ভার গ্রহণে রাজী সঙ্গীদের জন্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেয়। কারুর সঙ্গে অংশ ভাগ করে কম ব্যয় ভ্রমণ করা সম্ভব। যদিও সর্বদা এরা আপনাকে ঠিক গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবে না তবুও বাকিটা পথ মোটর সংগ্রহ করে আপনার পক্ষে গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো সম্ভবপর হবে।

অধিকাংশ শহরে মোটর ভাড়া দেবার কোম্পানী আছে। মোটর ভাড়া— $ ১১ একদিনের জন্য ও ১১ সেণ্ট প্রতি মাইলের জন্য। অথবা $ ৮০ ১ সপ্তাহের জন্য ও ১১ সেণ্ট প্রতি মাইলের জন্য।

কয়েক শত ডলারে একটি পুরানো মোটরকার কেনা যায়। যদি ব্যবহৃত গাড়ি কিনতে চান তবে কারিগর বা যে বন্ধুটি গাড়ি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ তাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। নিজে চালাতে হলে চালকের লাইসেন্স ও আমেরিকার পথের আইনগুলি জানা। বীমা ভিন্ন মোটর চালাবেন না। কারণ যদি দুর্ঘটনা ঘটে তবে আপনার বিরুদ্ধে মামলা আনবে। যদি আপনি আপনার স্বদেশের মোটরগাড়ি ক্লাবের সভ্য হন তবে আপনি পরস্পর

বিনিময়কারী সার্ভিস পাবেন, এ-এ এ (আমেরিকান অটোমোবিল-এসোসিয়েশন)-এর কাছে থেকে। সভ্যরা অনুরোধ জানালে বিনামূল্যে বিশদ্ পথ-মানচিত্র ভাল হোটেলের ও মোটর সার্ভিসের তালিকা পাবেন।

প্রদেশ সরকার ও মিউনিসিপালিটিগুলির মাত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেইজন্য দেশের সর্বত্র নিয়মগুলি ভিন্ন। পথের উপরে চিহ্নগুলি বলে দেয়—কতটা গতি অনুমোদিত। প্রাদেশিক এবং যুক্তসরকারের হাই-ওয়েগুলি উভয়ই নম্বরযুক্ত। প্রাদেশিক হাইওয়ের নম্বরগুলি গোলাকার বা ত্রিকোণ-দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। পথচিহ্নে এবং মানচিত্রে এই ভাবেই চিহ্নিত করা আছে। ফেডারল্ হাই-ওয়ের নম্বরগুলি ইউ-এর অক্ষর দুটির পরে একটি শিল্ড চিহ্নের মধ্যে লিখিত থাকে।

যদি আপনি বিদ্যালয় বৎসরটির জন্য একটি মোটরগাড়ি কিনবার পরিকল্পনা করে থাকেন—তবে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন—সেখানকার নিয়মাবলী পরীক্ষা করে দেখবেন। অনেক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে ছাত্রদের মোটরগাড়ি রাখতে অনুমতি পান না (এটা সাধারণতঃ গাড়ি পার্ক করবার সময় স্থানাভাবের জন্য করা হয়)।

গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন বন্দর থেকে স্টীমার সার্ভিস পাওয়া যায়,—যেমন—অতলান্তিক সমুদ্র সৈকত, দা গ্রেট লেকস্, দা হাড্‌সন্, ওহিও, মিসিসিপি ও কোলাম্বিয়া রিভার্স। এই সব স্টীমারগুলিতে মোটরগাড়ি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে।

যদি সাইকেল ভ্রমণ করতে চান, তবে যে সব অঞ্চলে যাবেন সেখানকার ইউথ হস্টেলগুলির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে যাবেন। আমেরিকার ইউথ হস্টেল হেড কোয়ার্টার্স, হোল, ১৪ ওয়েস্ট ষ্ট্রীট নিউ ইয়র্ক। এই প্রতিষ্ঠান-গুলি মিতব্যয়ী ভ্রমণ পরিচালনা করে যেমন স্টেশন-ওয়াগনে ভ্রমণ, সাইকেলে ও পদব্রজে ভ্রমণ।

ভ্রমণ-সংক্রান্ত তথ্য ও সাহায্য আপনি স্থানীয় ট্যাভেল এজেন্সিগুলিরও প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে পেতে পারেন। যেমন কমিটি অর্থ ফ্রেণ্ডলি রিলেশেন এমাং ফরেন স্টুডেন্টস্ দা কাউন্সিল অব্ স্টুডেণ্টস্ ট্যাভেল-এর নিউ-ইয়র্ক দপ্তরে একটি সার্ভিস আছে "ভিসিট" নামে যেটা বিদেশী একক ব্যক্তি বা দলগুলির জন্য শিক্ষা-ভ্রমণ পরিচালনা করে থাকে। এই বিদেশী দলগুলি

যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে ও সময়ে সময়ে আমেরিকান পরিবারে থাকতে ইচ্ছুক হন। নিউ ইয়র্ক শহরের 'কাউন্সিল অফ্ স্টুডেন্টস ট্র্যাভল' তথ্য সরবরাহ করে এবং সুশৃঙ্খল ভ্রমণ পরিকল্পনা করে। কাউন্সিলটি 'টিপ্' পরিচালনা করে, এইটি হোল একটি শিপবোর্ড ভ্রমণকারীদের চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত তথ্যের প্রোগ্রাম। যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণকালে কখনোও উপদেশ বা তথ্য জিজ্ঞাসা করতে ইতস্ততঃ করবেন না। আপনার বিদেশী ছাত্র উপদেষ্টা যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত পান সেগুলি আপনাকে দিতে পারলে তিনি আনন্দিত হবেন; আপনার ভ্রমণ পরিকল্পনা সম্বন্ধে তার সঙ্গে কথোপকথন করুন।